www.BANGLAKITAB.com

দাড়ি মোবারক হইতে দুইটা পশম মোবারক দান করেন, তখনই আমি সুস্থ হইয়া যাই এবং জাগ্রত হইয়া ঐ দুইটি পশম মোবারক আমার হাতের মধ্যে দেখিতে পাই, হজরত শাহ ছাহেব বলেন ঐ দুই পশম হইতে আব্বাজান একটা আমাকে দান করেন।

শাহ ছাহেব অন্যত্র বয়ান করেন যে, আব্বাজান বলেন ছাত্র বয়সে একবার আমার খেয়াল হইয়াছিল যে, "ছওমে বেছাল" অর্থাৎ রোজার পর রোজা রাখি, কিন্তু ইহাতে ওলামাদের মতভেদের কারণে কিছুটা সন্দিহান হইয়া পড়ি যে, উহা করিব কি না করিব। এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে হুজুরে পাক (ছঃ) আমাকে একটা রুটি দান করিলেন। হুজুরের সাথে হজরত আজু বকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ) ছিলেন। হযরত ছিদ্দীকে আকবর বলিলেন "আল্ মাদায়া মোশতারাকাতুম্" অর্থাৎ হাদিয়ার মধ্যে উপস্থিত সকলেরই হক রহিয়াছে। আমি যেই তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম, তিনি উহা হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন। তারপর ওমর ফারুক বলিলেন 'আল হাদায়া মোশতারাকাতুন্'। আমি রুটি তাঁহার সামনে রাখিলে তিনিও উহা হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন, অতঃপর হযরত ওসমান বলিলেন 'আল্ হাদায়া মোশতারাকাতুন আমি বলিলাম এইভাবে হাদিয়া বন্টন হইতে থাকিলে আমি ফকীরের জন্য আর কি বাকী থাকিবে, 'হেরজে ছামীন' গ্রন্থে বিচ্ছা এই পর্যন্তই খতম। শাহ ছাহেবের অন্য কিতাব আনফাছুল আরেফীনে' লিখিত আছে তিনি বলেন আমি ঘুম হইতে জাগিয়া এই বিষয় চিন্তা করিলাম যে শায়খাইনকে ত রুটি দিলাম কিন্তু হজরত ওসমানকে কেন বাধা দিলাম। আমার দেমাগে এই কথা আসিল যে আমার নক্শেবন্দী তরীকার নেছবত হজরত আবু বকর পর্য্যন্ত মিলিত হয় আর আমার বংশের নেছবত হজরত ওমর পর্য্যন্ত পৌছে। কিন্তু হজরত ওসমানের সহিত আমার মারফত এবং খান্দান কোনটারই সম্পর্ক নাই। এইজন্য সেখানে বাধা দিবার সাহস হয়।

শাহ ছাহেব হেরজে ছামীন গ্রন্থে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে আব্বাজান এরশাদ করেন, আমি একবার রমজান মাসে ছফর করিতেছিলাম ভীষণ গরমের দিন ছিল বিধায় আমার খুব কষ্ট হইতেছিল। ঐ অবস্থায় আমার নিদ্রা আসিয়া যায়। আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি, হুজুর আমাকে অপূর্ব খাবার দান করিলেন যার মধ্যে চাউল ঘি

মিষ্টি এবং জাফরান যথেষ্ট ছিল। আমি উহা পেট ভরিয়া খাইলাম তারপর হুজুর আমাকে পানিও দিলেন, আমি উহা তৃপ্তি সহকারে পান করিলাম ইহাতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া গেল, আমার যখন চোখ খুলিল তখন হাত হইতে জাফরানের খুশবু আসিতেছিল।

এই সব ঘটনায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আহ্লে ছুন্নত অল জমাতের আকীদা মোতাবেক আওলিয়াদের কেরামত হক বলিয়া আমার বিশ্বাস করি। পবিত্র কালামে পাকে বর্ণিত আছে "হযরত মরিয়মের নিকট মেহ্রাবের মধ্যে যখন হযরত জাকারিয়া যাইতেন তখন তাঁহার নিকট রিজিক পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন মরিয়ম এই সব কোথা হইতে আসিল? তিনি বলিতেন ইহা আমার প্রভুর তরফ হইতে আসিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা অনুপোযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রিজিক দান করেন।

দোররে মানছুরে বর্ণিত আছে অসময়ে তাঁহার নিকট থলিয়া ভরা আঙ্গুর থাকিত এবং গরমের দিনে শীতকালীন ফল এবং শীতকালে গমরকালীন ফল পাওয়া যাইত।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৯) নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে একটি আজব কেচ্ছা বর্ণিত আছে যে, রাত এবং দিনের মধ্যে আপোসে এই নিয়া ঝগড়া হইল যে আমাদের মধ্যে কে ভাল; দিন বলিল আমি শ্রেষ্ঠ কেননা আমার মধ্যে তিনটি ফরজ আদায় করা হয় আর তোমার মধ্যে দুইটি ফরজ আর আমার মধ্যে জুমার দিন দোয়া কবুলিয়তের একটি বিশেষ সময় রহিয়াছে যাহাতে বান্দা যাহা চায় তাহাই পায়। এবং আমার মধ্যে রমজান মোবারকের রোজা রহিয়াছে। তোমার মধ্যে মানুষ নিদ্রিত এবং গাফেল থাকে আর আমার মধ্যে জাগ্রত এবং হুশিয়ার থাকে। আমার মধ্যে হরকত আছে আর হরকতের মধ্যেই বরকত। আমার মধ্যে সূর্য উদিত হয় যদ্দারা সমগ্র দুনিয়া আলোকিত হইয়া যায়।

রাত বলিল তুমি যদি নিজের সূর্যের উপর গর্ব করিয়া থাক তবে আমার সূর্য হইল আল্লাহ ওয়ালাদের কলব, তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালা এবং আল্লার হেকমতের মধ্যে চিন্তা ফিকিরকারীদের অন্তর। তুমি সেই প্রেমিকদের শরাব পর্য্যন্ত কি করিয়া পৌছিতে পার যাহা নির্জনে আমার সহিত হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

থাকে। মহান মে'রাজের মোকাবেলা তুমি কি করিয়া করিতে পার। আল্লাহ পাক হুজুর (ছঃ) কে ফরমাইতেছেন—

"আপনি রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ুন যাহা আপনাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে"।

হে দিন। তুমি ইহার কি উত্তর দিতে পার ? আমার মধ্যে শবে কদর রহিয়াছে। একমাত্র আল্লাহই জানেন যে উহাতে কত বেশী বেশী নেয়ামত দান করা হয়। প্রতিদিন শেষ রাত্রে আল্লাহ পাক বান্দাদিগকে ডাকিয়া বলেন কে আছে আমার নিকট প্রার্থনাকারী আমি তাহার প্রার্থনা কবুল করিব এবং কে আছ তওবাকারী আমি তাহার তওবা কবুল করিব। তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন 'ইয়া আইউহাল মোজ্জাম্মেলো কুমিল্লাইলা।' তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ছোবহানাল্লাজী আছরা……

অর্থাৎ 'পাক পবিত্র ঐ খোদা যিনি রাত্রি বেলায় আপন বান্দাকে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকছায় নিয়া গেলেন' হুজুরের যাবতীয় মোজেজার মধ্যে মে'রাজের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। কাজী এয়াজ বলেন হুজুরের ফাজায়েলের মধ্যে মেরাজের কারামত হইল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা উহা বহু ফাজায়েলের সমষ্টি আল্লাহ পাকের সহিত কথোপকথন ও জিয়ারত, আম্বিয়ায়ে কেরামের ইমামত, ছিদরাতুল মোন্তাহায় গমন, আল্লাহ পাকের বড় বড় নিদর্শন সমূহের পরিদর্শন। হুজুরের উচ্চ মর্যাদাসমূহের ঘটনাবলী 'কাছীদায়ে বোরদার' লিখক সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়াছেন এবং উহাকে হজরত থানবী (রঃ) নশরুত্তির গ্রন্থে তরজমা সহ উল্লেখ করিয়াছেন। উহা হইতে এখানে বর্ণনা করা যাইতেছে—

سريت من حرم ليلا الى حرم

كما سرى البدر في داج من الظلم

وبت ترقى الى ان نلت منزلة

من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم

وقدمتك جميع الانبياء بها

والرسل تقديم مخدوم على خدم

وانت تخترق السبع الطباق بهم

في موكب كنت فيه صاحب العلم

حتى اذا لم تدع شأوا لمستبق

من الدنو ولا مرقى لمستنم

خفضت كل مقام بالاضافة اذ

نوديت بالرفع مثل المفرد العلم

كيما تفوز بوصل اى مستتر

عن العيون وسر اى مكتتم

يا رب صل وسلم دائما ابدا

على حبيبك خير الخلق كلهم

অর্থ : (১) আপনি মক্কা শরীফের হারাম হইতে মসজিদে আকছার হারাম পর্য্যন্ত রাত্রি বেলায় ছফর করিয়াছেন, (অথচ দুই হারামের দূরত্ব চল্লিশ দিনের রাস্তা) যেমন পূর্ণ চন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া দীপ্তির সহিত চলে।

(২) আপনি উন্নতির এমন চরম শিখরে পৌছিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন যেখান পর্য্যন্ত না কেহ পৌছিবার ইচ্ছা করিয়াছে।

(৩) বায়তুল মোকাদ্দাছে আপনাকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ইমাম

www.BANGLAKITAB.com

বানাইয়াছেন যেমন মাখদুম খাদেমগণের ইমাম হইয়া থাকে।

(৪) আপনি সাত তবক আকাশ ভেদ করিয়া যাইতেছিলেন ফেরেশ-তাদের এমন এক বাহিনীর সহিত যাহাদের ঝাণ্ডাবাহী সর্দার আপনি নিজেই ছিলেন।

(৫) আপনি মর্যাদার উচ্চ স্তরে ক্রমাগত যাইতেছিলেন এমন কি তখন নৈকট্য ও উচ্চ সীমার আর সীমা বাকী রহিল না।

(৬) উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার অদ্বিতীয় ভাবে যখন আপনাকে আহ্বান করা হইল তখন আপনি যে কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মাখলুককে নীচু করিয়া দিলেন।

(৭) আপনাকে এই জন্যই ডাকা হইয়াছিল তবে যেন আপনি পর্দার অন্তরালে রহস্যাবৃত থাকিয়া মিলনের দ্বারা সৌভাগ্যবান হইতে পারেন।

ولنختم الكلام على وقعة الاسراء
بالصلوة على سيد اهل الاصطفاء
واله واصحابه اهل الاجتباء
ما دامت الارض والسماء

মে'রাজের ঘটনার উপর বক্তব্য আমরা এখানেই শেষ করিলাম ঐ জাতের উপর দরূদ পাঠ করিয়া যিনি সমস্ত নেক বান্দাদের সর্দার এবং যত দিন আছমান ও জমীন কায়েম থাকিবে তত দিন তাঁহার নির্বাচিত আ ল ও আছহাবের উপর ছালাম দরূদ বর্ষিত হউক।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১০) এই ফাজায়েলের কিতাব সমূহ লিখিবার জমানায় এই অধম স্বয়ং অথবা কোন কোন সময় অন্য বন্ধুদের কিছু কিছু স্বপ্ন এবং সুসংবাদ হাছেল হইয়াছে, এই ফাজায়েলে দরূদ বই লিখিবার সময় এক রাত্রে আমাকে স্বপ্নের মধ্যে আদেশ করা হইল যে এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই 'কাছীদা অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত কবিতা লিখিও। কিন্তু কোন্ কাছীদা লিখিব তাহা বলা হয় নাই। তবে এই অধমের দেমাগে স্বপ্নের মধ্যে অথবা দুই স্বপ্নের মধ্য ভাগে জাগ্রত অবস্থায় এ ধারণা আসিল যে ইশারা ঐ কাছীদার দিকে যাহা হযরত মাওলানা জামী (রাঃ) ইউছুফ জোলায়খা নামক গ্রন্থের শুরুতে লিখিয়াছিলেন। এই অধমের বয়স যখন দশ এগার

বৎসর তখন গঙ্গুহ নামক গ্রামে আমার পিতার নিকট ঐ কিতাব খানি পড়িয়াছিলাম, তখন আববাজান হজরত আলী সম্পর্কে মুখে মুখে আমাকে কেচ্ছা শুনাইয়াছিলেন। সেই কেচ্ছার কারণেই স্বপ্নের পর আমার খেয়াল তাঁহার কাছীদার দিকে ঝুঁকিয়া যায়। কেচ্ছা হইল এই যে—

হযরত জামী এই কাছীদা লেখার পর একবার হজ্বে রওয়ানা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌঁছিয়া হুজুরের দরবারে এই কাছীদা পাঠ করিবে। হজ্জ আদায় করার পর তিনি যখন মদীনা শরীফ জিয়ারতের এরাদা করিলেন তখন মক্কা শরীফের আমীর হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হুজুর তাঁহাকে এরশাদ করিতেছেন যে, জামীকে মদীনায় আসিতে নিশেধ কর। মক্কার আমীর তাহাকে নিষেধ করিয়া দিল কিন্তু তাঁহার মধ্যে শওক ও মহববতের জয্বা এত প্রবল ছিল যে তিনি গোপনে মদীনা রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমীরে মক্কা দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখিলেন যে হুজুর এরশাদ করিতেছেন সে আসিতেছে তাহাকে আসিতে দিওনা। আমীরে মক্কা তাঁহার পিছনে লোকজন দৌড়াইল এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিল ও জোর পূর্বক তাঁহাকে জেলখানায় বন্দী করিয়া দিল। ইহার পর আমীরে মক্কা তৃতীয়বার হুজুরকে স্বপ্নে দেখিল। হুজুর এরশাদ করিতেছেন জামী কোন অপরাধী নয় সে কিছু কবিতা লিখিয়াছে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ঐগুলি আমার রওজার পাশে আসিয়া পাঠ করিবে। যদি সে ইহা করে তবে কবর হইতে মোছাফাহার জন্য আমার হাত বাহির হইবে যদ্দারা ফেত্না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহার পর আমীর তাহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া বহুত ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই কেচ্ছা আমার শুনা এবং স্মরণ থাকার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্তমানে আমার দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা আর অসুস্থতার জন্য কোন কিতাব দেখিয়া হাওয়ালা দিবার সামর্থ নাই। হাঁ পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কোন কিতাবে এই ঘটনা পাইয়া থাকেন তবে আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে নিশ্চয় জানাইবেন আর আমার মৃত্যুর পর হইলে কিতাবের টিকায় লিখিয়া দিবেন।

এই কিচছার কারণেই এই অধমের খেয়াল সেই কাছীদার দিকে যাইতেছে। এই ঘটনা কিছুটা অসম্ভবও নয়। কেননা অন্য একটি ঘটনা মশহুর রহিয়াছে যে বিখ্যাত ছুফী হজরত শায়েখ অহমদ রেফায়ী (রঃ) এর

www.BANGLAKITAB.com

৫৫৫ হিজরীতে হুজুরে পাকের জিয়ারতের জন্য হাজির হন কবর শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটা বয়াত পড়িয়াছিলেন তখন কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে যাহাকে তিনি চুম্বন করেন ফাজায়েলে হজ্বে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। রওজায়ে পাক হইতে ছালামের উত্তর আসার আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

কোন কোন বন্ধুবর্গের অভিমত আমার খাবের তা'বীর হইল "কাছীদায়ে বোরদাহ্।" তাই সেখান হইতেও কিছুটা অংশ লিখিত হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে উহার অর্থ হইল দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাছীদা সমূহের মধ্য হইতে কোন এক কাছীদা। এইজন্য মাওলানা জামীর কাছীদার পর হযরত কাছেম নানাতবীর কাছীদার কিছুটা অংশও লিপিবদ্ধ করিয়া এই কিতাবকে সমাপ্ত করি। وما توفیقی الا بالله

মাওলানা জামীর কাছীদা ফারছি ভাষায় লিখিত, এবং আমাদের মাদ্রাসার নাজেম মাওলানা আছআদ উল্লাহ ছাহেবের ফারছি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা ছাড়াও কবিতা লেখার মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি রহিয়াছে। তদুপরি তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এর খলীফাও বটে, যদ্দ্বারা এশ্কে নববীর জয্বায়ও তিনি ভরপুর। আমি মাওলানার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম যেন সেই কাছীদার তিনি উর্দুতে তরজমা করিয়া দেন। তিনি উহা কবুল করেন! তাই কাছীদার পরে উহার তরজমাও করিয়া দেওয়া হইল। তারপর কাছীদায়ে কাছেমী হইতে কিছু লিখিত হইল।

মাছনবীয়ে মাওলানা জামী (রঃ)

زمهجوری برآمد جان عالم - ترحم یا نبی الله ترحم
نه آخر رحمة للعالمینی - ز محرومان چرا غافل نشینی
ز خاک ای لاله سیراب برخیز -
چو نرگس خواب چند از خواب برخیز
برون آور سر از برد یمانی - که روئے تست صبح زندگانی
شب اندوه ما را روز گردان - ز رویت روز ما فیروز گردان
به تن در پوش عنبر بوئے جامه - بسر بر بند کافوری عمامه

فرود آویزا ز سر گیسوان را
فگن سایه بپا سرو روان را
ادیم طائفی نعلین پاکن
شراک از رشته جانهائے ما کن
جهانے دیده کرده فرش ره اند
چو فرش اقبال پا بوش تو خواهند
ز حجره پائے در صحن حرم نه
بفرق خاک ره بوسان قدم نه
بده دستی ز پا افتادگان را
بکن دلداری دلدادگان را
اگرچه غرق دریائے گناهم
فتاده خشک لب بر خاک راهم
تو ابر رحمتی آں به که گاهے
کنی بر حال لب خشکاں نگاهے
خوشا کز گرد ره سویت رسیدیم
بدیده گرد از کویت کشیدیم
بمسجد سجدهٔ شکرانه کردیم
چراغت را ز جاں پروانه کردیم
بگرد روضه ات گشتیم گستاخ
دلم چوں پنجره سوراخ سوراخ
زدیم از اشک بر چشم بے خواب
حریم آستان روضه ات آب
گهے رفتیم زاں ساحت غبارے
گهے چیدیم زو خاشاک و خارے
ازاں نور سواد دیده دادیم

www.BANGLAKITAB.com

وزین بر ریش دل مرهم نها دیم
بسوئے منبرت ره برگرفتیم
ز چهره پایه اش در زر گرفتیم
ز محرابت بسجده کام جستیم
قدم گاهت بخون دیده شستیم
بپائے هر ستون قد راست کردیم
مقام راستاں درخواست کردیم
زداغ آرزویت با دل خوش
زدیم از دل بهر قندیل آتش
کنوں گرتن نه جاک آں حریم ست
بحمد الله که جاں آں جا مقیم ست
بخود درمانده ام از نفس خود رائے
ببیں درماندۂ چندیں ببخشائے
اگر نبود چو لطفت دست یارے
زدست ما نیاید هیچ کارے
قضا می افگند از راه مارا
خدا را از خدا درخواه مارا
که بخشد از یقیں اول حیاتے
دهد آنگه بکار دیں ثباتے
چو هول روز رستا خیز خیزد
باتش آبروئے ما نه ریزد
کند با ایں همه گمراهی ما - ترا اذن شفاعت خواهی ما
چو چوگاں سر فگنده اوری روئے
بمیداں شفاعت امتی گوئے

بحسن اهتمامت کار جامی - طفیل دیگراں یابد تمامی

অনুবাদ

(১) ইয়া রাছূলাল্লাহ্! আপনার বিচেছদে সমস্ত সৃষ্ট জগতের প্রতিটি ধুলিকণা মর্মাহত, হে আল্লার পেয়ারা নবী! মেহেরবাণী পূর্বক আপনি একটু দয়া ও রহমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

(২) আপনি নিঃসন্দেহে সারা বিশ্ব ভূবনের জন্য রহমত স্বরূপ কাজেই আমাদের মত দুর্ভাগা হইতে আপনি কি করিয়া গাফেল থাকিতে পারেন।

(৩) হে অপূর্ব সুন্দর লালা ফুল! আপন সৌন্দর্য্য ও সৌরভের দ্বারা সারা জাহানকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন, এবং ঘুমন্ত নারগিছ ফুলের মত জাগ্রত হইয়া সারা বিশ্ববাসীকে উদ্ভাসিত করুন।

(৪) আপন চেহারা মোবারককে ইয়ামনী চাদরের পর্দা হইতে বাহির করিয়া দিন কেননা আপনার নূরানী চেহারা নবজীবনের প্রাতঃকাল স্বরূপ

(৫) আমাদের চিন্তাযুক্ত রাত্রি সমূহকে আপনি দিন বানাইয়া দিন এবং আপনার বিশ্ব সুন্দর চেহারার ঝলকে আমাদের দিনকে কামিয়াব করিয়া দিন।

(৬) পূত পবিত্র শরীর মোবারকে অভ্যাস মোতাবেক আম্বর যুক্ত পোশাক পরিধান করুন এবং শির মোবারকে কর্পূরসম শুভ্র পাগড়ী বাঁধুন।

(৭) মেশ্‌কে আম্বরের খুশ্‌বু বিচছুরিত চুলের ঝুপ্‌টিকে শির মোবারকে লটকাইয়া দিন, যেন উহার ছায়া আপনার বরকত ওয়ালা পায়ে পতিত হয়।

(৮) তায়েফের বিখ্যাত চামড়ার দ্বারা তৈরী পাদুকা পরিধান করুন এবং আমাদের জানের রাশিদ্বারা উহার ফিতা তৈরী করুন।

(৯) সমগ্র বিশ্ব ভুবন আপন চক্ষু ও দিলকে আপনার পথের বিছানা বানাইয়া রাখিয়াছে, এবং পরশের মত আপনার কদমবুচির গৌরব হাছেল করিতে চায়।

(১০) সবুজ গুম্বজের হুজরা শরীফ হইতে মসজিদের বারান্দায় তাশরীফ আনুন, আপনার পথের ধূলা চুম্বনকারীদের মাথার উপর কদম রাখুন।

(১১) দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য করুন আর খাঁটি প্রেমিকদের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

(১২) যদিও আমরা আপাদ মস্তক গোনাহের সাগরে ডুবিয়া আছি তবু আপনার মোবারক রাস্তায় পিপাসিত অবস্থায় শুষ্ক ঠোঁটে পড়িয়া আছি।

(১৩) আপনি রহমতের বাদল স্বরূপ, কাজেই পিপাসিত ও তৃষ্ণাতুর-

www.BANGLAKITAB.com

দের প্রতি মেহেরবাণীর দৃষ্টি করা আপনার সঞ্চয়।

(১৪) আমাদের জন্য কতই না উত্তম হইত যদি আমরা ধুলায় ধুসরিত হইয়া আপনার খেদমতে পৌছিতাম, এবং আপনার গলির মাটি দ্বারা চোখে সুরমা লাগাইতাম।

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جاؤں ہم
خاک در رسول کا سر سے لگاؤں ہم

(১৫) মসজিদে নববীতে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিতাম রওজায়ে পাকের জ্বলন্ত প্রদীপের জন্য নিজের ব্যথিত অন্তরকে পতঙ্গ বানাইতাম।

(১৬) রওজায়ে আতহার ও গুম্বজে খাজরাত (সবুজ গুম্বজের চারিপাশে এইভাবে পাগলের মত চক্কর দিতাম যেন অন্তর আপনার প্রেম ও মহব্বতের জখমে টুক্‌রা টক্‌রা হইয়া যাইত।

(১৭) আপনার পবিত্র রওজার আস্তানায় বিনিদ্র চক্ষুর মেঘ হইতে অশ্রুবারী বর্ষণ করিতাম।

(১৮) কখনও মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দান করিয়া ধুলাবালি পরিষ্কার করিবার গৌরব অর্জন করিতাম। আবার কখনও সেখানের আবর্জনা দুর করার সৌভাগ্য অর্জন করিতাম।

(১৯) যদিও ধূলিবালি চক্ষুর জন্য ক্ষতিকর তবুও উহা দ্বারা আমি চক্ষুর পুতুলের জন্য জ্যোতির উপায় করিতাম আর যদি আবর্জনা দ্বারা জখমের ক্ষতি হয় তবু উহা দ্বারা আমি দিলের জখমের জন্য পট্টি বাঁধিতাম।

(২০) আপনার মিম্বারের নিকট যাইতাম এবং উহার পায়ার তলে আপনার প্রেমিক সুলভ হলদে রং এর চেহারাকে ঘষিয়া সোনালী বানাইতাম

(২১) আপনার মোছল্লা এবং মেহরাব শরীফে নামাজ পড়িয়া পড়িয়া মনের আরজু পূর্ণ করিতাম ও প্রকৃত উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হইতাম এবং মোছল্লার যেই পবিত্র স্থান আপনার কদম মোবারক স্পর্শ করিত উহাকে আবেগের রক্তিম অশ্রু দ্বারা ধুইয়া ফেলিতাম।

(২২) আপনার মসজিদের প্রতিটি খুটির সামনে আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইতাম এবং ছিদ্দীকীনদের মর্য্যাদায় পৌছিবার জন্য প্রার্থনা করিতাম।

(২৩) আপনার হৃদয় গ্রাহী আবেগ সমূহের জখম এবং প্রাণস্পর্শী আকাংখা সমূহের ক্ষতসমূহের দ্বারা অতীব আনন্দের সহিত প্রতিটি ফানুসকে

আলোকিত করিতাম।

(২৪) বর্তমানে যদিও আমার নশ্বর দেহ সেই সমুজ্জল পবিত্র হারাম ও হুজুরের আরামগাহে নাই তবুও আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর আমার রুহ সেখানেই রহিয়াছে।

(২৫) আমি আপন অহঙ্কারী নফ্‌ছে আম্মারার ধোঁকায় ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এমন অসহায় ও দুর্বলের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

(২৬) যদি আপনার করুণার দৃষ্টি আমার সাহায্যকারী না হয় তবে আমার অঙ্গ প্রতঙ্গ বেকার ও অবশ হইয়া পড়িবে। কাজেই আমার দ্বারা আর কোন কাজ সম্পাদন হইবে না।

(২৭) আমাদের বদ বখ্‌তি আমাদিগকে সরল পথ ও আল্লার রাস্তা হইতে বিপথগামী করিতেছে। আল্লারওয়াস্তে আমাদের জন্য খোদাওন্দ পাকের দরবারে প্রার্থনা করুন।

(২৮) আপনি এই দোয়া করুন আল্লাহ পাক যেন প্রথমতঃ আমাদিগকে পাকা পোক্ত একীন এবং দৃঢ় বিশ্বাসের আজীমুশ শান জীবন দান করেন এবং অতঃপর শরীয়তের আহকামের উপর মজবুত রাখেন।

(২৯) যখন কেয়ামতের ভীষণ দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে তখন রোজহাশরের মালিক রহমানুর রাহীম যেন আমাদিগকে দোজখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের ইজজত রক্ষা করেন।

(৩০) এবং আমাদের গোম্‌রাহী সত্ত্বেও যেন আপনাকে আমাদের জন্য শাফায়াত করিবার অনুমতি দান করেন। কেননা তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবেনা।

(৩১) আমাদের পাপের দরুন অবনত মস্তকে নফ্‌ছী বলিয়া নয় বরং ইয়া রাব্বে উম্মতী বলিয়া হাশর ময়দানে তাশরীফ আনিবেন।

(৩২) আপনার সুব্যবস্থার ফলে এবং অন্যান্য নেক বন্দাদের উছিলায় গরীব জামীর যাবতীয় কাজ যেন সমাধা হইয়া যায়।

شنیدم کہ در روز اسود و بیم
بداں را بہ نیکاں ببخشند کریم

"আমি শুনিয়াছি যে আশা ও ভয়ের সেই মহাসংকটের দিনে মেহেরবান খোদা নেক বান্দাদের উছিলায় গোনাহ্‌গারদিগকে মাফ করিয়া দিবেন"

আলহাম্‌দু লিল্লাহ হজরত জামী (রঃ) এর কাছীদার অনুবাদ এখানেই

www.BANGLAKITAB.com

শেষ হইয়া গেল। ইহার পর হজরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাছীদার কিয়দাংশ যাহা এশ্‌ক ও মহব্বতে নবীর দ্বারা ভরপুর উহা লেখা যাইতেছে

نہ ہووے نغمہ سرا کس طرح سے بلبل زار
کہ آئی ہے نئے سر سے چمن میں بہار
ہر ایک کو حسب لیاقت بہار دیتی ہے
کسی کو برگ کسی کو گل اور کسی کو بار
خوشی سے برگ چمن ناچ ناچ گاتے ہیں
کف ورق بجاتے ہیں تالیاں اشجار
بجھائی ہے دل آتش کی بھی طپش یارب
کرم میں ایکو دشمن سے بھی نہیں انکار
یہ قدر خاک ہیں باغ باغ وہ عاشق
کبھی رہے تھا سدا جن کے دل کے بیچ غبار
یہ سبزہ زار کا رتبہ ہے شجرۂ موسی
بنا ہے خاص تجلی کا مطلع انوار
اسی لئے چمنستان میں رنگ مہندی نے
کیا ظہور تھائے سبزہ میں ناچار
پہنچ سکے شجر طور کو کہیں طوبی
مقام یار کو کب پہنچے مسکن اغیار
زمین و چرخ میں ہو کیوں نہ فرق چرخ و زمین
یہ سب کا بار اٹھائے وہ سب کے سر پر بار
کرے ہے ذرہ کوئے محمدی سے خجل
فلک کے شمس و قمر کو زمیں لیل و نہار
فلک پہ عیسی و ادریس ہیں تو خیر سہی
زمیں پہ جلوہ نما ہے محمد مختار
فلک پہ سب سہی پر ہے نہ ثانی احمد
زمیں پہ کچھ نہو پر ہے محمدی سرکار
ثنا کر اسکی فقط قاسم اور سبکو چھوڑ

کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار
الہی کس سے بیان ہو سکے ثنا اسکی
کہ جس پہ ایسا تری ذات خاص کا ہو پیار
جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو
نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار
کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی
کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدۂ زار
چراغ عقل ہے گل اسکے نور کے آگے
زباں کا منہ نہیں جو مدح میں کرے گفتار
جہاں کہ جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر دیا
لگی ہے جان جو پہنچیں وہاں مرے افکار
مگر کرے مری روح القدس مدد گاری
تو اسکی مدح میں میں بھی کروں رقم اشعار
جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے
تو آگے بڑھکے کہوں ای جہاں کے سردار
تو فخر کون ومکان زبدۂ زمین و زمان
امیر لشکر پیغمبران شہ ابرار
تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی
تو نور شمس گر اور انبیا ہیں شمس و نہار
حیات جان ہے تو ہیں اگر وہ جان جہان
تو نور دیدہ ہے گر ہیں وہ دیدۂ بیدار
طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی
بجا ہے کہئے اگر تم کو مبدء الآثار
جلوہ میں تیرے سب آئے عدم سے تا بوجود
قیامت آپکی تھی دیکھئے تو اک رفتار
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں

www.BANGLAKITAB.com

ترے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار
پہنچ سکا ترے رتبے تلک نہ کوئی نبی
ہوئے ہیں معجزہ والے بھی اس جگہ ناچار
جو انبیاء ہیں وہ آگے تری نبوت کے
کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار
بناتا ہاتھ نہ پتلے کو بوالبشر کے خدا
اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار
خدا کے طالب دیدار حضرت موسی
تمہارا لیجے خدا آپ طالب دیدار

এই কিতাব যেমন প্রথমেই লেখা হইয়াছে, রমজানের পঁচিশ তারিখ শুরু করা হইয়াছিল। কিন্তু মোবারক মাসের বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন ঐ সময় বিছমিল্লাহ এবং কয়েক লাইন ব্যতীত আর লিখিবার সুযোগ হয় নাই। তারপরেও মেহমানদের ভিড় এবং মাদ্রাসায় সালের প্রথম দিকের বিভিন্ন ঝামেলার জন্য খুব কমই পাওয়া যাইত। তবুও কমবেশী লেখার কাজ চলিতেছিল। হঠাৎ গত জুমার দিন আমার প্রিয়তম মোহ-তারাম মাওলানা আল্‌হাজ্ব মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেবের যিনি তাবলীগী জমাতের আমীর ছিলেন এন্তেকাল করিয়া যান। তাঁহার এন্তেকালে এই ধারণা জন্মিল যে যদি এই অধমও এইভাবে বসিয়া বসিয়া চলিয়া যাই তবে এই পর্য্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে উহাও ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাই যতটুকু লেখা হইয়াছে উহার উপরই ইতি টানিয়া অদ্য ছয়ই জ্বিলহজ্ব জুমার দিন সকাল বেলা এই রেছালাকে সমাপ্ত করিতেছি। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবাণীর দ্বারা স্বীয় মাহবুবের তোফায়েলে ইহার মধ্যে যাহা কিছু ভুল ত্রুটি হইয়াছে উহাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

মোঃ জাকারিয়া উফিয়া আনহু কান্দলবী

মুকীমে মাদ্রাসায়ে মাজাহেরুল উলুম ছাহারানপুর

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

দিল্লী ও কাকরাইলের মুরুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

ফাজায়েলে হজ্ব

বা

হজ্বের ফজীলত

মূল লিখক :

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী সাহেব

www.BANGLAKITAB.com

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
হজ্বের উৎসাহ	...	১৩২
বায়তুল্লাহ শরীফ কে প্রথম নির্মাণ করেন	...	১৩৩
হারাম শরীফে চাচা ভাতিজার কেচ্ছা	...	১৪৭
হজ্ব করার শাস্তি	...	১৫৬
হজ্বের সফরে কষ্টের উপর ধৈর্যাবলম্বনের বর্ণনা	...	১৬১
হজ্বের হকীকত	...	১৬[illegible]
হজ্বের মধ্যে রাজনৈতিক হেকমত	...	১৭[illegible]
হজ্বের আদবসমূহ	...	১৮২
হজ্বের বাকির আদবসমূহ	...	১৮৮
মক্কা শরীফ এবং কা'বা শরীফের ফজিলত	...	২০০
কা'বা শরীফ কে তৈয়ার করেন	...	২০২
যে যে স্থানে দোয়া কবুল হয়	...	২১০
জম জম	...	২১৪
[illegible] বয়ান	...	২১৮
জিয়ারতে মদীনা	...	২২[illegible]
মদীনায়ে মোনাওয়ারা হজ্বের আগে যাইবে না পরে	...	২২৩
রওজায়ে পাক জিয়ারত করিবার আদব	...	২৩০
নবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী	...	[illegible]
কবর শরীফের সাথে বে-আদবী করার পরিণাম	—	২৬৬
হুজুর (ছঃ) কে কবর দেয়ার তাৎপর্য	...	২৬৯
মদীনায়ে তাইয়্যেবার ফজীলত	...	২৭১
মসজিদে নববীতে ছতুনের বয়ান	...	২৭৭
বিদায় হজ্ব	...	২৭৮
আল্লাহ্ওয়ালাদের কয়েকটি ঘটনা	...	২৮৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাছায়েলে হজ্ব	...	৩১১
হজ্বের শর্তসমূহ	...	৩১[illegible]
হজ্বের ফরজ ও ওয়াজেবসমূহ	...	৩১[illegible]
হজ্বের মাসসমূহ ও এহরামের স্থান	...	৩১২
এহরাম বাঁধার নিয়ম	...	৩১২
মোহরেম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী	...	৩১২
যখন মক্কা শরীফ পৌছিবে	...	৩১[illegible]
মক্কায় না গিয়া আরাফাতের দিকে রওয়ানা	...	৩১৬
স্ত্রী পুরুষের হজ্ব কার্যে পার্থক্য	...	৩১৭
কেরান হজ্ব	...	৩১৭
হজ্বে তামাত্তু	...	৩১৮
হজ্বের জন্য উত্তম দিন	...	৩১৯
হাজীদের জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী	...	৩১৯
বিনা এহরামে মীকাত অতিক্রম	...	৩১৯
বদলী বা নায়েবী হজ্ব	...	৩৩০

হজ্বের জরুরী দোয়াসমূহ

বিষয়		পৃষ্ঠা
তালবীয়াহ	...	৩৩১
তাওয়াফের নিয়ত	...	৩৩১
প্রথম তাওয়াফের দোয়া	...	৩২০
দ্বিতীয় তাওয়াফের দোয়া	...	৩২[illegible]
তৃতীয় তাওয়াফের দোয়া	...	৩৩১
চতুর্থ তাওয়াফের দোয়া	...	[illegible]
পঞ্চম তাওয়াফের দোয়া	...	৩২[illegible]
ষষ্ঠ তাওয়াফের দোয়া	...	৩২[illegible]
সপ্তম তাওয়াফের দোয়া	...	৩২[illegible]
মকামে মুলতাজেমের দো	...	৩২[illegible]
মকামে ইব্রাহীমের দোয়া	...	৩৩১
নবী করীম (ছঃ)-এর কবর শরীফ জিয়ারতের দরূদ ও সালাম	...	

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

(শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহেব বলিতেছেন)

বাদ হামদ ও নাত', এই অধমের হাতের লেখা তাবলীগী নেছাবের ইতিপূর্বে আরও কয়েকটা কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে, আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সেই কিতাবগুলি দ্বারা লোকজন এত বেশী উপকৃত হইয়াছেন যে উহা শুনিলে বাস্তবিকই অবাক হইতে হয়। অথচ আমার অযোগ্যতা ও বেআমল হওয়ার দরুন অতটুকু উপকারে আসিবে বলিয়া ধারণাও ছিল না। কেননা যে নিজে আমল করেনা তাহার কথায় এবং লেখায় লোকের আমলও বহুত কমই হইয়া থাকে। তবে চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ)-এর রুহানী ফয়েজের বরকতেই এত বেশী উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। চাচাজানের এন্তেকালের পর আজ প্রায় চার বৎসর অন্য কোন কিতাব লেখার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, অথচ তিনি জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমাকে দুইটা বই লেখার জন্য খুব বেশী বেশী তাকীদ করিতেন। প্রথমতঃ তেজারত এবং হালাল উপার্জন সম্পর্কে একটা বই, দ্বিতীয়তঃ আল্লার রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কে আর একটা বই। প্রথম বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত নকশা খুব তাড়াতাড়ি লিখিয়া চাচাজানের খেদমতে পেশ করি, কিন্তু খুব বেশী অসুস্থ থাকার দরুন তিনি উহা দেখিয়া যাইবার সুযোগও পান নাই। দ্বিতীয় বইটা লিখিবার এত বেশী তাকীদ ছিল যে, একদিন নামাজ একেবারে তৈয়ার ছিল, অন্য এক ব্যক্তি ইমাম ছিল, তাকবীরও হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি কাতার হইতে মুখ বাহির করিয়া এরশাদ করিলেন যে, দেখ ঐ বইটা লিখিতে যেন ভুল না হয়। তবুও কিন্তু নিজের অযোগ্যতা এবং দুনিয়ার বিভিন্ন ঝামেলার দরুন বই দুইখানি লেখা সম্ভব হয় নাই।

আমার চাচাত ভাই প্রিয়তম মাওলানা ইউছুফ চাচাজানের মতই তাঁহার ঈমানী আন্দোলনের যথোপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর যাবত হেজাজের পবিত্র ভুমিতে ঐ আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয় চিন্তা করিতেছিলনে। স্বয়ং চাচাজানও ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া দুইবার হেজাজ তাশরীফ নিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আরবরাই ঐ মহাপুরুষদের বংশধর যাহারা সারা দুনিয়ায় ইছলাম বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্তমানেও যদি তাঁহারা পূর্ব পুরুষদের পথ অবলম্বন করিয়া আবার ময়দানে অবতীর্ণ হন তবে এখনও তাঁহারা আবার সারা বিশ্বে ইছলামকে চমকাইতে সক্ষম হইবেন। তদুপরি হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর হজ্ব করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন, তাহারা হজ্বের ফাজায়েল, বরকত এবং আদবসমূহ সম্পর্কে অজানা হওয়ার দরুন যেই দ্বীনি জজবা এবং বরকত নিয়া ফিরিয়া আসিবার ছিলেন উহা না নিয়া প্রায় খালী হাতেই ফিরিয়া আসেন।

এইসব কারণে প্রাণাধিক ইউছুফ আজ দুই বৎসর যাবত আমাকে বারংবার তাকীদ করিতেছেন যেন হজ্ব এবং জেয়ারত সম্পর্কিত হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উম্মতের সামনে একটা কিতাব পেশ করি। ইহাতে হাদীছের বরকতে হজ্বের শান মোতাবেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়া লোকে হজ্বগমন করিবে ও যেই জজবা নিয়া ফেরত আসা উচিত ইহা নিয়াই তাহরা ফেরত আসিবে। তদুপরি নিজেরা যেই প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়া গমন করিবে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরেও সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রিয় মাওলানার তরফ হইতে দুই বৎসর যাবত শুধু তাকীদ হইতেছে, আর আমার তরফ থেকে শুধু ওয়াদার চেয়ে আগে অগ্রসর হইবার কোন সুযোগ হইতেছিলনা।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক যদি কোন কাজ কাহারও দ্বারা করাইবার ইচ্ছা করেন তবে, উহার জন্য গায়েব হইতে আছবাবেরও ব্যবস্থা হইয়া যায়। চাচাজানের এন্তেকালের পর হইতে প্রতি বৎসর রমজানের মোবারক মাস নিজামুদ্দীনেই কাটাইবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে। ২৯ শে শা'বান সেখানে পৌছিয়া শাওয়াল সেখান থেকে ফেরত আসা হয়। কিন্তু এই

www.BANGLAKITAB.com

বৎসর কোন অনিবার্ধ কারণ বশত: ঈদের পরেও অনেকদিন নিজামুদ্দীনে থাকিতে হয় যদ্দারা প্রিয় মাওলানার তা'লীদ করার আরও বেশী সুযোগ হইয়া যায়। ওদিকে ঈদের পরদিন হইতে মাহবুবের দেশে যাওয়ার হিড়িক শুরু হওয়ায় অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যাহা প্রতি বৎসরই শাওয়াল মাস হইতে জিলহজ্ব মাসের অর্ধেক পর্যন্ত হইয়া থাকে। এবং হজ্বের দিন যতই ঘনাইয়া আসে ততই আবেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকে এই ভাবিয়া যে ভাগ্যবান প্রেমিকগণ না জানি এখন কি করিতেছে ? এই জন্যই আল্লার উপর ভরসা করিয়া আজ ২রা শাওয়াল ৯৬ হিজরী বুধবার দিনে এই কিতাব শুরু করিতেছি এবং দশটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্টে কয়েকটি হাদীছের তরজমা এবং কিছু বিভিন্ন বিষয়াদি পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্বের উৎসাহ

হজ্বের ফাজায়েল এবং আহকাম সম্পর্কে কোরানে পাকে অনেকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে অগনিত, তন্মধ্যে নমুনা স্বরূপ এই কিতাবে বর্ণনা করা যাইতেছে।

আমি নিজের প্রত্যেকটি বইকে সংক্ষেপ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকি ; কেননা দ্বীনের বই পুস্তক পড়িবার জন্য না পাঠকদের নিকট সময় বেশী থাকে না বই বড় হইয়া দাম বাড়িয়া গেলে খরিদদারদের নিকট অতিরিক্ত পয়সা থাকে। হাঁ ছিনেমা দেখার জন্য, বিয়ে-শাদীতে খরচ করার জন্য গরীব হইতে গরীবের নিকটও পয়সার কোন অভাব হয় না, ইহা আল্লার শান। এইজন্য সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিতেছি, তারপর কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা যাইবে।

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ

ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ . الاية

"মানুষের নিকট হজ্ব ফরজ হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া দাও। যেন তাহারা ঐ ঘোষণাপত্র পাইয়া তোমার নিকট আসিয়া একত্রিত হয়। তন্মধ্যে কেহ পদব্রজে আসিবে আবার কেহ বা উটকে দুর্বল করিয়া দূর দুরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া আসিবে, এইজন্য যে তাহারা তথায় নিজেদের ফায়দা দেখিতে পাইবে।

বায়তুল্লাহ শরীফ কে প্রথম নির্মান করেন ?

ফায়েদা ঃ বায়তুল্লাহ শরীফকে প্রথমে আদম আলায়হিচ্ছালাম বানাইয়াছেন, না ফেরেশতারা বানাইয়াছেন ইহাতে মতভেদ আছে। এমন কি কেহ কেহ বলে যে, জমিন সৃষ্টির প্রথম ধাপ ঐস্থান হইতেই শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে পানির একটা বুদবুদের মত ছিল। উহা হইতেই সারা দুনিয়ার মাটি বিস্তার লাভ করে। হজরত নূহ (আঃ) এর তুফানের সময় ঐস্থানকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, অতঃপর হজরত ইব্রাহীম (আঃ এর পুত্র ইছমাইলের সাহায্যে বায়তুল্লাহ নূতন পত্তন করেন। কোরানে পাকেও বর্ণিত আছে, "ইব্রাহীম এবং ইছমাইল একত্রে মিলিয়া কাবা গৃহের ভিত্তি রাখেন।" অন্য আয়াতে আছে "আমি ইব্রাহীমকে সেই ঘরের চিহ্ন বাতলাইয়া দেই, তিনি আল্লার হুকুমে এ ঘর নূতন করিয়া গড়েন।"

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যখন আল্লাহ পাক আদম (আঃ) কে জান্নাত হইতে জমীনে ফেলিয়া দেন তখন তাঁহার ঘরেও অবতীর্ণ করেন। এবং বলেন হে আদম ! আমি তোমার সহিত আমার ঘরকেও অবতীর্ণ করিতেছি। তুমি এই ঘরের তওয়াফ ঐভাবে করিবা যেইভাবে আমার আরশের তওয়াফ করা হয়। এবং উহার দিকে ফিরিয়া ঐভাবে নামাজ পড়া যাইবে যেইভাবে আমার আরশের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়া হয়। তারপর নূহ (আঃ) এর তুফানের সময় ঐ ঘরকে উঠাইয়া নেওয়া হয়। অতঃপর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সেইস্থানের তওয়াফ করিতে কোন ঘর ছিল না। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ স্থান দেখাইয়া দেন ও ঘর নির্মানের নির্দেশ দেন। (তারগীবে মোনযেরী)

হাদীছের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ হজরত ইব্রাহীম শেষ করেন তখন আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, হে খোদা ! তোমার ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। আল্লাহ পাকের তরফ হইতে হুকুম হইল হজ্ব পালনের জন্য তুমি সারা বিশ্ববাসীকে ঘোষণা করিয়া দাও। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন ইয়া আল্লাহ ! আমার আওয়াজ

www.BANGLAKITAB.com

কিভাবে পৌছিবে? আল্লাহ পাক বলিলেন, আওয়াজ পৌছান আমার জিম্মায়। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন আর ইহা আছমান ও জমীনের যাবতীয় মাখলুক শুনিয়াছিল। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যেহেতু বেতার যন্ত্রের মারফত মুহূর্তের মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে শব্দ পৌছিয়া যায়। আর সেই মহান সৃষ্টিকর্তা বেতার আবিষ্কারকেরেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি সারা বিশ্বভুবনে আওয়াজ পৌছাইতে পারেন না?

অন্য হাদীছে আসিয়াছে সেই ঘোষণা পত্রকে প্রত্যেক ব্যক্তিই শুনিয়াছে এবং লাব্বায়েক বলিয়াছে। যাহার অর্থ হইল আমি হাজির আছি। হাজীগণ এহ্‌রাম বাঁধার পর সেই লাব্বায়েকই বলিয়া থাকেন। যাহার তকদীরে আল্লাহ পাক হজ্বের সৌভাগ্য লিখিয়াছেন তিনিই সেই আওয়াজের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন ও লাব্বায়েক বলিয়াছেন। অন্য হাদীছে আছে।

যেই ব্যক্তি উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া লাব্বায়েক বলিয়াছে, চাই সে পয়দা হইয়া থাকুক বা রুহের জগতে থাকুক, সে নিশ্চয় হজ্ব করিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে, যেই ব্যক্তি একবার লাব্বায়েক বলিয়াছে তাহার এক হজ্ব নছীব হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি দুইবার বলিয়াছে তাহার দুই হজ্ব নছীব হইয়াছে এইভাবে যে যতবার লাব্বায়েক বলিয়াছে তাহার তত হজ্ব নছীব হইয়াছে। কতবড় সৌভাগ্যশালী ঐসব রুহ যাহারা তখন ধড়াধড় লাব্বায়েক বলিয়াছিল তাহারা আজ হজ্বের পর হজ্ব করিতেছে বা করিবে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

"নির্দিষ্ট জানা কয়েকটি মাসেই হজ্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম তারিখ হইতে জিলহজ্বের দশ তারিখ পর্যন্ত। ঐ সময়ে যে ব্যক্তি নিজের উপর হজ্বকে ফরজ করিয়া লয় অর্থাৎ এহরাম বাঁধে তাহার জন্য ফাহেশা বা অশোভন উক্তি অথবা হুকুম অমান্য করা বা ঝগড়া ফাছাদ কিছুই জায়েজ নহে এবং তোমরা যাহা কিছু পুণ্য কাজ করিবে আল্লাহ পাক

উহা খুব ভালভাবে জানেন। তদনুরূপ তাহাকে আল্লাহ পাক প্রতিদান অথবা শাস্তিদান করিবেন। এইজন্য ঐ মোবারক সময়ে যাহারা পুণ্যের কাজ করিবে তাহাদিগকে অনেক বেশী দান করিবেন।

ফায়েদা ঃ ফাহেশা কথা দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহা আগেও নাজায়েজ ছিল, হজ্বের হালতে উহা আরও বেশী মারাত্মক অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয় যাহা প্রথমে জায়েজ ছিল যেমন আপন স্ত্রীর সহিত কিছু বিপর্দা লাগামহীন কথা বলা, হজ্বের সময় উহাও না জায়েজ হইয়া যায়। এইভাবে হুকুম অমান্য করাও দুই প্রকার, প্রথমতঃ যাহা পূর্বেও নাজায়েজ ছিল। যেমন যে কোন প্রকারের গুণাহের কাজ, হজ্বের হালতে উহা আরও বেশী অপরাধমূলক হইয়া যায়; আর দ্বিতীয় ঐসব কাজ যাহা ইতিপূর্বে জায়েজ ও বৈধ ছিল। কিন্তু এহরাম বাঁধিলে ঐসব অবৈধ হইয়া যায়। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করা এহরাম অবস্থায় নাজায়েজ। ঝগড়া ফাছাদ সব সময়ই অন্যায় এখন উহা আরও অধিক অন্যায়ে পরিণত হয়! হুকুম অমান্য করার মধ্যে যদিও ঝগড়া ফাছাদও শামিল আছে তবুও অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উহাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা কাফেলা ওয়ালাদের মধ্যে আপোসে ঝগড়া ফাছাদ হইয়াই যায়।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজিকার দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পুরা করিয়া দিলাম এবং চিরকালের জন্য ইছলামকেই তোমাদের দ্বীন হিসাবে পছন্দ করিলাম অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র উহাই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ফায়েদা ঃ হজ্বের ফজীলতের মধ্যে ইহাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উহার মধ্যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার সুসংবাদ ওয়ালা আয়াত হজ্বের মৌসুমেই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন হজ্ব ইছলামের বুনিয়াদী রোকন, ইছলামের ভিত্তি এবং পূর্ণতা উহার উপর সমাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু আল্‌ইয়াওমা আক্‌মালতু ওয়াজ্ব আয়াত উহাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীছে বর্ণিত আছে ইহুদীদের জনৈক পণ্ডিত আসিয়া হজরত ওমরের নিকট বলিল, তোমাদের কোরানে এমন একটি আয়াত নাজেল হইয়াছে

www.BANGLAKITAB.com

উহা যদি আমাদের উপর নাজেল হইত তবে আমরা এদিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করিতাম, হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? সে বলিল আল্ ইয়াওমা আক্‌মাল্‌তু লাকুম দীনাকুম। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন আমি জানি এই আয়াত কবে এবং কোথায় নাজেল হইয়াছে, আল্লার শোকর, সেই দিনে আমাদের দুই ঈদ একত্রিত ছিল। জুমার দিন এবং আরাফাতের দিন। হজরত ওমর বলেন উহা জুমার দিন সন্ধ্যা বেলায় আছরের পর অবতীর্ণ হয়। যখন হুজুর আরাফাতের ময়দানে উট্‌নীর উপর ছওয়ার ছিলেন। এই আয়াতে যাহা শুনান হইয়াছে উহা বাস্তবিকই একটি বিরাট সুসংবাদ।

হাদীছে বর্ণিত আছে এই আয়াতের পর হালাল হারাম বিষয়ক আর কোন নূতন হুকুম অবতীর্ণ হয় নাই। মানুষের যখন হজ্বের মধ্যে এই খেয়াল আসিবে যে ইহা দ্বারা দ্বীন পূর্ণ হইবে তখন কতটুকু আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়া ঐ ফরজ আদায় করিতে থাকিবে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় হুজুর উট্‌নীর উপর ছওয়ার ছিলেন। বিরাট বোঝা চাপানোর দরুন উট্‌নী বসিয়া গিয়াছিল। কেননা অহী অবতরণের সময় হুজুরের ওজন অনেক বাড়িয়া যাইত। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন, অহী আসার সময় হুজুর উটের উপর থাকিলে উট নিজের ঘাড়কে বিছাইয়া দিত। এবং যতক্ষণ অহী অবতরণ শেষ না হইত উট নড়াচড়া করিতে পারিত না। অন্যত্র হুজুর বলেন, অহী অবতরণের সময় আমার মনে হইত যেন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হজরত জায়েদ বিন ছাবেত বলেন যখন

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমি হুজুরের নিকট বসা ছিলাম, দেখিলাম, হুজুর যেন বেহুশ হইয়া গিয়াছেন। তখন হুজুরের রাণ মোবারক আমার রাণের উপর রাখিলাম, উহার ওজনে মনে হইল যেন আমার রাণ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

আল্লাহ পাকের আয়াতের ইহাই ছিল আজমত এবং গুরুত্ব! অথচ আমরা উহাকে এমন তুচ্ছভাবে পড়িয়া যাই যেমন সাধারণ বই পুস্তক পড়িয়া থাকি। এই পর্যন্ত কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ ছিল। সামনে কতকগুলি হাদীছ বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه . متفق عليه

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি শুধু আল্লার রেজামন্দীর জন্য হজ্ব করে উহাতে কোন ফাহেশা কথা কাজ বা অবাধ্যাচরণমূলক কাজ করে না সে হজ্ব হইতে এমনভাবে নিষ্পাপ প্রত্যাবর্তন করে যেমন সে আজ মায়ের গর্ভ হইতে জন্ম নিল।

ফায়েদা ঃ বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে একেবারেই বেগুনাহ মা'ছুম থাকে, সব রকম দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত থাকে। হজ্বের প্রতিক্রিয়া তদ্রূপ যদি সেই হজ্ব শুধু আল্লার জন্যই করা হয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন এইসব হাদীছের অর্থ হইল ছগীরা গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। অবশ্য কোন কোন ওলামা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে হজ্বের দ্বারা ছগীরা কবীরা উভয় প্রকার গুণাহ মাফ হইয়া যায়।

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ একমাত্র আল্লার জন্যই হজ্ব করিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য রিয়া, সুনাম ইত্যাদি শামিল হইতে পারিবে না। আনেক লোক সুনাম এবং ইজ্জত লাভের জন্য হজ্ব করিয়া থাকে. তাহারা এতবড় কষ্ট ক্লেশ এবং খরচপত্রকে অনর্থক ধ্বংস করিয়া দিল। যদিও জিম্মা হইতে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি শুধু আল্লার সন্তুষ্টির জন্য হইত তবে ফরজ আদায়ের সাথে কত বড় ছওয়াবেরও অধিকারী হইত। আফছোছ! এতবড় দৌলত কয়েকজন লোকের নিকট ইজ্জত হাসেল করার নিয়তে ধ্বংস করিয়া দেওয়া কতই না দুর্ভাগ্যের কথা। হাদীছে বর্ণিত আছে কেয়ামতের পূর্বে আমার উম্মতের ধনী লোকেরা শুধু ছফর এবং পর্যটনের ইচ্ছায় হজ্ব করিবে। যেমন তাহারা বিলাশ ভ্রমণের জন্য লণ্ডন এবং প্যারিস না গিয়া হেজাজ ভূমিতে গেল এবং আমার উম্মতের মধ্যবিত্ত লোকেরা ব্যবসা উপলক্ষে হজ্ব করিবে। যেমন তেজারতের মাল কিছু এদিক হইতে নিল ওদিক হইতে আনিল। আলেমগণ লোক দেখানো এবং সুনাম অর্জনের জন্য হজ্ব করিবে। যেমন অমুক মাওলানা পাঁচ হজ্ব করিয়াছে, দশ হজ্ব করিয়াছে এবং গরীবেরা ভিক্ষা করিবার নিয়তে হজ্বে গমন করিবে।

(কানজুল ওম্মাল)

www.BANGLAKITAB.com

ওলামাগণ বলিয়াছেন যাহারা টাকা পয়সা লইয়া বদলী হজ্ব করে এই উদ্দেশ্যে যে ইহাতে দুনিয়ার কিছু উপকারও হইবে তাহারাও ব্যবসায়ী হাজীর মধ্যে শামিল। যেন সে হজ্বের সাথে সাথে তেজারতও করিল অন্য হাদীছে আসিয়াছে রাজা বাদশাহগণ বিলাশ ভ্রমণের নিয়তে, ধনীরা ব্যবসার নিয়তে, ফকীরগণ ভিক্ষার নিয়তে এবং ওলামাগণ সুনাম অর্জনের নিয়তে হজ্ব করিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে হযরত ওমর ছাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে একদিন ছিলেন, ইত্যবসরে একদল লোক আসিয়া উট্ হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করিল। তারপর ছাফা মারওয়ায় দৌড়িল, হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা, কোথা হইতে আসিলে? এবং কি জন্য আসিলে? তাহারা বলিল, আমরা ইরাকের অধিবাসী, হজ্বের জন্য আগমন করিয়াছি। হজরত ওমর বলিলেন, তোমাদের ব্যবসা বা টাকা পয়সার লেনদেন সম্পর্কীয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ত নাই? তাহারা বলিল না হুজুর, শুধু হজ্বই আমাদের উদ্দেশ্য। হজরত ওমর বলিলেন, তোমরা এখন নূতন করিয়া চলিতে পার যেহেতু তোমাদের পিছনের যাবতীয় পাপ মাফ হইয়া গিয়াছে। হাদীছে বর্ণিত দ্বিতীয় জিনিস হইল ফাহেশা কথা না হওয়া। এই কথা আগে উল্লেখিত আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একটি ব্যাপক শব্দ। যে কোন প্রকারের বেহুদা কাজকর্ম ইহাতে দাখেল। এমন কি বিবির সহিত সহবাসের কথা বলাও শামেল। এমন কি ঐসব গোপনীয় কথা হাত বা চোখের ইশারায় বলাও শামেল। কারণ উহার দ্বারা কামভাব উদিত হয়।

তৃতীয় জিনিস হইল ফাছেকী বা হুকুম অমান্য করা। উহাও কোরানে উল্লেখ আছে এবং উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহা যে কোন প্রকার নাফরমানীকে শামেল করে। উহার আওতায় ঝগড়া করাও আসিয়া যায়। কেননা উহাও নাফরমানী। হুজুরে পাক (দঃ) বলেন হজ্বের খুবী হইল নরম কথা এবং লোকজনকে খানা খাওয়ান। এইজন্য প্রত্যেকেরই উচিত সাথীদের সহিত নরম ব্যবহার করা, কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, বারংবার কাহারও প্রতি এইকাজ কেন করিলে, ঐকাজ কেন হইল না, এইসব প্রশ্নাবলী না করা, বেহুঈনদের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। ওলামাগণ লিখিয়াছেন সৎ চরিত্র উহাকে বলা হয় না যে কাহাকেও কষ্ট না দিবে। বরং উহাকে বলা হয় যে অন্যে কষ্ট দিলে উহা সহ্য করিবে। ছফরের আভিধানিক অর্থ হইল প্রবাস করা। ছফরকে ছফর এইজন্য

বলা হয় যে, উহাতে মানব চরিত্রের আসল রূপ প্রকাশ পায়। এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অমুক লোককে চিন? সে বলিল হাঁ। চিনি। হজরত ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার সহিত কোন সফর করিয়াছ? সে বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহা হইলে তুমি তাহাকে চিন নাই। অন্য হাদীছে আছে, হজরত ওমরের সামনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিল। ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার সহিত কোন ছফর করিয়াছ বা কোন মোয়ামেলা করিয়াছ? লোকটি বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তুমি তাহার কি করিয়া প্রশংসা করিলে?

বাস্তবিকই দেখিতে মানুষ সবাইত বেশ ভাল। কিন্তু মানুষের আসল চেহারা ধরা পড়ে ছফর ও মোয়ামেলার দ্বারা। কাজেই আল্লাহ পাক হজ্বের সহিত ঝগড়া বিবাদকে উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة - متفق عليه -

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, নেকীওয়ালা হজ্বের বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ফায়েদা ঃ নেকীওয়ালা হজ্বের অর্থ হইল যেই হজ্বে কোন গুণাহের কাজ না হয়। এইজন্যই অনেকেই উহার অর্থ মাকবুল হজ্বের দ্বারা করিয়াছেন। যেহেতু যেই হজ্বে যাবতীয় আদব ও শর্ত পালিত হয়, কোন পাপ কার্য হয় না, খোদা চাহেত সেই হজ্ব মাকবুলই হইয়া থাকে। হাদীছে বর্ণিত আছে হজ্বের নেকী হইল নরম কথা, লোকজনকে খানা খাওয়ান এবং বেশী বেশী করিয়া ছালাম দেওয়া।

(৩) عن عائشة رض ان رسول الله ص قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهى بهم الملئكة فيقول ما اراد هؤلاء. مسلم ومشكوة

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক আরাফাতের দিনের মত অন্য কোনদিন এত অধিক লোককে জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজাত দেন না। আল্লাহ পাক সেইদিন দুনিয়ার নিকটবর্তী হন এবং ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন যে, দেখ ইহারা কি চায়।

ফায়েদা ঃ আল্লাহ পাক নিকটবর্তী হন অথবা প্রথম আছমানে আসেন,

www.BANGLAKITAB.com

অথচ আল্লাহ্ পাক সব সময় নিকটেই আছেন। এইসব প্রশ্নের উত্তর হইল যে, উহার অর্থ স্বয়ং আল্লাহ পাকই জানেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ হইল আল্লাহর খাছ রহমত নিকটবর্তী হয়।

একটি হাদীছে আছে আরাফাতের দিন আল্লাহপাক প্রথম আছমানে অবতরণ করিয়া ফেরেশ্তাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন যে দেখ আমার বান্দারা আমার নিকট কি অবস্থায় আসিয়াছে। মাথার চুল তাহাদের এলোমেলো, শরীরে এবং কাপড়ে ছফরের দরুণ ধূলাবালি পড়িয়া আছে। লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলিয়া চিৎকার দিতেছে। দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে আমার বান্দাদের যাবতীয় গুণাহ্ মাফ করিয়া দিলাম! ফেরেশ্তারা বলেন, ইয়া আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিত পাপী বলিয়া পরিচিত এবং অমুক পুরুষ এবং অমুক স্ত্রী লোকের কথাই বলা যায় না। তাহাদের কি অবস্থা? পরওয়ারদেগার বলেন আমি তাহাদের সকলের গুণাহ্ই মাফ করিয়া দিলাম। হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন সেদিনকার মত অধিক সংখ্যক লোককে অন্য কোনদিন জাহান্নাম হইতে নিস্কৃতি দেওয়া হয় না।

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহপাক বলেন, এলোমেলো চুল নিয়া বান্দারা আমার দরবারে শুধু আমার রহমতের প্রত্যাশী হইয়া হাজির হইয়াছে। হে আমার বান্দাগণ? তোমাদের পাপরাশী যদি জমীনের ধূলিকণার পরিমাণও হয় এবং সারা দুনিয়ার বৃক্ষের সমানও হয় তবুও আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম। তোমরা নিষ্পাপ অবস্থায় আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যাও।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে আল্লাহপাক ফখর করিয়া ফেরেশ্তাগণকে বলেন দেখ, আমি বান্দাদের নিকট আমার পয়গাম্বর পাঠাইয়াছি, ইহারা তাহাদের উপর ঈমাণ আনিয়াছে। আমি তাহাদের নিকট কিতাব পাঠাইয়াছি ইহারা তাহার উপর ঈমাণ আনিয়াছে। তোমরা সাক্ষী থাক আমি তাহাদের সমুদয় গোণাহ মাফ করিয়া দিলাম। (কানজ)

এইরূপ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে বিধায় কোন কোন আলেম বলেন, হজ্বের সাহায্যে শুধু ছগীরা নয় বরং কবীরা গোণাহও মাফ হইয়া যায়। আল্লার নাফরমানীর নাম গোণাহ। যদি মেহেরবাণী করিয়া কোন ব্যক্তি বা জামাতের সমগ্র গোণাহই মাফ করিয়া দেন তবে কাহার সাধ্য আছে যে উহাতে টু শব্দ করে।

কাজী এয়াজের শেফা গ্রন্থে একটি কেচ্ছা বর্ণিত আছে, একদা ছা'দুন খওলানীর নিকট একটি জামাত আসিয়া কেচ্ছা শুনাইল যে, হুজুর! ফাতেমা গোত্রের লোকেরা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া আগুনে জ্বালাইতে ইচ্ছা করে। সারা রাত তাহাকে আগুনে জ্বালাইতেছিল কিন্তু আগুনে তাহার পশমও পোড়া গেল না। হজরত ছা'দুন বলেন সম্ভবতঃ লোকটা তিনবার হজ্ব করিয়াছিল, তাহারা বলিল জী-হাঁ। সে তিন হজ্ব করিয়াছে। ছা'দুন বলেন আমি হাদীছে পাইয়াছি, যেই ব্যক্তি এক হজ্ব করিল সে আপন ফরজ আদায় করিল আর যেই ব্যক্তি দুই হজ্ব করিল সে আল্লাহকে কর্জ দিল আর যেই ব্যক্তি তিন হজ্ব করিল আল্লাহ তায়ালা তাহার চামড়াকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন।

(৪) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله ص قال ما رئى الشيطان هو فيه اصغر ولا ادحر ولا حقر ولا غيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما روى يوم بدر مشكوة

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন বদর যুদ্ধের দিনের কথা ভিন্ন, তাছাড়া আরাফাতের দিন ব্যতীত শয়তান এত বেশী অপদস্ত, এত বেশী ধিকৃত, এত বেশী রাগান্বিত এবং এত বেশী নিকৃষ্ট আর কোনদিন হয় না। কেননা সেইদিন আল্লার রহমত অত্যধিক পরিমাণ নাজিল হওয়া এবং বান্দার বিরাট বিরাট গুণাহ সমূহ ক্ষমা করা সে দেখিতে পায়।

ফায়েদা ঃ শয়তান এত বেশী ব্যথিত মনক্ষুণ্ণ এবং রাগান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু সে অনেক বেশী পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য করিয়া বান্দাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল অথচ আজ রহমতের একটি ঝাঁপটা আসিয়া মুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহা বাস্তবিক তাহার জন্য চরম দুঃখজনক ব্যাপার।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, শয়তান তাহার সবচেয়ে দুষ্ট বাহিনীকে হাজীদের যাত্রাপথে মোতায়েন করিয়া দেয়, এইজন্য যে তাহারা যেন হাজীদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়। (কানজ)

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) জনৈক কাশফওয়ালা ছুফীর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই ছুফী সাহেব আরাফাতের দিন শয়তানকে দেখিতে পাইলেন যে সে অতিশয় দুর্বল হইয়া গিয়াছে, তাহার চেহারা হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে,

www.BANGLAKITAB.com

চক্ষু হইতে অনবরত পানি পড়িতেছে। দুর্বলতায় কোমর ঝুঁকিয়া গিয়াছে। ছুফী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, হাজী লোকেরা পার্থিব কোন তেজারত ইত্যাদি উদ্দেশ্য ছাড়া তাহার দরবারে হাজির হইয়াছে, আমার ভয় হইতেছে যে ইহারা নৈরাশ হইয়া ফিরিবে না। এই জন্যই কাঁদিতেছি। বুজুর্গ বলিলেন আচ্ছা তুমি এত দুর্বল হইয়া গেলে কেন? সে বলিল ঘোড়ার পদধ্বনীতে আমি দুর্বল হইয়া গিয়াছি। যেই ঘোড়া হজ্ব ওমরা এবং জেহাদের জন্য দৌড়ায়। আফছোছ! এই সব ছওয়ারী যদি খেল তামাশা এবং হারাম কাজে নিয়োজিত হইত তবে আমার কাছে কতইনা ভাল লাগিত! বুজুর্গ আবার বলিলেন তোমার রং এত হরিদ্রা হইয়া গেল কেন?

সে বলিল মানুষ একে অন্যকে নেক কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দান করে এবং ঐ কাজে আপোসে সাহায্য সহযোগিতা করে। আফছোছ তাহাদের এই সাহায্য সহযোগিতা যদি পাপ কার্যের জন্য হইত তবে আমার জন্য কতইনা খুশীর কারণ হইত। ছুফী ছাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোমর কেন ঝুঁকিয়া গেল? সে বলিল মানুষ আল্লার দরবারে দোয়া করে যে, ইয়া আল্লাহ! খাতেমা বিল খায়ের কর। যেই ব্যক্তি সর্বদা মওতের সময় ঈমাণ লইয়া যাইবার ফিকিরে থাকিবে সে নিজের নেক আমলের উপর কি করিয়া অহংকার করিবে?

(.) عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لابايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال اردت اشترط قال ما تشترط ماذا قال ان يغفر لي قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله رواه ابن خزيمة - ومسلم وغيره -

"এবনে শামাছা বলেন, আমরা হজরত আমর এবনুল আছের নিকট গেলাম তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার ইছলাম গ্রহণের ঘটনা শুনাইলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক যখন আমার অন্তরে ইছলাম গ্রহনের জয্বা

পয়দা করিলেন তখন আমি প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইলাম। আমি বলিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনি হাত বাড়াইয়া দিন আমি বয়আত করিব। হুজুর হাত বাড়াইলেন তখন আমি আপন হাত টানিয়া লইলাম, হুজুর বলিলেন আমর তোমার কি হইল? আমি বলিলাম হুজুর আমার কিছু শর্ত আছে, সেটা এই যে আল্লাহ পাক যেন আমার পিছনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন আমর তুমি কি জাননা যে কুফরী অবস্থাকৃত যাবতীয় পাপ ইছলাম ধ্বংস করিয়া দেয়। আর হিজরত উহার পূর্বে কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং হজ্ব উহার পুর্বে কৃত যাবতীয় অন্যায় আচরণ নির্মূল করিয়া দেয়।"

ফায়েদা : ছগীরা গুনাহ মাফ হইবে, না কবীরা গুনাহ সে কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটা হইল কাহারও হক্ব, আর অন্যটা হইল উহার গুনাহ। হজ্ব ইত্যাদির দ্বারা গোনাহ মাফ হইবে। হক্ব মাফ হইবে না। যেমন কাহারও মাল চুরি করিল। ইহাতে এক কথা হইল চুরির মাল, অন্য কথা হইল চুরির গোনাহ। গোনাহ মাফ হইবার এই অর্থ নয় যে মাল ফেরত দিতে হইবে না। তবে মালত ফেরত দিতেই হইবে, অবশ্য চুরি করার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে নবী করীম (ছঃ) হজ্বের দিন সন্ধ্যা বেলায় আরাফাতের ময়দানে উম্মতের মাগফেরাতের জন্য খুব বেশী বেশী করিয়া কান্নাকাটি করেন, আল্লার রহমত জোশ মারিয়া উঠিল এবং ঘোষণা হইল যে আমি তোমার দোয়া কবুল করিলাম এবং বান্দার যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম, তবে একে অন্যের উপর জুলুম করিলে উহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে। দয়ার নবী পুনরায় দরখাস্ত করিলেন এবং বারংবার করিতে থাকেন এবং বলেন যে হে পরওয়ারদেগার! তোমার কুদরত আছে মাজলুমকে জুলুমের প্রতিদান তোমার তরফ হইতে আদায় করিয়া জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিতে পার। মোজদালাফায় অবস্থান কালে ভোর বেলায় আল্লাহ পাক এই দোয়াও কবুল করিলেন। সেই সময় হুজুর (ছঃ) হাসিয়া উঠিলেন। ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুরের অভ্যাসের খেলাফ কান্নার ভিতর হাসির রহস্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। হুজুর বলিলেন আমার আখেরী দরখাস্ত আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন আর শয়তান এই ঘোষণা জানিতে পারিয়া হায় হায় করিয়া চিৎকার দিয়া

www.BANGLAKITAB.com

কাঁদিতে লাগিল এবং মাথায় শুধু মাটি ঢালিতে লাগিল। (তারগীব)

(৬) عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم
يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او
مدر حتى تنقطع الارض من ههنا وههنا ـ
رواه الترمذي وابن ماجة

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন-হাজী যখন লাব্বায়েক বলিতে থাকে তখন তাহার ডানে বামের যাবতীয় পাথর, বৃক্ষ এবং ধুলি-বালি লাব্বায়েক বলিতে থাকে। এমন কি জমীনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইহা বলিতে থাকে।

বিভিন্ন রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত, লাব্বায়েক বলা হজ্বের একটি চিহ্ন। হাদীছে বর্ণিত আছে মুছা আলাইহিচ্ছালাম যখন লাব্বায়েক বলিতেন তখন আল্লাহ পাক বলিতেন লাব্বায়েক হে মুছা!

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, মিনার মসজিদে আমি হুজুরের খেদমতে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে একজন আনছারী ও একজন ছাকাফী হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া ছালাম করিয়া আরজ করিল হুজুর আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম হুজুর বলিলেন ইচ্ছা করিলে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আর তা না হয় বিনা প্রশ্নেই আমি তোমাদের উত্তর দিতে পারি। তাহারা বলিল হুজুর আপনিই বলিয়া দিন, হুজুর ফরমাইলেন তোমরা হজ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ যে, হজ্বের জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে কি ছওয়াব পাওয়া যায়? এবং তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ পড়ার ছওয়াব কি, ছাফা মারওয়ায় দৌড়াইলে কি লাভ হয়? আরাফাতে গেলে, শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কি লাভ হয়? আরাফাতে গেলে শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কোরবানী করিলে এবং তাওয়াফে জেয়ারত করিলে কি ছওয়াব পাওয়া যায়? তাহারা বলিল যেই খোদা আপনাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন সেই খোদার কছম করিয়া বলিতেছি এই কয়েকটি প্রশ্নই আমাদের মনে ছিল। হুজুর ফরমাইলেন, হজ্বের এরাদা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলে ছওয়ারীর প্রতি কদম উঠা নামায় তোমাদের আমলনামায় এক একটি নেকী লেখা যাইবে। এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। তাওয়াফের পরের দুই রাকাত নামাজে একজন আরবী গোলাম আজাদের ছওয়াব পাওয়া যাইবে। ছাফা মারওয়ায় দৌড়াইলে সত্তরটি গোলাম আজাদ

করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আরাফাতের ময়দানের মানুষ যখন একত্রিত হয় তখন আল্লাহ পাক যখন আছমানে আসিয়া ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া বলেন যে আমার বান্দারা দুর-দুরান্ত হইতে এলোমেলো চুল নিয়া আসিয়াছে। তাহারা আমার রহমতের ভিখারী। হে বান্দাগণ! তোমাদের গোনাহ যদি জমিনের ধুলিকণা বরবারও হয় অথবা সমুদ্রের ফেনা বরাবরও হয় তবুও উহা আমি মাফ করিয়া দিলাম। এমন কি যাহাদের জন্য তোমরা সুপারিশ করিবে তাহাদেরকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম। প্রিয় বান্দারা আমার! ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাও।

তারপর নবীয়ে করীম (ছঃ) বলেন, শয়তানকে পাথর মারার ছাওয়াব এই যে, প্রত্যেক পাথর টুকরায় তাহাকে ধ্বংস করার উপযোগী এক একটা পাপ মাফ হইয়া যায়। আর কোরবানীর বদলে আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য পুঁজি জমা রহিল। এহরাম খোলার সময় মাথার চুল কাটার মধ্যে প্রত্যেক চুলের বদলে একটা করিয়া নেকী, একটা করিয়া গোনাহ মাফ। সর্বশেষে যখন তাওয়াফে জেয়ারাত করা হয় তখন বান্দার আমলনামায় কোন গোনাহই থাকে না। বরং একজন ফেরেশতা তাহার কাঁধে হাত বুলাইয়া বলিতে থাকে তুমি এখন হইতে নূতন করিয়া আমল করিতে থাক যেহেতু তোমার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হইয়াছে। (তারগীব)

কিন্তু এইসব তখনই আশা করা যায় যখন হজ্ব নেকীওয়ালা হজ্ব অর্থাৎ মাকবুল হজ্ব হয় যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হজ্ব বলা যাইতে পারে। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হজ্বের জন্য যে ডাক দিয়াছিলেন উহারই জওয়াবস্বরূপ লাব্বায়েক বলা হয়। বাদশাহের দরবারের ডাক পড়িলে যেমন আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণে হাজির হইতে হয়। তদ্রূপ হাজীদের এই ভয় ভীতি থাকিতে হইবে যে হয়ত আমার উপস্থিতি কবুলই হয় নাই।

হজরত মোতারেরফ বিন আবদুল্লাহ আরাফাতের ময়দানে এই দোয়া করিতেছিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! বকর মোজানী (রঃ) বলেন জনৈক বুজুর্গ আরাফাতের ময়দানে হাজী ছাহেবানকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার মনে হয় আমি যদি না থাকিতাম তবে এই সমস্ত লোকের মাগফেরাত হইয়া যাইত।

হজরত আলী জয়নুল আবেদীন যখন হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধেন তখন তাহার চেহারা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। এবং শরীরে কম্পন আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

যায় এবং লাব্বায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল আপনি এহরাম বাঁধিয়া লাব্বায়েক কেন বলিলেন না? তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে যে উহার উত্তরে লা লাব্বায়েক না বলা হয় অর্থাৎ তোমার উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়। তারপর তিনি অনেক কষ্ট করিয়া লাব্বায়েক বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেহুশ হইয়া উটের পিঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যখনই তিনি লাব্বায়েক বলিতেন তাঁহার ঐ একই রূপ অবস্থা হইত। সমস্ত হজ্ব তাঁহার ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল।

আহমদ বলেন, আমি আবু ছোলোয়মানের সাথে হজ্বে গিয়াছিলাম। তিনি যখন এহরাম বাঁধিতে লাগিলেন লাব্বায়েক বলিলেন না। আমি এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম হঠাৎ তিনি বেহুশ হইয়া গেলেন। যখন হুশ হইল তখন আমাকে বলিলেন, আহমদ! আল্লাহ পাক হজরত মুসা (আঃ)-এর নিকট এই বলিয়া অহী পাঠাইয়াছিলেন যে জালেম অত্যাচারীদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন আমাকে জিকির কম করিয়া করে। কেননা যখন মানুষ আল্লাহ পাকের জিকির করে তখন কোরানের আয়াত অনুসারে আল্লাহও বান্দার জিকির করেন তবে কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক জালেমকে লা'নতের সহিত স্মরণ করেন। তারপর আবু ছোলায়মান বলিলেন—আহমদ আমাকে বলা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি না-জায়েজ কামের সহিত হজ্ব করে এবং লাব্বায়েক বলে তখন আল্লাহ পাক বলেন লা লাব্বায়েক অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অন্যায় কাজ না ছাড়িয়া দিবে ততক্ষণ তোমার লাব্বায়েক না মঞ্জুর।

তিরমিজী শরীফে হজরত শাদ্দাদ বিন আউছ হইতে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি নিজ নফ্‌ছের হিসাব লইতে থাকে আর পরকালের জন্য আমল করিতে থাকে। আর দুর্বল এবং বেওকুপ ঐ ব্যক্তি যে আপন নফ্‌ছকে খায়েশের সহিত লাগাইয়া রাখে এবং নিজের আকাংখা পূর্ণ হইবার আশায় থাকে। (নোজহাতুল মাজালেছ)

কিন্তু ঐসব সত্ত্বেও আল্লার মেহেরবানীর প্রত্যাশী হওয়া উচিত। কেননা তাঁহার বখ্‌শিশ এবং দয়া আমাদের গোনাহ হইতে অনেক বেশী বড়। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এই ভাবে দোয়া করিতেন—

اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبى ورحمتك ارجى عندى من عملى -

"আয় খোদা! তোমার ক্ষমা আমার পাপরাশী হইতে অনেক প্রশস্ত। এবং আমার নেক আমলের চেয়ে তোমার রহমত অধিক আশা ভরসার স্থল।

হারাম শরীফে চাচা ভাতিজার কেচ্ছা

জনৈক বুজুর্গ সত্তর বৎসর পর্যন্ত মক্কা শরীফে থাকিয়া হজ্ব এবং ওমরা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লাব্বায়েক বলিতেন উত্তরে লা লাব্বায়েক শব্দ আসিত। একবার একজন যুবক তাঁহার সহিত এহ্‌রাম বাঁধিল এবং বুজুর্গের লাব্বায়েকের উত্তরে যখন লা লাব্বায়েক আসিল তখন এই যুবকও তাহা শুনিতে পাইল। তখন সে বলিল চাচাজান আপনার জওয়াবেত লা লাব্বায়েক আসিতেছে। বুজুর্গ বলিলেন, বেটা তুমিও শুনিয়া ফেলিয়াছ? যুবক বলিল জী হাঁ আমিও শুনিয়াছি। ইহার উপর তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিতে লাগিলেন বেটা আমিত এই উত্তর সত্তর বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। যুবক বলিল তবে চাচা মিছামিছি কেন আপনি কষ্ট উঠাইতেছেন। চাচা বলিলেন বেটা এই দরওয়াজা ব্যতীত আর কোন দরওয়াজা আছে যেখানে আমি যাইব? আর তিনি ব্যতীত আমার কে আছে যাহার নিকট ধর্ণা দিব? বাবা, আমার কাজ হইল চেষ্টা করিয়া যাওয়া, তিনি কবুল করুন বা নাই করুন। আর গোলামের জন্য কিছুতেই সঙ্গত হইবে না যে, সে এই সাধারণ ব্যাপারের মনিবের দরকার ছাড়িয়া যাইবে। এই বলিয়া কাঁধিয়া উঠিলেন। এমন কি কান্নায় তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। অতঃপর বুজুর্গ আবার লাব্বায়েক বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবক শুনিতে পাইল যে ঐদিন হইতে আওয়াজ আসিল লাব্বায়েক ইয়া আবদী অর্থাৎ আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা! এবং যাহারা আমার সহিত নেক ধারনা রাখে, তাহাদের সহিত আমি এই রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। আর যাহারা আমার উপর আশা রাখিয়াও আপন খাহেশাতের উপর চলে আমার দরবারে তাহাদের কোন স্থান নাই। যুবক যখন এইসব উত্তর শুনিল, বলিতে লাগিল চাচাজান আপনিও কি এইসব উত্তর শুনিয়াছেন? শায়েখ বলিলেন, আমিও শুনিয়াছি বলিয়াই চিৎকার সহকারে হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবু আবদুল্লাহ জালা বলেন, আমি জুল হোলায়ফায় একজন যুবককে দেখিলাম যে, সে এহ্‌রাম বাঁধিবার এরাদা করিয়া বারংবার এই কথাই বলিতেছিল, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার ভয় হইতেছে যে আমি লাব্বায়েক বলিলাম আর তুমি লা-লাব্বায়েক বলিবে। কয়েকবার সে এই

www.BANGLAKITAB.com

কথা বলিতেছিল। অবশেষে এত জোরে সে একবার লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা বলিয়া উঠিল যে উহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

(মোছামেরাত)

আলী এবনে মোয়াফফেক বলেন যে আমি আরাফাতের রাত্রে মিনার মসজিদে একটু শুইয়াছিলাম। স্বপ্নে আমি দেখিতে পাইলাম সবুজ পোশাক পরিহিত দুইজন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরণ করিল এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হজ্বে আগমণ করিয়াছে? সে বলিল আমারত জানা নাই। তারপর প্রশ্নকারী নিজেই বলিয়া দিল এই বৎসর সর্বমোট ছয় লক্ষ লোক হজ্ব করিতে আসিয়াছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি জান তন্মধ্যে কতজনের হজ্ব কবুল হইয়াছে? অপর জন বলিল আমারত জানা নাই। এবারও প্রশ্নকারী নিজেই উত্তর দিল ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্ব কবুল হইয়াছে। এই বলিয়া তাহারা আকাশের দিকে চলিয়া গেল। এবনে মোয়াফফেক বলিতেছেন যে আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। চিন্তা ফিকিরে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেহেতু ছয় লক্ষের মধ্যে ছয়জন। আমার মত নগণ্যের ত ইহার মধ্যে পাত্তাই থাকিতে পারে না। আরাফাত হইতে ফিরিয়া মোজদালাফায় জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম হায়রে ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্ব কবুল হইয়াছে। এইসব দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম আসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই দুই ফেরেশতাকে আবার দেখিতে পাইলাম। তাহারা প্রথম দিনের মত একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল ও উত্তর দিল। অবশেষে একজন বলিল ভাই তোমার জানা আছে যে আল্লাহ পাক কি ফায়ছালা করিয়াছেন? দ্বিতীয়জন বলিল আমারত জানা নাই প্রথম জন বলিল এই ফায়ছালা হইয়াছে যে ছয়জনের উছিলায় ছয় লক্ষের হজ্ব কবুল করা হইয়াছে। এবনে মোয়াফফেক বলেন ঘুম ভাঙ্গার পর আমার আর খুশীর অন্ত রহিল না।

সেই বুজুর্গের আর একটি কেচ্ছা তিনি বলেন একবার আমি হজ্ব করিতে যাই। হজ্ব করিয়া আমি ভাবিলাম এমন লোকও ত আছে যাহার হজ্ব কবুল হয় নাই। তাই আমি দোয়া করিলাম, খোদা পাক! যাহার হজ্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হজ্ব দান করিয়া দিলাম। রওজুর রিয়াহীনে লিখিত আছে তিনি বলেন যে আমি পঞ্চাশটা হজ্ব করি। সমস্তের ছওয়াব হুজুরে পাক, খোলাফায়ে রাশেদীন ও আমার মাতা

পিতাকে বখ্‌শিশ করিয়া দিলাম। মাত্র একটি হজ্ব রহিয়া গেল। আমি আরাফাতের ময়দানে লোকজনের কান্নাকাটি দেখিয়া দোয়া করিলাম, হে খোদা! যাহার হজ্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হজ্ব দান করিয়া দিলাম। মোজদালাফায় স্বপ্নে আমি আল্লাহ পাকের জেয়ারত লাভ করি। তিনি বলেন যে, হে আলী! তুমি আমার চেয়ে বড় ছখী হইতে চাও? অথচ আমী নিজে দাতা, ছাখাওয়াত আমি পয়দা করিয়াছি এবং সমস্ত দাতাদের চেয়ে আমিই বড় দাতা। আমি যাহার হজ্ব কবুল হইয়াছে তাহার উছিলায় যাহাদের হজ্ব কবুল হয় নাই ঐ সমস্ত লোকদের হজ্ব কবুল করিলাম। অন্যত্র আছে আমি সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। বরং তাহারা বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যাহাদের জন্য সুপারিশ করে সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। এইসব ঘটনাবলী হইতে আশা রাখা উচিত যে আল্লাহ শুধু আপন মেহের বাণীর দ্বারা আমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ঐ ব্যক্তি বহু বড় পাপী যে আরাফাতের ময়দানে গিয়াও মনে করে যে আমার গোনাহ মাফ হয় নাই।

(৭) عن ابى موسى رفعه الى النبى ص قال الحاج يشفع فى اربع مائة اهل بيت او قال من اهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه - ترغيب

'হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন চারিশত পরিবারের জন্য হাজীদের সুপারিশ কবুল করা হয়। অথবা ইহা বলিয়াছেন যে আপন পরিবারের চারিশত লোকের বিষয় তাহাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। এবং হাজী সাহেবান যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেদিনকার মত নিষ্পাপ হইয়া যায়।

ফায়েদা: চারিশত লোকের ব্যাপারে অর্থ হইল এত লোকের মাগফেরাতের বিষয়ত আল্লাহ পাকের ওয়াদা। তবে উহার চেয়ে বেশীর ব্যাপারেও কোন বাধা নাই। অন্যান্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় হাজী যাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে তাহা কবুল হইয়া থাকে।

বিখ্যাতবুজুর্গ হজরত ফোজায়েল বিন এয়াজ একবার আরাফাতের ময়দানে বলিতে লাগিলেন যে, তোমাদের কি খেয়াল এই বিরাট জনসমুদ্র যদি কোন দাতার দরবারে গিয়া একটা বখ্‌শিশ প্রার্থনা করে তবে কি দাতা উহা অস্বীকার করিতে পারিবে? লোকে বলিল কখনই না। তিনি বলিলেন, খোদার কছম আল্লার নিকট এই সমস্ত লোককে ক্ষমা

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া দেওয়া দাতার বখ্শিশ দেওয়া হইতেও সহজ। আল্লার মেহেরবাণীর নিকট ইহা কিছুই নহে।

(৮) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله ص اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له - احمد . مشكوة

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন কোন হাজীর সাক্ষাত হইলে তাহাকে ছালাম কর এবং তাহার সহিত মোছাফাহা কর। এবং বাড়ী প্রবেশের আগেই তাহাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল। কেননা তখন পর্যন্ত সে গোনাহ্ হইতে পাক ছাফ থাকে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে মোজাহেদ এবং হাজী আল্লার প্রতিনিধি তাহারা যাহাই চায় তাহাই পায়, যেই দোয়া করে সেই দোয়াই কবুল হয়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর বলেন হে খোদা! তুমি হাজীদিগকেও ক্ষমা কর এবং যাহাদের জন্য তাহারা ক্ষমা চায় তাহাদিগকেও মাফ কর। অন্যত্র আছে হুজুর ইহা তিনবার বলিয়াছেন।

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হাজী ছাহেব নিজেও ক্ষম প্রাপ্ত হন এবং বিশে রবিউল আওয়াল পর্যন্ত যাহার জন্য মাফ চাহেন তিনিও মাফ পান। পূর্বেকার লোকেরা হাজীদিগকে অনেক দুর গিয়া বিদায় দিয়া আসিতেন ও অনেক দুর হইতে আগাইয়া আনিতেন। এবং তাহাদের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিতেন।

(৯) عن بريدة رض قال قال رسول الله ص النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعيف .

হুজুর (ছঃ) বলেন হজ্বের মধ্যে খরচ করা জেহাদের মধ্যে খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকায় সাত শত টাকার ছওয়াব।

একবার হুজুর আম্মাজান আয়েশাকে বলেন তোমার ওমরার ছওয়াব তোমার খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ যতবেশী খরচ করিবে ততবেশী ছওয়াব পাইবে।

একটি হাদীছে আছে হজ্বে এক দেরহাম খরচ করা চারকোটি দেরহাম খরচের সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকা খরচ করিলে চারকোটি টাকা খরচ করার ছওয়াব পাওয়া যায়। এতবড় সুসংবাদের পরও যদি মুছলমান হজ্বে গিয়া কৃপণতা করে তবে উহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? মাশায়েখগণ হজ্বের মধ্যে কম খরচ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, এছরাফ বা অতিরিক্ত করার অর্থ হইল খানা-পিনায় অতিমাত্রায় বিলাসিতা করা। কিন্তু আরবের লোকদের উপর খরচ করাকে কোন অবস্থাতেই এছরাফ বলা হয় না। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন খানাপিনার সামগ্রী কিনিতে সেখানের ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার নিয়ত থাকিলে উহাও গরীবের সাহায্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমার মোর্শেদ হজরত মাওলানা খলিল আহমদ মরহুমের সহিত দুইবার সেই পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমি হজরতকে সেখানে দেখিয়াছি। যে কেহ তাহাকে কিছু হাদিয়া দিতেন তিনি বলিতেন এখানের লোকেই হাদিয়া পাইবার বেশী যোগ্য। তবুও যদি তাহাকে কিছু দেওয়া হইত তবে আমাকে বলিতেন এই পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আন কেননা এখানের ব্যবসায়ীদেরও সাহায্য করা উচিত।

হজরত ওমর বলেন যাহার ছফরের পাথেয় উত্তম তিনিই মহৎ ব্যক্তি পাথের উত্তম হওয়ার অর্থ হইল সে নিজেও ভাল এবং খরচ করার ব্যাপারেও কুণ্ঠাবোধ করে না। হজরত ওমর আরও বলেন, ঐ হাজী সবচেয়ে উত্তম যাহার নিয়তের মধ্যে এখলাছ আছে। উদার দিলে খরচ করে এবং আল্লার উপর পূর্ণ একীন রাখে।

একটি দুর্বল হাদীছে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি আল্লার মনোনীত জায়গায় খরচ করিতে কৃপণতা করে সে আল্লার অসন্তুষ্টির জায়গায় তারচেয়ে অনেক বেশী গুণে খরচ করিতে বাধ্য। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে ফরজ হজ্বকে পিছাইয়া দেয়, হাজী সাহেবান হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় না। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করে, তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহায্য করিতে হয়। (তারগীব, তিবরাণী)

(১০) عن جابر رض رفعه ما امعر حاج قط قيل لجابر ما الامعار قال ما افتقر - ترغيب

"হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন হাজী কখনও ফকীর হইতে পারে না।"

অন্য হাদীছে আছে বেশী করিয়া হজ্ব ও ওমরা করিলে মানুষ আর গরীব থাকে না। অন্যত্র আছে বেশী বেশী করিয়া হজ্ব ও ওমরা করা অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে এবং অভাবকে দুর করে।

www.BANGLAKITAB.com

অন্য হাদীছে আছে, হজ্ব কর ধনী হইয়া যাইবে, ছফর কর স্বাস্থ্যবান হইবে।

ইহা পরিক্ষিত যে আবহাওয়ার পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যায়।

একটি হাদীছে আছে ক্রমাগত হজ্ব ও ওমরা করা অভাব এবং গোনাহ্‌কে এইভাবে দুর করে যেমন আগুনের ভাট্টি লোহার ময়লাকে দুর করে।

(১) عن عائشة رض قالت استاذنت النبى ص فى الجهاد فقال جهادكن الحج - متفق عليه - مشكوة

"আম্মাজান আয়েশা বলেন—আমি হুজুরের নিকট জেহাদের জন্য অনুমতি চাহিলে হুজুর বলেন তোমাদের জেহাদ হজ্ব করা।"

একদিন আম্মা আয়েশা হুজুরকে বলেন, হুজুর! মেয়েলোকের জন্যও কি জেহাদ আছে? হুজুর বলিলেন হ্যাঁ আছে তবে সেখানে কোন লড়াই নাই। তাহা হইল হজ্ব ও ওমরা।

অন্য হাদীছে আছে, তিনি হুজুরকে বলেন, হুজুর! সবচেয়ে ভাল আমল হইল জেহাদ। কাজেই আমরা মেয়েলোকদেরও জেহাদ করা উচিৎ হুজুর বলেন তোমাদের জন্য উত্তম জেহাদ হইল, হজ্বে মাকবুল। অন্য হাদীছে আছে হুজুরে পাক (ছঃ) হজ্বের সময় মেয়েলোকদিগকে বলেন। এই হজ্ব আদায় করার পর তোমরা আপন আপন ঘরের বাহির হইবে না।

এই হাদীছ শুনার পর হযরত জয়নব এবং হজরত ছওদা (রাঃ) আর কখনও হজ্ব করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন হুজুরের এই এরশাদের পর আমরা কি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারি? কিন্তু অন্যান্য বিবি ছাহেবান প্রথম হাদীছের উপর আমল করিয়া পরেও হজ্ব করিতে থাকেন।

হুজুরের উপর বর্ণিত উভয় এরশাদই নিজ নিজ স্থানে ঠিক। আসল কথা হইল মেয়েদের মাছআলা হইল বড় নাজুক। তাহাদের ছফরে অনেক শর্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ মোহরেম সঙ্গে থাকিলে অতিরিক্ত হজ্ব ও ওমরা করা যায়। কিন্তু আপনজন না থাকিলে একাকী বা অন্যের সহিত ছফর করা কঠোরভাবে নিষেধ।

একটি হাদীছে আছে যেই জায়গায় অপর মেয়েলোক এবং অপর পুরুষ থাকিবে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান আসিয়া থাকে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে আছে না মোহরেম মেয়েলোক হইতে কঠোরভাবে বাঁচিয়া থাক। কেহ প্রশ্ন করিল হুজুর। দেবর? হুজুর বলেন দেবর ত মৃত্যুর সমতুল্য।

মৃত্যুর অর্থ হইল সবসময় ভাবী দেবরের কাছে কিনারে থাকার দরুন ধ্বংসের আছবাব বেশী পয়দা হয়।

(২) عن ابن عباس رض قال قال رسول الله ص من اراد الحج فليتعجل -

হুজুর (ছঃ) বলেন কেহ হজ্ব করিতে এরাদা করিলে উহা তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে ফরজ হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় কর। কেননা কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে। হুজুর আরও বলেন, বিয়ে করা হইতে হজ্ব করা অগ্রগণ্য। অন্যত্র আছে তাড়াতাড়ি হজ্ব কাজ সম্পাদন কর। কেননা রোগও আসিতে পারে, ছওয়ারীও না থাকিতে পারে অন্য কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে। এইজন্য ওলামাদের একটি বিরাট অংশ এইমত পোষণ করেন যে কাহারও হজ্ব ফরজ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা ওয়াজেব। দেরী করিলে গোনাহ গার হইবে।

একটি হাদীছে আছে, ফরজ হজ্ব আদায় কর উহা বিশবার জেহাদ করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অন্য হাদীছে আছে হজ্ব করা জেহাদ এবং ওমরা করা অতিরিক্ত নফল।

(৩) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب اجر الغازى الى يوم القيامة - ترغيب

"হুজুর এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্বে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে হজ্বের ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে ব্যক্তি ওমরার জন্য বাহির হইয়া এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে ওমরার ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে জেহাদের জন্য বাহির হইয়া রাস্তায় মারা যায় কেয়ামত পর্যন্ত সে জেহাদের ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে হজ্ব এবং ওমরার জন্য বাহির হইয়া মারা যায়। কেয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য তাহাকে কোন আদালতে হাজিরা দিতে হইবে না বরং বলা হইবে যে তুমি বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও।

www.BANGLAKITAB.com

আরও আসিয়াছে, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে বা আসার পথে মারা যাইবে তাহার কোন হিসাব নিকাস নাই। অন্যত্র আছে যে ফিরিয়া আসিবার সময় মারা গেল সে ছওয়াব এবং গনিমত লইয়া ফিরিল অর্থাৎ ছওয়াব ছাড়াও খরচের টাকার বদলে সে এখানেও অবস্থাবান হইবে।

একটি হাদীছে আছে মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে ভাল সময় হইল হজ্ব করিয়া অথবা রমজানের রোজা রাখিয়া মরা" কেননা এই দুই অবস্থায় মানুষ গোনাহ হইতে একেবারেই পাকছাপ হইয়া যায়। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে এহরাম অবস্থায় মারা যায় সে কেয়ামতের দিন লাব্বায়েক বলিয়া উঠিবে।

(৪) عن ابن عباس رض قال ان امراة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله فى الحج ادركت ابى شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة افاحج عنه قال نعم وذالك فى حجة الوداع - متفق عليه

"জনৈক মহিলা ছাহাবী হুজুরের দরবারে আরজ করিল হুজুর আমার বাবার উপর হজ্ব ফরজ। কিন্তু তিনি এতবুড়ো যে ছওয়ারীতে উঠিতে পারেন না। তাঁহার তরফ হইতে আমি কি হজ্ব করিব? হুজুর বলেন, হাঁ তাঁহার তরফ হইতে তুমি হজ্বে বদল আদায় কর। (মেশ্‌কাত)

অন্য হাদীছে আছে জনৈক ছাহাবী নবীজীর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল হুজুর! আমার ভগ্নি হজ্বের মানত করিয়া মারা যায়। এখন আমাকে কি করিতে হইবে? হুজুর বলেন, তোমার বোনের উপর যদি কাহারও কর্জ থাকিত তখন তুমি কি আদায় করিতে? সে বলিল জী হাঁ আদায় করিতাম হুজুর বলেন ইহা আল্লাহ পাকের কর্জ উহাকেও আদায় কর।

একটি হাদীছে আসিয়াছে এক ব্যক্তি হুজুরের দরবারে আসিয়া তাহার পিতার কথা বলিল হুজুর আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ যে সে হজ্ব ও ওমরা করিতে পারে না, কেননা ছফর করিতেও অক্ষম। হুজুর বলেন তোমার বাপের উপর যদি কোন কর্জ থাকিত তুমি আদায় করিলে কি উহা আদায় হইত না? আল্লাহ পাকত সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনি কেন তাঁহার কর্জ কবুল করিবেন না। পিতার তরফ হইতে বদলী হজ্ব কর।

একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি আপন পিতামাতার তরফ হইতে

হজ্ব করিল সে জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজাত পাইল, এবং তাহার পিতা-মাতার জন্য হজ্বের পুরা ছওয়াব লেখা যাইবে। হুজুর আরও বলেন কোন নিকট আত্মীয়দের জন্য উহার চেয়ে ভাল সম্পর্ক আর কিছুই হইতে পারেনা সে আত্মীয়ের তরফ হইতে হজ্ব করিয়া তাহার কবরে পৌঁছাইয়া দেয়।

জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর আমার পিতামাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন আমি ছিলাম তাহাদের খেদমতকারী। এখন মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত কিভাবে সদ্ভাব রাখিতে পারি? হুজুর বলেন যখন নিজের জন্য নামাজ পড়িবে তাহাদের জন্য ও পড়িবে আর যখন নিজের জন্য রোজা রাখিবে তখন তাহাদের জন্যও রাখিবে। অর্থাৎ নামাজ ও রোজার ছওয়াব তাহাদের রুহ্‌তে পৌঁছাইবে।

জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর, আমরা আপন মুর্দাদের জন্য ছদ্‌কা করি তাহাদের তরফ হইতে হজ্ব করি ও তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করি। এইসব কি তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে? হুজুর বলেন ইহাতে তাহারা এমন খুশী হয় যেমন তোমাদের নিকট কেহ বরতনে ভর্তি করিয়া হাদিয়া পাঠাইলে খুশী হও।

অন্যের তরফ হইতে হজ্ব করা দুই প্রকার। প্রথমতঃ কাহারও তরফ হইতে নফল হজ্ব করা উহার জন্য কোন শর্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহার তরফ হইতে হজ্ব করিবে তাহার উপর হজ্ব ফরজ হওয়া চাই। উহাকে হজ্বে বদল বলে। তাহার জন্য অনেক শর্ত আছে। ঐ সময় মত ওলামাদের নিকট জানিয়া লইবে।

(১৫) ان الله ليدخل فى الحجة الواحدة ثلثة نفر الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ لذالك -

"হুজুর এরশাদ করেন, বদলী হজ্বের দরুন আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। ১নং—মুর্দা, যাহার তরফ হইতে হজ্ব করা হয়। ২নং—যে বদলী হজ্ব করে। ৩নং—ওয়ারিশ, যে হজ্ব করাইল।

একটি রেওয়াতে আছে, যাহার তরফ হইতে হজ্ব করা হয় তাহার এবং হাজীর সমান সমান পুণ্য হইয়া থাকে।

এব্‌নে মোয়াফ্‌কেফ বলেন, আমি হুজুর (ছঃ)-এর তরফ হইতে কয়েকটি হজ্ব করিয়াছি। একবার হুজুরকে স্বপ্নে দেখিলাম হুজুর বলিলেন—

www.BANGLAKITAB.com

তুমি আমার পক্ষ হইতে হজ্ব করিয়াছ? আমি বলিলাম, জী-হুজুর। হুজুর পাক আবার বলিলেন তুমি কি আমার পক্ষ হইতে লাব্বায়েক বলিয়াছ? আমি বলিলাম জী-হুজুর। বলিয়াছি। হুজুর বলিলেন, আমি উহার প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিবস আমি ঐ সময় তোমার হাত ধরিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইয়া দিব যখন অন্যান্য লোক হিসাব-কিতাবে লিপ্ত থাকিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে বদলী হজ্বের মধ্যে চার ব্যক্তি হজ্বের ছওয়াব পায়। ১নং—যে অছিয়ত করে। ২নং যে অছিয়তনামা লেখে। ৩নং—যে টাকা দেয়। ৪নং যে হজ্ব করে। কিন্তু একটি কথা খুব গুরুত্ব সহকারে স্মরণ রাখিবে উহা এই যে, বদলী হজ্বের মধ্যে নিয়তকে খালেছ রাখিবে। উদ্দেশ্য শুধু হজ্ব, জেয়ারত এবং অন্যের সাহায্য হইতে হইবে। দুনিয়ার কোন ফায়েদা যেন উদ্দেশ্য না হয়। যদি এমন হয় তবে যাহারা হজ্ব করাইবে তাহারা তপুরা ছওয়াব পাইয়া যাইবে। আর যে হজ্ব করিবে তাহার ছওয়াব বরবাদ হইবে।

ইমাম গাজ্জালী বলেন যে ব্যক্তি অতিরিক্ত টাকা লইয়া বদলী হজ্ব করিবে সে ধর্মীয় আমলের দ্বারা দুনিয়ার উপার্জন করিল। এইজন্য উহাকে যেন ব্যবসা না বানান হয়। কেননা আল্লাহতায়ালা দ্বীনের উছিলায় দুনিয়া ত দান করেন, কিন্তু দুনিয়ার বদলে দ্বীন দান করেন না। অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হইল দুনিয়ার লাকড়ি জমা করা, উহার সাথে ছওয়াবও মিলিবে তা হইতে পারে না। (এতহাফ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্ব না করার শাস্তি

ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির মধ্যে হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। উহার দ্বারাই ইসলামের পূর্ণতা লাভ হয়। উহা না করিলে যত বড় মছিবতই আসুক না কেন উহা স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক বলেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۔ (سورۂ آل عمران)

"আল্লার সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব ফরজ করা হইয়াছে ঐসব লোকের উপর যাহারা যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। এবং যাহারা অস্বীকার করিবে। (জানিয়া রাখিবে যে তাহাদের অস্বীকারে আল্লার কোন ক্ষতি নাই) যেহেতু তিনি সারা বিশ্ব ভুবনের কাহারো মুখাপেক্ষী নন।"

ওলামাগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতের দ্বারাই হজ্ব ফরজ সাব্যস্ত হইয়াছে। এই আয়াতে কয়েকটি তা'কীদ করা হইয়াছে (যাহাআলেমগণ বুঝিবেন) যদ্বারা হজ্বের গুরুত্ব অপরসীম বাড়িয়া গিয়াছে।

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বলেন যার শারীরিক সুস্থতা আছে এবং আর্থিক সামর্থ্যও আছে, অথচ সে তো হজ্ব না করিয়াই মারা যায় কিয়মতের দিন তাহার কপালে 'কাফের' শব্দ লেখা থাকিবে। তারপর তিনি আয়াতে পাক وَمَنْ كَفَرَ পাঠ করেন। (দোর্‌রে মানছুর)

হযরত ছায়ীদ বিন জোবায়ের, ইব্রাহীম নখয়ীয়, মুজাহেদ তাউছ প্রমুখ তাবেয়ীনগণ বলেন যাহার বিষয় আমার জানা হয় যে, সে হজ্বের উপযুক্ত হইয়া হজ্ব না করিয়াই মারা গিয়াছে। আমি তাহার জানাজায় শরীক হইব না। অবশ্য চারি ইমামের নিকট অস্বীকার না করিলে সে কাফের হয় না। তবুও যেইসব ধমক আসিয়াছে উহা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(سورۂ بقرۂ)

"এবং তোমরা আল্লার রাস্তায় দান করিতে থাক এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতে ঐসব লোকের জন্য সাবধান বাণী আসিয়াছে যাহারা ফরজ কাজে খরচ করে না। আর হজ্বের মত ফরজ কাজে আল্লার প্রদত্ত মাল খরচ না করিলে নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংস করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

(১) عن علی رض قال قال رسول اللّٰه ص من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت اللّٰه ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذالك ان اللّٰه تبارك وتعالى يقول وللّٰه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ۔

www.BANGLAKITAB.com

'হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তির নিকট ছওয়ারী এবং পথ খরচ বাবত এই পরিমাণ সম্বল রহিয়াছে যদ্বারা সে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু তবুও সে গেল না। সে ইহুদী হইয়া মরুক বা নাছারা হইয়া মরুক তাহাতে কিছু আসে যায় না।" এই কথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (ছঃ) কোরানে পাকের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। (তিরমিজি)

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الاية

ইমাম গাজ্জালী বলেন কতবড় গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যাহা ছাড়িয়া দিলে ইহুদী এবং নাছারাদের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

(২) عن ابى امامة رض قال قال رسول الله ص من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا - مشكوة

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন; যে ব্যক্তির জন্য হজ্বে যাওয়ার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন ওজর না থাকে যেমন অত্যাচারী বাদশাহ্ বাধা দিতেছেনা অথবা কঠিন বিমারী নয় যদ্বারা হজ্বে যাইতে অপারগ, এমতাবস্থায় যদি সে হজ্ব না করিয়া মারা যায় তবে সে ইহুদী হইয়া মরুক বা খৃষ্টান হইয়া মরুক সেটা তার ইচ্ছা।

অন্য হাদীছে হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হজ্বের শক্তি থাকা সত্বেও যদি কেহ হজ্ব না করে তবে কছম খাইয়া বলিয়া দাও যে সে হয় ইহুদী হইয়া মরিবে না হয় খৃষ্টান হইয়া মরিবে। হযরত ওমর আরো বলেন আমার মন চায় সারা দেশে এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেই; যেই ব্যক্তি সঙ্গতি থাকা সত্বেও হজ্ব করিল না তাহাদের উপর যেন কাফেরদের মত জিজিয়া কর বসান হয়। কেননা সে মুছলমান নয়, মুছলমান নয়।

(৩) من كان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه الزكوة فلم يفعل سال الرجعة عند الموت - كنز

হযরত ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, যাহার নিকট এই পরিমাণ মাল থাকে যে সে হজ্ব করিতে পারে কিন্তু হজ্ব করে না। অথবা এই পরিমান মাল আছে যে তাহার উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজেব কিন্তু সে জাকাত দেয় না সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করিবে।'

ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করার প্রমাণ কোরানে পাকে রহিয়াছে।

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ الاية

"এমনকি তন্মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যু আসিয়া পড়ে তখন সে বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে দুনিয়ার আবার পাঠাইয়া দাও যাতে করে আমি আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি তোমার রাহে খরচ করিয়া নেকী অর্জন করিয়া আসিতে পারি। আল্লাহ পাক বলেন, কখনও এমন হইবে না। ইহাত তাহার একটা মুখের কথা মাত্র। তারপর তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত আলমে বরজখ অর্থাৎ কবরে থাকিতে হইবে।

আম্মাজান আয়েশা বলেন, পাপীদের জন্য কবরে ধ্বংস অনিবার্য্য। কেননা কালসাপ তাহার মাথার দিক হইতে এবং পায়ের দিক হইতে দংশন করিতে থাকিবে এমন কি দুইদিক হইতে মধ্যখানে আসিয়া দুই দিকের দংশন কারী একত্র হইয়া যাইবে। ইহাই হইল কবরের আজাব, যেই দিকে আয়াতে পাকে ইশারা রহিয়াছে।

হজরত ইব্নে আব্বাছ বলেন যাহার নিকট হজ্বে যাইবার সম্বল আছে অথচ সে হজ্বে গেল না আর যাহার নিকট মাল আছে অথচ সে উহার জাকাত আদায় করিল না সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। কেহ আরজ করিল দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার আকাংখ্যা ত কাফেরগণ করিবে, মুছলমানগণ নহে। হযরত এব্নে আব্বাছ বলেন আমি তোমাদিগকে কোরানের আর একটি আয়াত শুনাইতেছি যেখানে মুছলমানদের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ الاية

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের আওলাদ ফরজন্দ যেন তোমাদিগকে আল্লার জিকির হইতে গাফেল না রাখে এবং যাহারা এই রকম করিবে তাহারা নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত। এবং আমি যাহা কিছু মাল দান করিয়াছি তন্মধ্য হইতে মৃত্যু আসিয়া পড়ার পূর্বেই তোমরা আল্লার রাহে খরচ কর। যেহেতু তখন সে আফছোছ করিয়া বলিবে হে খোদা! আমাকে সামান্য কিছু দিনের জন্য সময় দিয়া দাও যাহাতে আমি ছদকা খয়রাত করিয়া নেককারদের মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতে পারি। এখন কিন্তু তোমাদের ঐসব অসম্ভব আশা নিষ্ফল, কেননা যাহার মৃত্যু

www.BANGLAKITAB.com

আসিয়া যাইবে এক মুহূর্তের জন্যও তাহাকে সময় দেওয়া হইবে না। আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।"

হজরত এব্‌নে আব্বাছ বলেন এই আয়াতে ঐসব ঈমানদারদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা মাল থাকা সত্ত্বেও জাকাত দেয় নাই এবং হজ্ব আদায় করে নাই তাহারাই আবার মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে আসিবার দরখাস্ত করিবে।

(৪) عن ابى سعيد ن الخدرى رض ان رسول الله ص قال يقول الله عز وجل ان عبدا اصححت له جسمه و وسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة اعوام لا يفد الى المحروم

হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন যাহাকে আমি স্বাস্থ্য দান করিয়াছি এবং রুজীর মধ্যে প্রশস্ততা দান করিয়াছি এইভাবে তাহার উপর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় তবুও সে আমার দরবারে অর্থাৎ হজ্ব করিতে আসিল না সে নিশ্চয় অপরাধী।

অন্য হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে সামর্থ্য থাকিলে জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ। এখানে বুঝা যায় যে শক্তি সামর্থ্য থাকিলে প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার হজ্ব করা জরুরী। যদিও ওলামাদের মতে ইহার উপর আমল জরুরী নয় তবুও অন্য কোন ধর্মীয় মাজবুরী না থাকিলে অথবা গরীব গোরাবার আধিক্য না থাকিলে সামর্থ্য থাকিলে নফল হজ্ব করা উত্তম।

(৫) روى عن ابى جعفر محمد بن على عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ص ما من عبد ولا امة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضى الله الا انفق اضعافها فيما يسخط الله وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا الا رأى المحلقين قبل ان تقضى تلك الحاجة يعنى حجة الاسلام وما من عبد يدع المشى فى حاجة اخيه المسلم قضيت او لم تقض الا ابتلى بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر فيه - ترغيب

হুজুর (সঃ) হইতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি পুরুষ হউক বা মেয়েলোক (হউক) আল্লার সন্তুষ্টির স্থানে খরচ না করে সে আল্লার নারাজীর স্থানে খরচ করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি কোন পার্থিব কারণে হজ্ব করিতে দেরী করিয়া ফেলিল,

হাজীগণ হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে তাহার সেই পার্থিব প্রয়োজন সারিবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মুছলমানের সাহায্যে পা উঠায় না; তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহায্য করিতে হইবে যেখানে কোন ছওয়াব নাই। (তারগীব)

মোহাদ্দেছীনের কানুন অনুসারে এই হাদীছে কিছুটা দুর্বলতা আছে, তবে ফাজায়েলে আ'মলের মধ্যে এইরূপ দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করা করা যায়। তদুপরি অভিজ্ঞতাও দেখা যায় যাহারা নেক কাজে খরচ করা হইতে বাঁচিয়া চলে তাহারা অথবা মামলা মোকদ্দমায় ঘুষ ইত্যাদি এমন কি অনেক সময় নাচ গান সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদিতেও লিপ্ত হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। হাঁ। এইসব ধমক ঐসব লোকের জন্য যাহারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও ফরয হজ্ব আদায় করে না। অপর দিকে গরীবী অবস্থায় অথবা যদি মাথার উপর কাহারও হক থাকে সেই ছুরতে নফল হজ্বের চেয়ে লোকের হক আদায় করা শ্রেষ্ঠ! কোন কোন লোক আপন পরিবার পরিজনকে অভাবে ফেলিয়া হজ্বে চলিয়া যায় ইহাদের শানে হাদীছে আসিয়াছে যে মানুষের পাপের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে যাহাদের অন্নসংস্থান তাহার মাথার উপর তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়

হজ্বের ছফরে কষ্টের উপর ধৈর্য্যাবলম্বনের বর্ণনা

ছফর যেই প্রকারেরই হউক না কেন উহাতে কষ্ট নিশ্চয় আছে। এই জন্যই শরীয়তে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চার রাকাত ফরজ নামাজকে দুই রাকাত করা হইয়াছে। হাদীছে বর্ণিত আছে 'ছফর আগুনের একটা টুকরা।' কাজেই কষ্ট ত সেখানে থাকিবেই, বিশেষ করিয়া হজ্বের ছফর ত প্রেম ও ভালবাসার ছফর। প্রেমিকদের মতই উহা সম্পাদন করিতে হইবে। কেহ তাহাকে অন্যায় বলিবে, গালি দিবে পাথর মারিবে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে সে উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না বরং মাহবুবের ফিকিরে পাগলের মত মনে সন্তুষ্টই থাকিবে। এবং আনন্দ চিত্তে যে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে। তবে যদ্দারা দ্বীন এবং স্বাস্থ্যের

www.BANGLAKITAB.com

উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে উহা সহ্য করার কোন অর্থ নাই।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন এই ছফরে মানুষ যাহা খরচ করিবে আনন্দ চিত্তে করিবে এবং জান মালের যাহা নোকছান হইবে উহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে বরদাশ্‌ত করিবে। কেননা ইহাই হইল হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত। হজ্বের রাস্তায় মছিবত জেহাদে খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকায় সাতশত টাকার ছওয়াব পাওয়া যায়। হজ্বের কষ্ট বরা জেহাদে কষ্ট করার সমতুল্য। আল্লার দরবারে উহার জন্য বহুত বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

হুজুর (ছঃ) হযরত আয়েশাকে বলেন। তোমার ওম্‌রায় পরিশ্রম মোতাবেক ছওয়াব পাইবে। এইজন্য যে, এই ছফরে কষ্ট যত বেশী পাইবে ছওয়াবও তত বেশী হইবে। তবে ইহা করিয়া বা অনর্থক কষ্ট উঠাইলে কোন ফায়দা নাই। যেমন হাদীছে আছে এক অন্ধ ব্যক্তিকে রশিতে বাঁধিয়া অন্য ব্যক্তি তওয়াফ করাইতেছিল। ইহা দেখিয়া হুজুর রশি কাটিয়া দিলেন এবং হাত ধরিয়া তওয়াফ করাইতে বলিলেন। এইভাবে হুজুর আর একদিন বলিলেন দুই ব্যক্তি আপোসে বন্ধনাবস্থায় চলিতেছে, হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন পর তাহারা বলিল আমরা এইরূপ অবস্থায় মক্কা পর্যন্ত পৌছিবার মানত করিয়াছি। হুজুর বলেন এই রশিকে ছিড়িয়া ফেল নেক কাজে মানত করিতে হয়, ইহা শয়তানী কাজ। (শর্‌হে বোখারী) তবে এই রাস্তায় পদব্রজে চলা অবশ্য প্রশংসনীয়, যতটুকু সহ্য হয় ততটুকু বরদাশ্‌ত করিবে। কোরান পাকে পায়দল চলাকে ছওয়ারীতে চলার পূর্বে বয়ান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় পায়দল ছফর করা উত্তম। ওলামাগণ লিখিয়াছেন যাহারা পায়দল চলার অভ্যস্ত হজ্ব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের জন্য ছওয়ারী খরচা থাকা কোন জরুরী নয়। পায়দল হজ্ব করার ফজীলত হুজুরের হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

(১) عن ابن عباس مرفوعا من حج الى مكة ماشيا حتى رجع كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال كل حسنة بمائة الف حسنة - عينى

"হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি হজ্বের ছফর পায়দল

করিবে এবং পায়দলে ফিরিয়াও আসিবে তাহার আমল নামায় হারাম শরীফের সাত শত নেকী লেখা যাইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হারাম শরীফের নেকীর অর্থ কি হুজুর! হুজুর বলেন প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য।

এই হিসাবে সাত শত নেকী সাত কোটি নেকীর বরাবর হইয়া যায়। এইভাবে পুরা রাস্তার ছওয়াবের অনুমান করা যায়, হযরত এবনে আব্বাছ এনতেকালের সময় সন্তানদিগকে অছিয়ত করিয়া যান যে তোমরা হজ্ব পদব্রজে করিবে, অতঃপর এই হাদীছ শুনান। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন হারাম শরীফে এক রাকাত নামাজ এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমতুল্য।

হযরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন, হারাম শরীফে একটি রোজা এক লক্ষ রোজার বরাবর এবং এক দেরহাম ছদকা এক লক্ষ দেরহামের বরাবর ছওয়াব, এইভাবে প্রত্যেক নেকী হারামের বাহিরের এক লাখ নেকীর বরাবর।

এখানে লক্ষণীয় যে যেই ভাবে হারামে প্রত্যেক নেকী এক লাখ নেকীর সমান তদ্রুপ প্রত্যেক গোনাহ্‌ও ঐ পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই কারণে সেখানে গোনাহ করা বড় মারাত্মক এবনে আব্বাছ বলেন হারামের বাহিরে রাকিয়াতে আমি সত্তুরটা পাপ করিব ইহা হারামে একটি পাপ করার চেয়ে ভাল।

(২) عن عائشة مرفوعا ان الملائكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة . بيهقى

হুজুর (ছঃ) বলেন ফেরেশতাগণ ছওয়ারীতে আগন্তুক হাজীদের সহিত মোছাফাহা করে আর পায়দল হাজীদের সহিত মোয়ানাকা করে অর্থ গলায় গলায় মিশে।

হজরত ইবনে আব্বাছ অসুস্থাবস্থায় শুধু ফরমাইতেন যে আমি বেশী অনুতাপ আর কোন জিনিসের জন্য করি না যত বেশী করিয়া থাকি এইজন্য যে আমি একটা পায়দল হজ্ব করিতে পারিলাম না। কেননা আল্লাহ পাক উহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মোজাহেদ বলেন হজরত ইছমাইল এবং ইব্রাহীম (আঃ) পায়দল হজ্ব করিয়াছেন।

একটি রেওয়ায়েতে আছে হযরত আদম (আঃ) হিন্দুস্থান হইতে পায়দলে এক হাজার হজ্ব করিয়াছেন। অন্যত্র আছে চল্লিশ হজ্ব করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

এব্‌নে আব্বাছ বলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের পায়দল হজ্ব করার অভ্যাস ছিল। মোল্লাআলী কারী বলেন উত্তম হইল হারামের সীমায় প্রবেশ করিয়া পায়দল চলিবে। ইমাম গাজ্জালী বলেন, শক্তি থাকিলে পায়দল চলাই উত্তম, কেননা এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) মৃত্যুকালে ছেলেদিগকে পায়দল হজ্ব করার অছিয়ত করেন এবং বলেন যে ইহাতে প্রত্যেক কদমে একশত নেক লেখা হয় এবং প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর বরাবর।

পায়দল চলার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়া জরুরী। কমপক্ষে মক্কা শরীফ হইতে আরাফাত পর্যন্ত যুবক এবং যাহারা শক্তি রাখে তাহাদের জন্য পায়দল চলা উচিত। কেননা উহাতে ছওয়াব ব্যতীত বিভিন্ন মোস্তাহাব-গুলো পূর্ণভাবে আদায় করা যায়। যাহা ছওয়ারীতে গেলে আদায় করা সম্ভব হয় না। এই ছফর খুব লম্বাও নয়। আট তারিখ রওয়ানা হইয়া মিনা পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল আর নয় তারিখ ভোর হইতে আরাফাত পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মাইল, ইহা শক্তিমানদের জন্য তেমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। অথচ প্রতি কদমে সাত কোটি নেকী লেখা হয়। একটি রেওয়ায়েতে আছে মিনা হইতে আরাফাত পর্যন্ত পায়দল চলিলে হারাম শরীফের এক লক্ষ নেকী পাইবে।

আলী ইব্‌নে শোয়ায়েব নিশাপুর হইতে পায়দল চলিয়া ষাট হজ্ব করেন। মুগীরা বিন হাকীম মক্কা শরীফ হইতে পায়দল চলিয়া পঞ্চাশ হজ্বের উপর করেন। আবুল আব্বাছ পায়দলে আশী হজ্ব করেন, আবদুল্লাহ মাগরেবী পায়দলে সাতানব্বই হজ্ব আদায় করেন।

কাজী এয়াজ সেফা গ্রন্থে লিখিয়াছেন জনৈক বুজুর্গ সারাটি ছফর পায়দল অতিক্রম করার পর থেকে কষ্টের কথা উঠাইলে তিনি বলেন যেই গোলাম মনিব হইতে পলাইয়া যায় সে আবার মনিবের দরবারে ছওয়ার হইয়া কি করিয়া আসিতে পারে? আমার শক্তি থাকিলে মাথা নীচের দিকে দিয়া আসিতাম। এই ছফরের ইহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। মূল কথা এই ছফরের কষ্ট-পরিশ্রম হাসি মুখে স্বীকার করিবে। কোন প্রকার সেকায়েত, অভিযোগ, কটুকথা, অশোভন উক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। সাথীদের কাজে আপত্তি না করিয়া নম্র ব্যবহার করিবে। সৎচরিত্রের অর্থ এই নয় যে কাহাকেও কষ্ট দিবে না বরং কেহ

কষ্ট দিলে উহা সহ্য করাকে প্রকৃত সৎচরিত্র বলা হয়। কেহ কেহ পায়দলের চেয়ে ছওয়ারীতে হজ্ব করাকে উত্তম বলিয়াছেন। কেননা পায়দল চলিতে চলিতে অনেক সময় মেজাজ কড়া ও রুক্ষ হইয়া যায়। সুতরাং পায়দল চলিলে যাহাদের আখ্‌লাক খারাপ হইয়া যায় তাহারা ছওয়ারীতে ছফর করিবে। ভক্তি শ্রদ্ধা আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়া ছফর করিবে মাহবুবের শহরে যাইতে দুঃখ-কষ্ট, রৌদ্র বৃষ্টি, শান্তি অশান্তি কোন কিছুরই পরওয়া করিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজ্বের হাকীকত

প্রকৃতপক্ষে হজ্ব দুইটা দৃশ্যের নমুনা স্বরূপ। এবং প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঐ দুই দৃশ্যই গোপন রাহিয়াছে। যদিও আল্লাহ পাকের প্রত্যেক হুকুমের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হেকমত এমন রহিয়াছে যেখান পর্যন্ত সাধারণতঃ মানুষের ধ্যান ধারণাও পৌছেনা। তবুও কোন কোন হেকমত এত প্রকাশ্য যে তাহা যে কোন লোকের দেমাগে সহজেই আসিয়া যায়। এইভাবে হজ্বের মধ্যেও এমন সব হেকমত রহিয়াছে যাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। তবুও দুইটি হাকীকত হজ্বের প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে এমন রহিয়াছে যাহা প্রত্যেকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। ১নং হজ্ব একটি পরিপূর্ণ মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ের নমুনা। ২ নং এশ্‌ক ও মহব্বত প্রকাশ করিবার এবং রুহকে প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা রঞ্জিত করিবার নমুনা।

প্রথম নিদর্শন হইল মউত এবং মউতের পরবর্তী সময়ের নিদর্শন। কেননা মানুষ যখন ঘর হইতে বাহির হয় তখন সমস্ত আত্মীয় স্বজন, ঘর বাড়ী, বন্ধু বান্ধব, সবাইকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যেমন পরকালের ছফরে রওয়ানা হইল। দৈনন্দিন যেইসব বস্তুর সহিত অন্তর লাগিয়া থাকিত যেমন ক্ষেত খামার, দোকান পাটাব বন্ধুবান্ধবের মজলিস সব কিছুই ঐ সময় ছুটিয়া যায়। যেমন মৃত্যুর সময় এইসব বিদায় হইয়া যায়। রওয়ানা হইবার সময় বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষয় এই যে যেমন আজ কিছু সময়ের জন্য এইসব বস্তু ছুটিয়া যাইতেছে তদ্রূপ অতিসত্বর এমন সময় আসিবে যখন চিরকালের জন্য এইসব বস্তু ছুটিয়া যাইবে। অতঃপর যানবাহনে আরোহণ করা ঠিক জানাজায় ছওয়ার হওয়ার কথাই তাজা করিয়া দেয়। গাড়ীতে বসার পর উহা যেমন প্রতিটি কদমে দেশ এবং বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে নিতে

www.BANGLAKITAB.com

থাকে, তদ্রূপ জানাজা বহনকারীরও প্রতি কদমে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব এবং যাবতীয় মাল ছামান হইতে দূরে লইয়া যায়। কিছু লোক নিশ্চয় জানাজা নামাজ পর্যন্ত থাকে আবার কিছু লোক কবর পর্যন্ত আর কিছু লোক দাফন পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। এই সমস্ত দৃশ্য হাজীদের সহিতও দেখা যায়। অর্থাৎ কিছু লোক ফীআমানিল্লাহ বলিয়া ঘর হইতে মোছাফাহা করিয়া বিদায় হয় আর কিছু লোক ষ্টেশন পর্যন্ত এবং কিছু সংখ্যক লোক জাহাজ পর্যন্ত সঙ্গে যায়। জাহাজে এবং কবরে শুধু ঐসব সাথী থাকে যাহারা বদ আখলাক, খিটখিটে, হটকারী, কলহপ্রিয়, ইহারা ছফরের প্রতি মঞ্জিলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার পর সব-কিছুই ঠিক পরকালের ছফরেও দেখা যায়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধু নেক আমল যাহা কবরে যাবতীয় সুখশান্তির ব্যবস্থার কারণ আর বদআমল যাহা যাবতীয় অশান্তি এবং আজাবের মূল। নেক আমল অতীব সুন্দর পুরুষের বেশে কবরে আসিয়া দাঁড়াইবে আর বদ আমল বদ ছুরত ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধময় মূর্তিতে আসিয়া হাজির হইবে। মৃত্যুর পর যতসব শান্তি ও আরাম পৌঁছিবে তাহা নেক আমলের বদৌলতে যেমন হজ্বের ছফরে যতসব সুখ শান্তির ব্যবস্থা ঐ সমস্ত টাকা পয়সা ও সাজ সরঞ্জামের বরকতে যাহা ছফরের পূর্বেই তৈয়ার করা হইয়াছিল। হাঁ কোন ভাগ্যবান লোকের জন্য কোন আপন জন যদি কিছু পড়িয়া বা ছদকা খয়রাত করিয়া পৌঁছাইয়া দেয় তবে মৃত্যুর পরেও প্রয়োজনের সময় ইহা খুব বেশী কাজে আসে। তদ্রূপ হাজী ছাহেবানদের কাছেও যদি কোন আপনজন ডাকযোগ বা হুণ্ডি মারফত কিছু টাকা পয়সা পাঠায় তবে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। তারপর ছফরের হালতে ডাকাতের ভয়, বিভিন্ন বিপদের আশংকা, রুক্ষ মেজাজ, সরকারী বেসকারী লোকের ব্যবহার, ভিসা পাস্‌পোর্ট ইত্যাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা, এইসব ব্যবহার কবরকে স্মরণ করিয়া দেয়। যেমন মনকীর নকীরের প্রশ্ন, ঈমানের পরীক্ষা, সাপ বিচ্ছু পোকা মাকড়ের দংশন ইত্যাদি। হাঁ অনেক ধনী লোক এমন আছে যাহাদের পাস্‌পোর্ট ইত্যাদি সামান্য পরীক্ষার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পবিত্র হেজাজ ভূমিতে চলিয়া যায়। এইভাবে যাহারা অধিক পরিমাণ নেক আমল লইয়া যাইবে তাহারা কবরে যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া দুলাইনের মত এক আরাম আয়াশে সময় কাটাইবে যে কেয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল সময় তাহাদের নিকট মনে হইবে যেন কয়েক ঘণ্টায় এবং কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবে। যেমন নূতন

দুলাইন প্রথম রাত্রে নরম নরম মখমলের বিছানায় আরাম করে তদ্রূপ ইহারাও কবরে শুইয়া পড়িবে। তারপর এহরামের সাদা দুই টুকরা সময় লাব্বায়েক বলা কেয়ামতের দিন আহ্বান কারীর ডাকে সাড়া দেওয়ারই সমতুল্য আল্লাহ পাক বলেন "তুমি দেখিতে পাইবে প্রত্যেক লোকই নতজানু হইয়া আছে এবং প্রত্যেককে আপন আমলনামার দিকে ডাকা হইবে।" মক্কা শরীফ প্রবেশ করা যেমন ঐ জাহানে প্রবেশ করা যেখানে শুধু আল্লার রহমতেরই আশা করা যায়। কেননা উহা হইল দারুল আমান, অর্থাৎ শান্তির ঘর কিন্তু আপন বদ আমলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সব সময় ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকিবে যে শান্তির ঘরে আসিয়াও যে আমার ভাগ্যে শান্তি না আছে নাকি। বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করা কেয়ামতের দিন এই ঘরের মালিকের দীদারকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং আল্লার দীদার যতবড় আদব এবং আজমতের সহিত লাভ করিবে তাঁহার ঘরকেও ততবড় আদব এবং আজমতের সহিত দেখিতে থাকিবে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ আরশের চতুর্দিকে চক্কর দেওয়া ফেরেশতা-দের কথা স্মরণ করিয়া দেয়, কা'বা শরীফের গেলাফ এবং মোলতাজমকে জড়াইয়া কান্নাকাটি করা ঐ অপরাধীর সমতুল্য যে নাকি বহুত বড় মনিবের সহিত মারাত্মক বেআদবী করিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাহার ঘর এবং চৌকাঠে মাথা ঠোক্‌রাইয়া ঠোক্‌রাইয়া কান্নাকাটি করে। ছাফা মারওয়ার দৌড় কেয়ামতের মাঠে এদিক ওদিক ছুটাছুটির কথা মনে করাইয়া দেয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন "মানুষ কবর হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেমন বিক্ষিপ্ত টিড্ডি পঙ্গপালের দল।"

ছাফা মারওয়ার দৌড়ের দৃশ্য এই বান্দার খেয়াল মত কেয়ামতের সেই ভয়ানক দৃশ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় যখন দিশেহারা হইয়া আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট এই ভাবিয়া ধর্ণা দিবে যে, তাহারা আল্লার মাহবুব এবং মাকবুল বান্দা, কাজেই তাঁহাদের সুপারিশে আমাদের মছিবতের কিছুটা লাঘব হইবে। এই খেয়ালে সর্বপ্রথম আদম (আঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবে যে আপনি আমাদের পিতা, আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে আপন হাতে পয়দা করিয়াছেন। সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়াছেন ফেরে-শতাদের দ্বারা ছেজদা করাইয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনি আমাদের জন্য এই মহাসংকটের সময় সুপারিশ করুন। বাবা আদম উত্তর করিবেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি

www.BANGLAKITAB.com

উহার চিন্তায় আজ আমি অস্থির আছি, কাজেই তোমরা নুহ (আঃ) এর নিকট যাও। লোকজন দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট গিয়া সুপারিশ করিতে বলিবেন। তিনি বলিবেন, আমি তুফানের দিন অন্যায় ভাবে পুত্র কেনানের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলাম কাজেই তোমরা ইব্রাহীম (আঃ) এর নিকট যাও। তিনিও ওজর করিয়া হজরত মুছা (আঃ) এর কথা বলিবেন। তিনি হজরত ঈছা (আঃ) এর কথা বলিবেন। অবশেষে সমস্ত লোক পরামর্শ করিয়া প্রিয় নবী দয়ার সাগর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবেন এবং সেই মহা সংকট ও মছিবতের দিন হুজুরে পাক (ছঃ) আল্লাহ পাকের শাহেনশাহী দরবারে সুপারিশ করিবেন। এইসব হইল বিরাট কাহিনী। উদ্দেশ্য হইল এদিক ওদিক হয়রান পেরেশান হইয়া ছাফা মারওয়ার মত একদিন ফিরিতে হইবে।

তারপর আরাফাতের ময়দান ত হাশরের ময়দানের পুরা পুরা নক্‌শা সামনে আনিয়া দেয়। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে প্রস্তরময় এক মরু প্রান্তরে আশা এবং ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। অধম বান্দার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আরাফাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় এই যে, ময়দান সে ওয়াদা এবং অঙ্গীকারকে স্মরণ করাইয়া দেয় যেদিন আল্লাহ পাক আলমে রুহের মধ্যে রোজে আজলের দিন যে একমাত্র প্রতিপালক এই কথার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সকলে এক বাক্যে বলিয়াছিলেন নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রভু। মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে এই ওয়াদা আরাফাতের ময়দানেই হওয়া হইয়াছিল। আজ সেই ওয়াদার কথাই মনে করিয়া দেয় যে আমরা উহার কতটুকু পালন করিয়াছি বা কতটুকু পালন করি নাই।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন মোজদালাফা এবং মিনায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে ব্যস্ত হইয়া আপন আপন আমীর এবং মোয়াল্লেমগণের পিছনে চলা, রং বেরং এর বিভিন্ন জাতীয় নারী পুরুষ, বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এবং ভাষায় সংমিশ্রণে ও শোরগোলে এক অভাবনীয় ও অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয় যদ্বারা কঠিন হাশরের দিনে মানবগোষ্ঠির আপন আপন নবী ও নেতাগণের পিছনে হয়রান এবং পেরেশানীর সহিত দৌড়া-দৌড়ির দৃশ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মূল কথা হজ্বের নক্‌শা ঠিক যেন কেয়ামতের পূর্ণ নক্‌শা পেশ করিয়া দেয়।

হজ্বের দ্বিতীয় দৃশ্য হইল এশ্‌ক ও মহব্বতের চরম নিদর্শন প্রকাশ করিবার অপরূপ দৃশ্য।

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দুই প্রকারের সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রথমতঃ বিনয় এবং বন্দেগীর সম্পর্ক। উহার প্রকাশ হইল নামাজ। এই জন্যই নম্রতা এবং ভদ্রতার সহিত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া বাদশাহী আদবের সহিত কানে হাত রাখিয়া আল্লাহতালার মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দরবারে দণ্ডায়মান হইতে হয়। তারপর মাথা নত করিয়া ও অবশেষে মাটিতে কপাল রগড়াইয়া আপন গোলামী ও বন্দেগীর নিদর্শন দেখাইতে হয়। তার মধ্যে কোনরূপ তাড়াহুড়া করা আঙ্গুল মটকানো এদিক ওদিক দৃষ্টি করা, বিনা প্রয়োজনে কাশি দেওয়া ইত্যাদি আশোভনীয় কাজ মাকরূহ, এবং কোনরূপ কথাবার্তা বলা, অজু ভঙ্গ হওয়া, হাসি-ঠাট্টা করা এমন কি ছেজদার মধ্যে দুই পা একত্রে উঠাইয়া ফেলা ইত্যাদি নামাজকে নষ্ট করিয়া দেয়। যেহেতু এইসব কাজ বাদশাহী আদব কায়দার খেলাফ।

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দ্বিতীয় সম্পর্ক হইল প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক। যেহেতু তিনি হইলেন মুরুব্বী, পরমদাতা দয়ালু সৌন্দর্য এবং বুজুর্গীর মত গুণাবলী সব কিছুই তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। পক্ষান্তরে বান্দার মধ্যে স্বভাবজাত হিসাবে ছোটবেলা হইতেই এশ্‌ক এবং মহব্বত বিদ্যমান থাকে। কবির ভাষায়—

'বুকে হাত রাখিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে। মনে হয় যেন বহু পূর্ব হইতেই কাহারও প্রেমের জ্বালায় মরিতেছে।'

"শিশুকালেই প্রেমের নিদর্শন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। তাইত আশেক মাশুকের মত খেল তামাশা শুধু চোখের ইশারায় করিয়া থাকে।"

"মাহবুবের স্মরণে যেই চক্ষুতে পানি থাকে না অন্ধ থাকাই সে চক্ষুর শ্রেয়ঃ। যেই অন্তরে বিরহ বেদনা নাই উহা দগ্ধ হইয়া যাওয়াই উত্তম।"

"তোমার বিরহ বেদনায় বাঁচিয়া থাকা মানুষের সাধ্যের বাহিরে, তাই ত হাজার শোকর যে এই জীবনের স্থায়ীত্ব নাই।"

"মাশুকে হাকীকী আল্লাহ পাক অনাদিকাল হইতেই চক্ষুর এক ইশারায় এই বিশ্ব ভুবনের বাজারে প্রেম ও ভালবাসাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন।"

ঐ ভালবাসার চরম নিদর্শন। পাওয়া যায় হজ্বের ছফরে। কেননা শুরু হইতেই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ সবকিছুর

www.BANGLAKITAB.com

মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মাহবুবের গলিতে বাহির হইয়া যাওয়া এবং তঁাহারই তালাশে বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এবং সমুদ্রে পাড়ি দিয়া পাগলের মত ঘুরাফিরা করাই প্রেমিকের কাজ।

কবির ভাষায়—

ما و مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق
او بصحرا رفت و ما در کوچہا رسوا شدیم

"আমাদের এবং মজনুর একই অবস্থা এশ্কের ময়দানে, সে মরুভূমিতে চক্কর দেয় আর আমরা চক্কর দিতে থাকি অলিতে গলিতে।"

মাহবুব চায় তার প্রেমিকগণ যেন পাগল বেশে তাঁহাকে পাইবার আশায় দারুণ আগ্রহ উদ্দীপনায় তাঁহারই দরবারে ভিড় জমায়। তাহার জন্য হজ্বের ছফরকে বানাইয়াছেন একটা বাহানা স্বরূপ। আর এইরূপ পাগলের মত বাহির হইতে কিছু না কিছু দুঃখ-কষ্ট, এবং মছিবতে সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। হজ্বের এই মোবারক ছফরই হইল এশ্কের এবং মহব্বতের ছফর। কাজেই দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা পেরেশানী, ভয়-ভীতি সব কিছুই হয় এক আনন্দের খোরাক।

الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

"অন্তরে স্বাদ থাকিলে জিনিসের মধ্যেই লজ্জত অনুভব হয়। জুলুম অথবা ন্যায় বিচার ভালবাসার ধর্মে সবই সমান।

"এহ্রাম বাঁধা হইল প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন। না মাথায় টুপী, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না সুগন্ধি, বরং ফকীর বেশে পাগলের ছুরতে সদা চঞ্চল ও উদাসীন অন্তরে, সিলাই বিহীন গামছার মত সাদা চাদরে সে কি এক অপরূপ দৃশ্য। তাই ওলামাগণের মতে ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ই এহ্রাম বাঁধিয়া বাহির হওয়া উত্তম। তবে এহ্রাম বাঁধার পর অনেক জায়েজ কাজও নাজায়েজ হইয়া যায় এবং ঐ প্রকার পোশাক অনেক নাজুক লোক বরদাশ্ত করিতেও অক্ষম তাই আল্লার রহমত শুরু হইতেই এহ্রাম না বাঁধার অনুমতি দিয়াছে। তবে মাহবুবের গলির নিকটবর্তী হইলে ঐ অবস্থায় এলোমেলো চুল লইয়া পাগলের মত পোশাক পরিধান করিয়া ময়লা যুক্ত কাপড় লইয়া তাঁহার দরবারে হাজির হইতেই হইবে। হুজুর পাক (ছঃ) বলেন—পেরে-

শান, চুল-দাড়ি এবং ময়লা যুক্ত কাপড়ই হইল হাজীদের পরিচয়। এই ছুরতের উপরই আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন যে, দেখ আমার বান্দারা ধূলায় ধুসরিত ও এলোমেলো চুল-দাড়ি লইয়া আমার দরবারে হাজির হইয়াছে। এইভাবে মাঠ ঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, বন-জঙ্গল এবং জনমানব শূণ্য মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কান্না কাটি করিতে করিতে পাগলের মত লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক "আমি হাজির আছি, আমি হাজির আছি, ইয়া আল্লাহ! আমি হাজির আছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি হাজির আছি এই আওয়াজে চীৎকার দিতে দিতে, রোনাজারী করিতে করিতে পেঁৗছে। একটি হাদীছে আছে, হজ্বের অর্থই হইল খুব চীৎকার দেওয়া এবং কোরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। অন্য হাদীছে আছে হুজুর এরশাদ করেন হজরত জিব্রাঈল আমাকে বলিয়াছেন, আপনার সাথীদিগকে বলুন তাহারা যেন লাব্বায়েক জোর করিয়া বলে।" প্রেমিকদের ধর্মই হইল জোর করিয়া কান্নাকাটি করা। এইভাবে উদাস এবং পেরেশান অন্তরে ক্রন্দনরত অবস্থায় অবশেষে মাহবুবের শহরে পেঁৗছিয়া যায় এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে। যেন বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সশরীরে জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করিল।

আমি আমার মোর্শেদ হজরত মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেবকে বয়াত পাঠ করিতে খুব কমই শুনিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন হজ্বে যান এবং হারাম শরীফে পদার্পণ করেন তখন বড়ই আশ্চর্য্য সুরে তিনি এই বয়াত পড়িতেছিলেন।

کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل
نسیم صبح تیری مہربانی

"কোথায় আমরা এবং কোথায় এই ফুলের সৌরভ, এইসব ভোরের হাওয়ার মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের ঘরে পেঁৗছে তখন তাহার সে কি অবস্থা হয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কবির ভাষায়—

'মা' শুকের দর্শন আশেক কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারে? তূর পাহাড়ে হজরত মুছাও সহ্য করিতে পারেন নাই।'

"হে দিল, আজ মিলনের রাত্রি, কাজেই যতটুকু সম্ভব মজা উড়াইয়া লও। যেহেতু কাল এই সুযোগ হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়া যাইবে।'

www.BANGLAKITAB.com

তারপর প্রেমিক হাজীগণ যেইসব ক্রিয়া কলাপ করে সেইসব যে কোন আইন কানুনের গণ্ডির বাহিরে। কখনও মাহবুবের ঘরের চারিদিকে চক্কর দিতে থাকে, কখনও দেওয়াল দরওয়াজা এবং চৌকাঠকে চুমা দিতে থাকে। আমার কখনও চোখে মুখে কপালে ঘরের ইটপাথর বা কাপড়ের আঁচল মলিতে থাকে।

তাওয়াফ হাজরে আছওয়াদকে চুমা দিয়া শুরু করিতে হয়। হাদীছে পাকে উহাকে আল্লাহ পাকের হাতের সহিত তা'বীর করা হইয়াছে। উহাকে চুম্বন করা ঠিক যেন আল্লাহ পাকের হাতকে চুম্বন করা। দেওয়াল চৌকাঠ ইত্যাদিকে চুম্বন করা, কদমবুচি করা প্রেমিকদের স্বভাব ধর্ম। কবি বলেন—

وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديارا
امر على الديار ديار ليلى
اقبل ذا الجدار وذا الجدارا

"আমি যখন লায়লার শহরে যাই তখন কখনও এই দেওয়ালে আবার কখনও ঐ দেওয়ালে চুমা দিতে থাকি।'

হুজুরে পাক (ছঃ) হাজরে আছওয়াদে চুম্বন দিতে গিয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঠোঁট মোবারক রাখিয়া কাঁদিতে থাকেন। ওদিকে হজরত ওমরও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। হুজুর এরশাদ করেন এইখানেই চোখের পানি বহাইতে হয়।

কা'বা গৃহের দেওয়ালের একটি বিশেষ অংশের নাম মোলতাজম। উহা বড়ই পবিত্র এবং বরকতের স্থান। উহা দোয়া কবুলের স্থান। হাদীছে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম ঐ স্থানকে জড়াইয়া ধরিতেন, আপন আপন চেহারাকে সেখানে মলিতেন।

তারপর ছাফা মারওয়ার দৌড় হইল পাগলামীর এক অত্যাশ্চর্য্য ও চরম নিদর্শন। উলঙ্গ মাথায় পায়জামা এবং কোর্তা বিহীন অর্দ্ধ উলঙ্গ শরীরে এদিক হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে দৌড়াদৌড়ির এক আজব দৃশ্য। তদুপরি ভোর বেলায় মক্কা শরীফ, রাত্রি বেলায় মিনা বাজার, পরের ভোরে আরাফাতের মরু প্রান্তর। সন্ধ্যা বেলায় মোজদালাফায় ভাগিয়া আসা। সকাল বেলায় আবার মিনায়। দুপুর বেলায় আবার

মক্কা শরীফে আগমন, সন্ধ্যা বেলায় পুনরায় মিনা বাজারে প্রস্থান, সে কি এক অপূর্ব ও আজব তামাশার দৃশ্য।

ہے کدہ ائی مجھکو پھر تو رے حسن و عشق کی
ہم پھکا ری پھونک کے در در رہیں رلتا پڑا
ایک جا رہتے نہیں عاشق بد نام کہیں
دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں

দুর্ণাম প্রেমিক একটি স্থানে অবস্থান করেনা। কোথাও দিনে; কোথাও রাত্রে, কোথাও ভোরে আবার কোথাও সন্ধ্যায়।

মিনায় শয়তানকে পাথর মারা প্রেম বাজারের পাগলামীর শেষ দৃশ্য। অর্থাৎ প্রেমিকের পাগলামী যখন চরমে পৌছে তখন সে আপন প্রেমিকাকে লাভ করিবার পথে যে কেহ প্রতিবন্ধক ও বাধা হইয়া দাঁড়ায় তাহাকেই সে এলোপাথাড়ি পাথর মারিতে থাকে।

সর্বশেষ লগ্নে কোরবানী করা যাহা প্রকৃতপক্ষে আপন জানের কোরবানী ছিল, আল্লাহ পাক অশেষ মেহেরবানীর উছিলায় উহাকে পশু কোরবানীর দ্বারা বদলাইয়া দিয়াছেন। এবং ইহাই হইল এশ্ক ও মহব্বতের শেষ মন্জিল। কবি বলেন—

موت ہی سے کچھ علاج درد فرقت ہو تو ہو
غسل میت ہی ہما را غسل صحت ہو تو ہو

"মৃত্যুর দ্বারা যদি বিচ্ছেদের চিকিৎসা হয় তবে তাহাই হউক। আর মুর্দার গোছল যদি আমার স্বাস্থ্যের গোছল হয় তবে তাহাই হউক।"

موت ہی ہے علاج عاشق کا
اس سے اچھی نہیں دوا کوئی

"মৃত্যুই হইল আশেকের জন্য শেষ চিকিৎসা।
উহার চেয়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই।"

হজ্বের যেই দৃশ্য এশ্ক ও মহব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে উহার প্রতি সামান্য কিছুটা আলোকপাত করা গেল মাত্র। যাহার অন্তরে সামান্য কতটুকু ব্যথার বেদন লাগিয়াছে, পাগলামীর সামান্য কতটুকু অংশ যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে সে যখন আপন ব্যাথাতুর অন্তর নিয়া মাহবুবের দেশে গমন করিবে তখন সে এইসব ইশারায় বর্ণিত ভাব সমূহকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বিরাট দপ্তরও যথেষ্ট নয়

www.BANGLAKITAB.com

তদুপরি মনের যে ভাবপূর্ণ জয্‌বা উহা কাজেও প্রকাশ করা যায় না।

درد دل دور سے ہم تم کو سنائیں کیونکر
ڈاک میں بھیجتے ہیں آہوں کی صدائیں کیونکر
کاغذ تمام کلک تمام اور ہم تمام
پر داستان شوق ابھی نا تمام ہے

হজ্বের মধ্যে রাজনৈতিক হেকমত

উল্লেখিত দুইটি হেকমত ব্যতীত হজ্বের মধ্যে বরং আল্লাহ পাকের যে কোন হুকুমের মধ্যে হাজার হাজার হেকমত গোপন থাকে যেখান পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি পৌছিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যতই চিন্তা ফিকির করিবে ততই রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটিত হইবে। হজ্বের মধ্যে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ধরনের হেকমত আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নমুনাস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি দেওয়া গেল :

(১) যে কোন রাজা-বাদশা আপন প্রজাদের বিভিন্ন তবকার লোকদিগকে কমপক্ষে বাৎসরিক একবার একই স্থানে সমবেত করার একটা প্রবল আকাংখা দেখা যায়। হজ্বের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

(২) মুছলমানদের উন্নতির ও তরক্কীর জন্য বিভিন্ন দেশের ইছলামী চিন্তাবিদগণ যদি সমষ্টিগতভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে চায় তবে হজ্বের মৌসুমই উহা করিবার জন্য উৎকৃষ্ট সময়।

(৩) ইছলামী মুলুকসমূহের মধ্যে আপোসে একতা ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হজ্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট সময় আর নাই।

(৪) যাহারা ভাষাবিদ বিভিন্ন ভাষভাষীদের মধ্যে সমঝোতা ও পর্যালোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা একমাত্র হজ্বের সময়ই আরবী; পার্সী, উর্দু, তুর্কী, হিন্দী, চীনী, পশতু ইংরেজী ভাষাভাষীদের অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

(৫) সৈনিক জীবন যাহা ইছলামী জীবন ব্যবস্থার বিশেষত্ব, হজ্বের ছফরেই উহা পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। লেবাছে পোশাকে চাল চলন ইত্যাদিতে উহা প্রকাশ পায়।

(৬) যাহারা পুঁজিবাদের বিরোধী এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাইয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাহাদের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং স্কীম সারা বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র

ইছলামের বুনিয়াদী উছুল, নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং জাকাত। সেই সাম্যবাদ তথা সমাজবাদের আসল উদ্দেশ্যকে নেহায়েত সার্থককতার সহিত প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছে।

(৭) সারা বিশ্ব রাজনীতিতে উঁচু নীচু ভেদাভেদজনিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হজ্ব একটি সার্থক এবং চাক্ষুষ আমল যেহেতু আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, হিন্দী আরবী, তুর্কী চীনী ইত্যাদি মানবজাতি একই অবস্থায়, একই বেশভূষায়, একই আমলে, বেশ কিছু সময়ের জন্য একত্রে জীবন যাপন করে।

(৮) জাতীয় সপ্তাহ পালন করিবার জন্য মানুষ কত ব্যবস্থা কত শত প্রচার এবং খরচপত্র করে। কিন্তু মুছলমানদের জন্য জ্বিলহজ্বের প্রথম পনের দিন জাতীয় সপ্তাহ পালনের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, যারজন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা বা প্রোপাগাণ্ডার প্রয়োজনও করে না।

(৯) সারা বিশ্ব মুছলিমের ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ, ভালবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা কায়েম করায় জন্য হজ্বই হইল একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ।

(১০) যাহারা ইছলামের প্রচার ও তাবলীগ করার উৎসাহী তাহারা হজ্বের সময় খুব গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হইবে। স্থানীয় লোকদের উচিত বহিরাগতদের প্রকৃত গুরুত্ব মেহমানদারী হইল তাহাদের মধ্যে দ্বীনী জয্‌বা এবং উৎসাহ পয়দা করা এবং তাহাদের ধর্মীয় দুর্বলতাকে দুর করা, আর বহিরাগতদের উচিৎ তাহারা যেন স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সাহায্য উহাকেই মনে করে যদ্বারা দ্বীনের তরক্কী হয়! এইভাবে সারা বিশ্বে নূতনভাবে দ্বীন চম্‌কিয়া উঠিতে পারে।

(১১) ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে প্রয়োজনের তাকীদের পারস্পরিক সহঅবস্থান ও সহযোগিতার এক অপূর্ব সুযোগ একমাত্র হজ্বের ছফরেই হইয়া থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতার ধাপ ছাড়িয়া উহা ক্রমান্বয়ে ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়।

(১২) মুছলমানদের এজ্‌তেমা এবং সম্মেলন যখন সম্মিলিতভাবে দোয়া এবং কান্নাকাটির রূপ ধারণ করে তখন আল্লার রহমতকে আকর্ষণ করিবার জন্য উহা সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়। আরাফাতের ময়দান উহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

(১৩) পুরানো ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের হেফাজত এবং দর্শন বিশেষ করিয়া আম্বিয়ায়ে কেরামগণের স্মৃতিসমূহ স্বচক্ষে দর্শনের জন্য হজ্বের ছফরই হইল অপূর্ব ব্যবস্থা।

www.BANGLAKITAB.com

(১৪) সামাজিক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সারা বিশ্বের খোঁজ খবর নিবার জন্য হজ্বের চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নাই। যেহেতু যে কোন দেশের শিল্প কলা, আবিষ্কার উৎপন্ন দ্রব্যের এক অভাবনীয় সমাবেশ একমাত্র হজ্বের মৌসুমের হইয়া থাকে।

(১৫) ধর্মীয় এলেম ও হেকমত শিখিবার এবং জানিবার এতবড় সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কেননা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আলেম, জ্ঞানী, গুণীদের হজ্বের ছফরেই হইয়া থাকে অপূর্ব সমাবেশ।

(১৬) সারা জাহানের অলী আবদাল গাওছ কুতুবের এক বিরাট অংশ প্রতি বৎসর হজ্বে আগমন করিয়া থাকেন। তাহাদের ফয়েজ ও বরকত হইতে ফায়েদা হাছিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়।

(১৭) আল্লাহ পাকের মা'ছুম ফেরেশ্‌তা যাহারা সবসময় আরশের চতুর্দিকে তওয়াফ করিতে থাকে বয়তুল্লার তওয়াফকারীদের সহিত তাহাদের মিল হইয়া যায়, আর হাদীছে বর্ণিত আছে, যার যাহার সহিত মিল হইবে তাকে তাহার মধ্যেই গণ্য করা হইবে। কাজেই যেন ফেরেশ্‌তাগণ এক মুহূর্তের জন্য আল্লার নাফরমানী করেনা, তাই তাদের মধ্যে গণ্য হওয়া সহজ সৌভাগ্যের কথা নয়।

(১৮) পূর্ববর্তী উম্মতগণ বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ করাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিত, উহার পরিবর্তে এই উম্মতকে আল্লাহ্ পাক হজ্বের ছফর দান করিয়াছেন। যেখানে যাবতীয় সাজ-সজ্জা এবং বিবির সহিত সহবাস ত দূরের কথা উহার আলোচনাও বর্জন করিতে হয়? কি চমৎকার প্রতিদান।

(১৯) সারা বিশ্বে জাতি ধর্ম নির্বিশেষ আবহমান কাল হইতে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বাৎসরিক মেলার ব্যবস্থা থাকে। উহার জন্য সারা বৎসর আয়োজন চলিতে থাকে। পবিত্র ইছলাম ধর্ম উহার পরিবর্তে হজ্বের ছফর দান করিয়াছে যেখানে নাচগান খেল তামাশার সামগ্রীর পরিবর্তে তওহীদ এবং এশ্‌কে এলাহীর খেল তামাশা হইয়া থাকে।

(২০) হজ্ব ঐ পবিত্র ভূমি সমূহের জেয়ারতের ব্যবস্থা যেখানে লক্ষ লক্ষ আশেকীনে এলাহী মাথা ঠুকিয়া আপন জান কোরবান করিয়া দিয়াছেন।

(২১) হজ্ব একদিকে নিজের চরিত্র গঠনের অপূর্ব সুযোগ, অন্যদিকে আবহাওয়ার পরিবর্তনে সুস্থতার সহায়ক। হাদীছে বর্ণিত আছে 'ছফর কর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যাইবে।'

(২২) হজ্ব ঐ এবাদতের স্মৃতিকে জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা যাহা বাবা আদম হইতে যে কোন ধর্মবিশ্বাসীদের অন্তরে চিরকালই মর্যাদাবান।

(২৩) ইছলামের প্রাথমিক যুগে মুছলমানগণ খুবই দুর্বল এবং হিন-অবস্থায় থাকিয়া অপরিসীম দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল এবং ছফর ও ধৈর্যের চরম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে মক্কা বিজয়ের পর কিভাবে তাহারা উদারতার সহিত শত্রুদেরকে ক্ষমা করিয়া উন্নত আখলাকের সাহায্যে বিশ্ব বিজয়ীর যশ অর্জন করিয়া দুনিয়ার কোণে কোণে ইছলামের আলো পৌঁছাইয়াছিল। হজ্বের ছফরে সেই মহামানবদের কেন্দ্রস্থল মহানগরী মক্কা এবং মদীনার জেয়ারতে পুরানো স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

(২৪) নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরী। দীর্ঘ তিপ্পান্ন বৎসর তিনি বহু ঘাত প্রতিঘাত এবং অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সেখানে কাটাইয়াছেন। আবার মাদীনা হইল তাঁহার হিজরতের কেন্দ্রস্থল, সেখানে তাহার মাজার অবস্থিত। ইছলামের অধিকাংশ হুকুম আহকাম সেখানে অবতীর্ণ হয়। হজ্বের ছফরে ঐ দুই শহরের জিয়ারতে হুজুরের জমানার প্রত্যেকটি ঘটনাকেই জাগাইয়া তোলে।

(২৫) ইছলামের কেন্দ্রভূমির শক্তি বৃদ্ধি এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদের সাহায্য সহযোগিতার স্পৃহা হজ্বের ছফরে অন্তরে জাগরুক হয় এবং ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘদিন যাবত উহা অন্তরে থাকিয়া যায়।

নমুনাস্বরূপ সংক্ষেপে কয়েকটি হেকমতের দিকে ইশারা করা গেল। চিন্তা ফিকির করিলে আরও অনেক রহস্য উৎঘাটিত হইবে। তবে হজ্বের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লার সহিত সম্পর্ক বাড়ানো এবং দুনিয়ার মহব্বত দিল হইতে সরাইয়া দুনিয়ার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হওয়া। পরিশেষে একটি কেচ্ছা বর্ণনা করিয়া এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাইতেছি।

কেচ্ছা ঃ শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রঃ)-এর জনৈক মুরীদ হজ্ব করিয়া যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

তুমি হজ্বের জন্য পাকাপোক্ত এরাদা করিয়াছিলে? মুরীদ বলিল জী হ্যাঁ আমি পাকাপোক্ত এরাদা করিয়াছিলাম।

তিনি বলিলেন, তার সঙ্গে কি তুমি জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত হজ্বের শানের খেলাফ যাবতীয় কার্যকলাপ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছ? আমি বলিলাম, না; আমি ত এইরূপ সংকল্প করিনাই। তিনি বলিলেন

www.BANGLAKITAB.com

তবে ত তুমি হজ্বের জন্য প্রতিজ্ঞাই কর নাই।

তারপর হজরত শায়েখ বলিলেন, তুমি কি এহ্‌রামের সময় শরীরের যাবতীয় কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছিলে? আমি বলিলাম জ্বীহাঁ খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে বিসর্জন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, কই দেই নাই ত; তিনি বলিলেন, তবে তুমি কাপড়ই বা কি খুলিয়াছিলে?

তিনি বলিলেন, তুমি কি পাক-ছাফ হইয়াছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় পাক ছাফ হইয়াছিলাম। তিনি বলেন যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কাজ হইতে পবিত্র হইয়াছিলে বলিয়া মনে হইয়াছিল? আমি বলিলাম এমনটা ত হয় নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি পবিত্রতাই বা কি হাছেল করিয়াছ?

হজরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি লাব্বায়েক পড়িয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম জী-হাঁ লাব্বায়েক পড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে লাব্বায়েকের কোন উত্তর পাইয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আমি ত কোন উত্তর পাই নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি কি লাব্বায়েক বলিয়াছ?

হজরত শিবলী (রঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম, হাঁ প্রবেশ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সেই সময় কি তুমি যাবতীয় হারাম কাজ চিরকালের জন্য না করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এইরূপ ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি হারামেই প্রবেশ কর নাই।

হজরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি মক্কা শরীফের জিয়ারত করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তবে কি তুমি অন্য জগতের জিয়ারত লাভ করিয়াছ? আমি বলিলাম কোথায় আমি ত কোন জগতের সন্ধান পাই নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মক্কার জিয়ারতই কর নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ অনুভব করিয়াছ? আমি বলিলাম, কই না-ত সেইরূপ কোন অনুভব ত হয় নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি কা'বা শরীফের জিয়ারত করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তথায় এমন জিনিস তোমার নজরে আসিয়াছে যার জন্য তুমি ছফর করিয়াছ? আমি বলিলাম আমার ত কিছুই নজরে আসে নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি কা'বা শরীফকে দেখিতেই পাও নাই।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি কি তাওয়াফের মধ্যে রমল করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেই ভাগিবার সময় তুমি কি দুনিয়া হইতে ভাগিতেছ বলিয়া কিছু অনুভব হইল। বলিলাম না, হুজুর! কিছুই ত হইল না। তিনি বলিলেন তবে তুমি রমলও কর নাই।

পুনরায় তিনি বলিলেন তুমি কি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিয়া চুম্বন করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ করিয়াছিলাম। তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তোমার সর্বনাশ হউক" তুমি কি জান যেই ব্যক্তি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিল সে যেন আল্লাহতায়ালার সহিত মোছাফাহা করিল। আর যে আল্লাহর সহিত মোছাফাহা করিল সে যাবতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্তি পাইয়া গেল। আচ্ছা মুক্তির কোন চিহ্ন কি তোমার নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম আমার উপর ত মুক্তির কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। তিনি বলিলেন তবে ত তুমি হাজরে আছওয়াদে হাতই রাখ নাই।

অতঃপর তিনি ফরমাইলেন—তুমি কি মোকামে ইব্রাহীমে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হাঁ পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি কি তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিরাট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মর্যাদার হক আদায় করিয়াছিলে? আমি বলিলাম কিছুইত করি নাই। তিনি বলিলেন তবেত তুমি মোকামে ইব্রাহীমে কোন নামাজই পড় নাই।

অতঃপর হজরত শায়েখ বলিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়ায় দৌড়ের জন্য ছাফা পাহাড়ে উঠিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম হাঁ উঠিয়াছি। তিনি বলিলেন তখন কি করিয়াছিলে? আমি বলিলাম সাতবার তাকবীর বলিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন তোমার তাকবীরের সহিত কি ফেরেশতাগণও তাকবীর বলিয়াছিল এবং তাকবীরের হাকীকত কিছু অনুভব হইয়াছিল কি? আমি আরজ করিলাম কিছুই হয় নাই। তিনি

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন তবে তুমি তাকবীরই ত বল নাই।

তিনি আবার বলিলেন ছাফা পাহাড় হইতে নীচে অবতরণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ করিয়াছি। শায়েখ বলিলেন সেই সময় যাবতীয় রোগ দুর হইয়া তোমার মধ্যে কি পবিত্রতা আসিয়াছিল? আমি বলিলাম, না,। তিনি বলিলেন তবে ত তোমার ছাফা পাহাড়ে উঠা নামা কিছুই হয় নাই।

হজরত শায়েখ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হাঁ দৌড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মাখলুক হইতে ভাগিয়া আল্লাহর নিকট পৌছিলে? আমি বলিলাম কই পৌছি নাই ত। হজরত বলিলেন তবে তোমার দৌড়ই হয় নাই। অতঃপর বলিলেন তুমি কি মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিলে? আমি বলিলাম উঠিয়াছিলাম। শায়েখ বলিলেন সেখানে কি তোমার উপর কোনছকীনা অবতীর্ণ হইয়াছিল? আমি বলিলাম কই না ত। তিনি বলিলেন তবে তুমি মারওয়া পাহাড়েই উঠ নাই।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি মিনা গিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ গিয়াছি। শায়েখ বলিলেন—সেখানে কি গোনাহের সহিত নয় এমন জবরদস্ত আশা পোষণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এমন আশা ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মিনাতেই যাও নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলে. তুমি কি মসজিদে খায়েফে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেখানে কি তোমার উপর আল্লাহর ভয় এত বেশী সঞ্চার হইয়াছিল যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। আমি বলিলাম এমনটাত হয় নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মসজিদে খায়েফেই প্রবেশ কর নাই।

অতঃপর শায়েখ শিবলী বলেন তুমি কি আরাফাতের ময়দানে হাজির হইয়াছ? আমি বলিলাম জী হুজুর হাজির হইয়াছি। তিনি বলিলেন আচ্ছা সেখানে গিয়া তুমি কি এই জিনিসকে চিনিতে পারিয়াছ-যে দুনিয়াতে কেন আসিয়াছ এবং কি করিতেছ আর কোথায় যাইতেছ। আরজ করিলাম না চিনি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি আরাফাতেই যাও নাই। তিনি আবার বলিলেন তুমি কি মোজদালাফায় গিয়াছিলে? বলিলাম গিয়াছি হুজুর বলিলেন সেখানে গিয়া আল্লাহর জিকির এমন ভাবে করিয়াছিলে যে, মন হইতে তখন অন্য সব কিছুর ধ্যান ধারণা মুছিয়া

গিয়াছে? আরজ করিলাম এই রকম জিকির ত হয় নাই। বলিলেন তবে তুমি মোজদালাফায় কি গিয়াছ? আবার জিজ্ঞাসা করিলেন মিনায় গিয়া কি কোরবানী করিয়াছিলে? বলিলাম জী হাঁ করিয়াছি। বলিলেন সেই সময় কি আপন নফ্‌ছকে কোরবানী দিয়াছিলে? বলিলাম না হুজুর করি নাই ত। এরশাদ করিলেন তবে তুমি কোরবানীই ত কর নাই। আবার বলিলেন শয়তানকে পাথর মারিয়াছিলে? বলিলাম, মারিয়াছি। বলিলেন প্রত্যেক পাথর টুকরার সহিত নিজের পুরানো মুর্খতা দুর হইয়া নূতন কোন এলেমের সন্ধান পাইয়াছ কি? আমি বলিলাম কই পাই নাই-ত। বলিলেন আচ্ছা তাওয়াফে জিয়ারত করিয়াছ কি? বলিলাম করিয়াছি। তিনি বলিলেন আল্লাহর তরফ হইতে তোমার কোন ইজ্জত সম্মান করা হইয়াছিল কি? কেননা হাদীছে বর্ণিত আছে, হজ্ব এবং ওমরা করিলে যেন আল্লাহর সহিত জিয়ারত হয় আর যে আল্লাহর সহিত জিয়ারত করে তাহার সম্মান ও একরাম করা হয়। বলিলাম আমি ত কিছুই অনুভব করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি তাওয়াফে জিয়ারতই কর নাই। পুনরায় বলিলেন তুমি এহরাম খুলিয়া হালাল হইয়াছিলে? আমি বলিলাম হইয়াছি। বলিলেন তখন কি অ,জীবন হালাল উপার্জন করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আরজ করিলাম, না। তিনি বলিলেন তবে তুমি হালাল হও নাই। পুনরায় বলিলেন, তাওয়াফুল বেদা (বিদায়ী তাওয়াফ) করিয়াছিলে? আরজ করিলাম জী হুজুর করিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন, তখন কি নিজের শরীর এবং মন সব কিছুকে পুরাপুরি বিদায় দিয়াছিলে? আমি বলিলাম না এমন ত করি নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি তাওয়াফে বেদা ই কর নাই।

তারপর হজরত শায়েখ শিব্‌লী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহে মুরীদকে বলেন, যাও বাবা আবার হজ্ব করিয়া আস এবং আমি যেই ভাবে বিস্তারিত তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ঠিক সেই ভাবে তুমি হজ্ব করিয়া আস।

এত বড় লম্বা কেচ্ছা এই জন্য বর্ণনা করা গেল যে ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে আহলে দিল এবং মারেফতওয়ালারা কিভাবে হজ্ব করিতেন। আল্লাহ্ পাক আপন লুৎফ ও মেহেরবানীর দ্বারা এই ভাবে হজ্ব করিবার সৌভাগ্য এই অধমকে দান করুন। আমীন!

www.BANGLAKITAB.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজ্জের আদব সমূহ

হজ্বের ছফর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারা জীবনে একবারই মাত্র হইয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট অর্থও ব্যয় করিতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত সার্বজনীন ছহীশুদ্ধ কিতাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং উহা বার বার পাঠ করিয়া প্রস্তুতি নেওয়া। ইহাতে সামান্য অবহেলার দরুন জীবনের এই একবার মাত্র করণীয় ফরজও নষ্ট হইবে না আর মোটা অংকের টাকারও অপচয় হইবে না। এই মোবারক ছফরের যাবতীয় আদব লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই এখানে সংক্ষেপে কিছুটা অতীব প্রয়োজনীও আদবের উল্লেখ করা গেল।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন—

"এবং যখন তোমরা হজ্বে এরাদা করিবে তখন যাবতীয় খরচপত্র সঙ্গে লইয়া লও। কেননা সবচেয়ে বড় পরহেজগারী হইল ভিক্ষা করা হইতে নিজেকে রক্ষা করা।

এই আয়াত শরীফে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজ খরচ পত্রের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তাহা হইলে হজ্বে যাইবার যাবতীয় খরচ সঙ্গে লইতে হইবে। কেননা শুধু তাওয়াক্কুল করিয়া রওয়ানা হওয়া সকলের কাজ নহে। হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন কোন লোক আল্লার উপর ভরসা করিয়া হজ্বে রওয়ানা হইত অথচ সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিত, তাহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীছে বর্ণিত আছে কোন কোন লোক পথের সামগ্রী ব্যতীতই হজ্বে রওয়ানা হইত এবং বলিত যে, আমরা হজ্বে যাইতেছি আল্লাহ পাক কি আমাদিগকে খাওয়াইবেন না? তাহার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, যাবতীয় খরচ পত্র লইয়া হজ্বে যাইবে বরং উৎকৃষ্ট পাথেয় হইল জন সম্মুখে আপন চেহারাকে বে-ইজ্জত না করা। অর্থাৎ ভিক্ষা না করা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তাওয়াক্কুল অনেক উঁচু পর্য্যায়ের গুণ তবে মনে রাখিবে উহা কোন মুখে দাবী করার বস্তু নহে। বরং যাহার অন্তর আপন পকেটের পয়সার চেয়ে আল্লার ভাণ্ডারের উপর অধিক আস্থাশীল

তাহার জন্যই তাওয়াক্কুল করা শোভা পায়। আর যে এই পর্য্যায়ে পৌছিতে পারে নাই তাহার জন্য শোভা পায় না। এখানে দুইটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবুকের যুদ্ধে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন চাঁদা দেওয়ার জন্য ছাহাবীদিগকে উৎসাহ দিলেন তখন হজরত আবু বকর ছিদ্দীক তাঁহার সর্বস্ব আনিয়া হুজুরের পদতলে রাখিলেন এবং হুজুর ইহা কবুল করিলেন। অপর এক ব্যক্তি ডিমের মত একটা স্বর্ণের টুকরা আনিয়া খেদমতে পেশ করিয়া আরজ করিল, ইহা দান করা হইল। আমার নিকট ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। হুজুর সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি অপরদিক হইতে সামনে গিয়া আবার আরজ করিল। এইভাবে হুজুর মুখ ফিরাইতে থাকেন আর বারংবার লোকটিও আরজ করিতে থাকে অবশেষে চতুর্থবার হুজুর উহা হাতে লইয়া এতজোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, লোকটার গায়ে লাগে নাই নচেৎ সে জখম হইয়া যাইত। অতঃপর হুজুর এরশাদ করেন যে, কোন কোন লোক প্রথমেই সবকিছু ছদকা করিয়া দেয় ও পরে লোকের নিকট ভিক্ষার হাত বাড়াইয়া দেয়।

(১) عن ابی هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة وضع رجله فى الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وغير مازور واذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك زور غير مبرور - (طبرانى)

"হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যখন হাজী হালাল মাল লইয়া হজ্ব করিতে বাহির হয় এবং ছওয়ারীতে পা রাখিয়া লাব্বায়েক বলে তখন আকাশ হইতে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে যে, হে ভাগ্যবান! তোমার লাব্বায়েক কবুল হইয়াছে তোমার খরচও হালাল তোমার ছওয়ারীও হালাল এবং তোমার উপর কোন বিপদও নাই। আর মানুষ যখন হারাম মাল নিয়া হজ্বে রওয়ানা হয় ও গাড়ী ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া লাব্বায়েক বলে তখন আছমান হইতে ফেরেশ্তা বলে তোমার লাব্বায়েক কবুল হয় নাই যেহেতু তোমার পাথেয় হারাম তোমার ছওয়ারী হারাম তোমার হজ্ব কবুল হয় নাই বরং গোনাহের কারণ।"

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, যে হারাম উপার্জন নিয়া হজ্বে যায় হজ্বকে লেপ্টাইয়া তাহার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যত্র আছে তুমি

www.BANGLAKITAB.com

বিপদের সুসংবাদ লইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন কর। হাদীছে আসিয়াছে হযরত মূছা (আঃ) যখন হজ্ব করিতে যান। ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়িবার সময় আকাশ হইতে শব্দ শুনিতে পান লাব্বায়েকা আবদী, আনা মায়াকা। অর্থাৎ হে আমার বান্দা তোমার লাব্বায়েক কবুল, আমি তোমার সাথে আছি। হজরত জয়নুল আবেদীন যখন এহ্‌রাম বাঁধিয়া লাব্বায়েক বলিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া যায় চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং লাব্বায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে লাব্বায়েক বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি লা লাব্বায়েক উত্তর আসে তখন আমার কি উপায় হইবে?

ফকীহ্‌গণ লিখিয়াছেন মালের মধ্যে ত্রুটি হইলে ফরজ হজ্ব আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু উহা কবুল হইবে না এবং হারাম উপার্জনের পাপ বিভিন্নভাবে তাহার মাথার উপর থাকিবে। এই ব্যাপারে আমরা বড়ই অলসতা করিয়া থাকি এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের বলে অন্যের হক বা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া লই। এবং অনেক সময় এমন অহঙ্কারেও করিয়া থাকি যে কার শক্তি আছে আমার নিকট হক চাহিতে পারে অথবা কোন অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবে কাল কেয়ামতের দিন কাহারও কোন জোড়ি জুড়ি বা শক্তিমত্তার বড়াই চলিবে না। এক দানেক অর্থাৎ মাত্র দুই পয়সা পরিমাণ হকের জন্য সাত শত কবুল হওয়া নামাজ হকদারকে আদায় করিয়া দিতে হইবে। অথচ এতগুলি মাকবুল নামাজ হয়তঃ আমাদের কাহারও আমলনামায় জমাও আছে কিনা সন্দেহ। হুজুরে পাক (ছঃ) একবার বলেন তোমরা কি জান যে গরীব কে? ছাহাবারা বলিলেন, হুজুর যাহার নিকট টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদ নাই আমরা তাহাকেই ত গরীব বলিয়া থাকি। দয়ার নবী বলেন, না; গরীব ত ঐ ব্যক্তি যে প্রচুর পরিমাণ নামাজ, রোজা, ছদকা, খয়রাত ইত্যাদি নিয়া কেয়ামতের দিন হাজির হইবে। কিন্তু দুনিয়াতে কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও অপবাদ দিয়াছিল, কাহারও মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিল, আর কাহাকেও মারিয়াছিল, কেয়ামতের দিন ইহারা সকলেই তাহার নেকীসমূহ বন্টন করিয়া লইয়া যাইবে। নেকী শেষ হইবার পর হকদারদের পাপসমূহ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হুজুর অন্যত্র বলেন একের উপর অন্যের হক থাকিলেই চাই উহা মানইজ্জত নষ্ট করার ব্যাপারে হউক বা অন্য কোন ব্যাপারে হউক সে যেন দুনিয়াতেই মাফ করাইয়া লয়। ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন লোকের হাতে কোন টাকা পয়সা থাকিবে না, যদি কোন নেক আমল থাকে তবে উহা দ্বারা জুলুমের প্রতিদান আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। আর নেক আমল না থাকিলে মাজলুমের গোনাহ জালেমের মাথায় চাপিয়া দেওয়া হইবে। অন্য হাদীছে আছে—যে ব্যক্তি অন্যের অর্ধহাত জমিও অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সেই জমি সাত তবক নীচের জমীন পর্যন্ত তাহার গলায় লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে।

একদিন হুজুরে আকরাম (ছঃ) সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়িতেছিলেন তখন হুজুরের সামনে বেহেশ্‌ত ও দোজখের হাল প্রকাশ হইয়া যায়। হুজুর জাহান্নামের মধ্যে দেখিলেন একটি মেয়েলোককে আজাব দেওয়া হইতেছে। শুধু এই জন্য যে সে একটি বিড়াল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং উহার খাবারের ব্যাপারে সে ত্রুটি করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাকে খোরাকীও দেয় নাই আর স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া খাইবার জন্য ছাড়িয়াও দেয় নাই। (মেশকাত)

একটি হাদীছে হুজুরে পাক এরশাদ করেন সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ঐ ব্যক্তি যে অপরের দুনিয়া বানাইবার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ কেহ কাহারও উপর জুলুম করিল, আর আপনি বন্ধুত্বের খাতিরে জালেমের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহাতে জালেমের এখানে কিছু উপকার হইল সত্য কিন্তু জানিবেন আপনার আখেরাত বরবাদ হইয়া গেল। কাজেই মৃত্যুর পূর্বেই এইরকম গর্হিত কাজ হইতে বাঁচিবার ফিকির করুন। বিশেষতঃ হজ্বের ছফরে যাইবার সময় এইসব বস্তু হইতে পবিত্র হইয়া লউন। কেননা লম্বা ছফর, ফিরিয়া নাও আসিতে পারেন।

(২) عن ابن عباس رض قال كان فلان ردف رسول الله ص يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له رسول الله ص يا بن اخى ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له - (رواه احمد)

হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, আরাফাতের দিন একটা যুবক ছেলে হুজুরের সাথে ছওয়ার ছিলেন। তাহার দৃষ্টি মেয়েদের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র আজ এমন একটি দিন যেই ব্যক্তি এই দিনে আপন চোখ, কান এবং

www.BANGLAKITAB.com

জবানের হেফাজত করিতে পারিবে তাহার ক্ষমা অনিবার্য। হুজুর আরও এরশাদ করেন, কোন বেগানা স্ত্রীলোকের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িয়া গেলে যদি সঙ্গে সঙ্গে নজর ফিরাইয়া লয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন এবাদতের সৌভাগ্য দান করিবেন যাহার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করিবে। অন্য হাদীছে আছে কোন ব্যক্তি যদি বেগানা মেয়েলোকের সহিত একাকী কোন ঘরে থাকে তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান উপস্থিত হয়। (মেশকাত)

হজ্বের ছফরে মেয়েরা না-মহরম পুরুষদের সহিত প্রায়ই ছফর করিয়া থাকে এবং অনেক সময় মহরমের সহিত হইলেও একাকী ঘরে থাকিতে হয়। কাজেই খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন ঐরূপ সুযোগই না আসে।

জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল হুজুর অমুক যুদ্ধে যাইবার জন্য আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী হজ্বে যাইতেছে। হুজুর এরশাদ করেন 'যাও তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্ব করিয়া আস।" এখানে যেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকেও বিবির সহিত হজ্ব করার জন্য পিছাইয়া দেওয়া হয়।

একটি হাদীছে আসিয়াছে মেয়েলোক ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্রই একটা শয়তান তাহার সহিত লাগিয়া যায়। তাহাকে ধোঁকায় ফেলার জন্য এবং অন্য লোককে তাহার দিকে খাহেশের নজরে দেখিবার জন্য সে সবসময় তাক লাগিয়া থাকে। অতএব ছফরে মহরম সঙ্গে থাকা নেহায়েত জরুরী।

হুজুর আকরাম (ছঃ) নির্জন স্থানে অন্য মেয়েলোকের কাছে যাইতে নিষেধ করেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যদি দেবর হয় অর্থাৎ স্বামীর ভাই। হুজুর বলেন দেবরত মৃত্যুর সমতুল্য, অত্যধিক আনাগোনার দরুন সেখানে ত বিপদের আশংকা বেশী। হাদীছে কান চোখ ইত্যাদিকে হেফাজত করার নির্দেশ আসিয়াছে। উহার অর্থ শুধু না-মোহরমকে দেখা বা তার আওয়াজ শুনা নয় বরং গীবত ছোগলখুরী গান-বাজনা ইত্যাদি দেখা বা শুনাও উহার মধ্যে শামিল।

(৩) عن ابن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج قال الشعث التفل فقام اخر فقال يا رسول الله اى الحج افضل قال العج والثج - مشكوة

জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হাজীদের কি শান হওয়া

উচিত ? হুজুর বলেন ময়লা যুক্ত কাপড় এবং পেরেশান চুল হইবে। আবার কেহ জিজ্ঞাসা করিল উত্তম হজ্বের আলামত কি ? হুজুর বলেন যেই হজ্বে বেশী বেশী লাব্বায়েক বলা হয় বেশী বেশী কোরবানী করা হয়।

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হাজীর শান হইল এলোমেলো চুল হওয়া এবং ময়লাযুক্ত কাপড় হওয়া। জাহেরী চাকচিক্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কেননা প্রেমিকের ঐসব জিনিসের প্রয়োজনই বা কি ?

এক সময় জিলহজ্বের আট কি নয় তারিখ। হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছায়েন আহমদ মদনী (রঃ) আমার এখানে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আমি হজরতের সামনে আতরের শিশি পেশ করিলাম। তিনি কিছুটা আতর লইয়া এবং ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন আজ প্রেমিকগণকে আতর ব্যবহার হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে এশকের আগুনে যাহাদের অন্তর দগ্ধ তাহারা মক্কা শরীফ হইতে অনেক দূরে থাকিলেও কল্পনার লজ্জত অনুভব করিতে থাকে। আমি আমার বাবাজানকে দেখিয়াছি জিলহজ্বের প্রথমদিকে তাঁহার জবান হইতে প্রায়ই লাব্বায়েক শব্দ বাহির হইয়া যাইত।

হাদীছের দ্বিতীয় বিষয় হইল লাব্বায়েক জোরে জোরে বলা। হজরত জিব্রাঈল প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাকের এরশাদ শুনাইলেন যে, আপনি আপনার সাথীদেরকে বলুন তাহারা যেন জোরে লাব্বায়েক বলে। কেননা উহা হজ্বের চিহ্ন।

তৃতীয় বিষয় হইল বেশী বেশী করিয়া কোরবানী করা। অবশ্য নেছাবের মালিক না হইলে কোরবানী করা ওয়াজেব নহে, নফল মাত্র। কিন্তু হজ্বের সময় উহার মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং নবীয়ে করীম (ছঃ) হজ্বের মধ্যে একশত উট কোরবানী করেন এবং বলেন এই কোরবানী হজরত ইব্রাহীমের ছুন্নত। কোরবানীর জানোয়ারের প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী লেখা হয়। জবেহ করার সময় প্রথম রক্ত ফোটাতেই কোরবানী করনেওয়ালার যাবতীয় গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। কেয়ামতের দিন জানোয়ারের যাবতীয় গোস্ত রক্তসহ পেশ করা হইবে এবং সত্তরগুণ বেশী ওজন করিয়া মিজানের পাল্লায় রাখা হইবে। হুজুর (ছঃ) নিজের ও উম্মতের তরফ হইতে কোরবানী করেন। তাই উম্মতেরও উচিত যেন হুজুরের তরফ হইতে কোরবানী করেন। হজরত আলী সব সময়

www.BANGLAKITAB.com

হুজুরের পক্ষ হইতে একটা করিয়া ছাগল কোরবানী করিতেন এবং বলিতেন যে হুজুর আমাকে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কাজেই সব সময় ইহা আমি করিতে থাকিব। বাস্তবিকই কোরবানী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় বস্তু। আল্লার প্রিয় নবী ইব্রাহীম (আঃ) বৃদ্ধ বয়সে বড়ই আরজু করিয়া সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। সেই আদরের দুলাল ইছমাইল যখন সবেমাত্র চলাফেরার উপযুক্ত হইলেন তাঁহাকে কোরবানী করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন। বাপ-বেটা এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাসও করিলেন বটে। ছেলের অনুমতি পাইয়া তিনি তীক্ষ্ণ ছুরি পুত্রের গলায় বসাইয়া দিলেন। ওদিক হইতে আকাশ বাতাস স্তম্ভিত করিয়া ঘোষণা করা হইল "কাদ ছাদ্দাকতার রুইয়া "হে বন্ধু ইব্রাহীম! স্বপ্নকে তুমি সত্য পরিণত করাইয়া দেখা লে।" অবশেষে জানোয়ার কোরবানী দ্বারা আশেক মা'শুকের নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিবৎসর সেই তারিখে সেই নাটকের অভিনয়কে তাজা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। তাই আজও প্রেমিকগণ প্রকৃতপক্ষে পশু জবেহ্ করিবার সময় নিজের নফছ্ বরং আওলাদ ফরজন্দকে খোদার রাহে কোরবানী করিতেছেন মনে করিতে হইবে।

হাজের সংক্ষিপ্ত আদব সমূহ

শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের সাথে সাথে কতকগুলি আদাবও নির্দিষ্ট রহিয়াছে। নামাজ হউক, বা রোজা হউক বা হজ্ব হউক, প্রত্যেকটার মধ্যে আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শাহ আবদুল আজীজ (রঃ) তাফছীরে আজীজীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

من تهاون با لادا ب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون با لسنة عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون با لفرائض عوقب بحرمان المعرفة ـ

"যেই ব্যক্তি আদবের মধ্যে অলসতা করে সে ছুন্নত ছাড়িয়া দেওয়ার মছিবতে পতিত হয় আর যে ব্যক্তি ছুন্নতে অলসতা করে সে ফরজ ছাড়িয়া দিবার বিপদে গ্রেপ্তার হয়। আর যে ফরজে অলসতা করে সে আল্লাহর মারফত হইতে বঞ্চিত হয়।

এই জন্যই কোন কোন বিষয়ে অলসতা করিলে শরীয়তে কুফুরের সীমা

পর্যন্ত পোঁছে বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব শরীয়তের যে কোন ছোট ছোট আদব মোস্তাহাবের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। ওজর বশতঃ না করিতে পারিলে ভিন্ন কথা। কিন্তু উহার মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্তরে থাকিবে। অবহেলা করিয়া অথবা ক্ষুদ্র মনে করিয়া কখনও উহা ত্যাগ করিবে না। ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের আহকামের আদব এবং মোস্তাহাব সমূহ নেহায়েত গুরুত্ব সহকারে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত করিয়াছেন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হজ্বের কতগুলি আদাব নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) আল্লাহ পাক যদি কোন ভাগ্যবানকে হজ্বের তওফীক দান করেন, চাই ফরজ হজ্ব হউক অথবা নফল হজ্বের আছবাব পয়দা করিয়া হউক, তাহার উচিত সে যেন খুব শীঘ্র আপন কর্তব্যকে সম্পাদন করিয়া লয়। কারণ হজ্বের ব্যাপারে শয়তান এমন সব অবাস্তব ওজর আপত্তি উপস্থিত করে যদ্দারা মানুষ স্বভাবতই উহাকে টালবাহানা করিয়া পিছাইতে থাকে। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক শয়তানের প্রতিজ্ঞা নকল করিতেছে।

قال فبما اغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ـ

"শয়তান বলিল হে খোদা! যাহার কারণে আপনি আমাকে গোমরাহ করিয়াছেন, আমি কছম খাইয়া বলিতেছি আমি তাদের সোজা পথের মাঝখানে বসিয়া যাইব তারপর আমি তাদের চতুর্দিক হইতে অর্থাৎ ডান দিক হইতে বাম দিক হইতে সামনের দিক হইতে এবং পিছনের দিক হইতে আক্রমণ চালাইব। আপনি তাহাদেরকে অনুগত পাইবেন না।'

সোজা পথ অর্থ দ্বীনের যে কোন রাস্তা হইতে পারে। হজরত এবনে আববাছ (রাঃ) বলেন উহা দ্বারা বিশেষ করিয়া হজ্বের রাস্তাকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কমবখ্ত ইবলিছ মানুষের উপর ছওয়ার হইয়া হজ্ব হইতে ফিরাইবার জন্য বিভিন্ন ওজর আপত্তি সামনে দাঁড় করায়। কেননা সে জানে হজ্বের দ্বারা তাহার যাবতীয় পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে কান্নাকাটি সারা জীবনের গোনাহকে ধুইয়া ফেলে। কাজেই হজ্ব হইতে ফিরাইবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এখন বুঝিতে হইবে যেই সমস্ত বাধা বিপত্তি ওজর আপত্তি সামনে আসিয়া হাজির

www.BANGLAKITAB.com

হয় ঐ সব শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(২) ছফরের পূর্বে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হজ্ব করিব কি না করিব এইজন্য এস্তেখারা নয়, কেননা ফরজ কাজে কোন এস্তেখারার প্রয়োজন নাই। বরং কখন কোন পথে বা কোন জাহাজে এইসব বিষয়ে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হজরত জাবের (রাঃ) বলেন হুজুর আমাদিগকে কোরআনের ছুরার মতই এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এস্তেখারার দোয়া পড়িয়া শুইবে।

(৩) হজ্বের মাছায়েল সমূহ জানিবার চেষ্টা করিবে হজ্বে যাওয়ার পূর্বে রওয়ানা হইবার পর এবং হজ্বের মধ্যে ভাগের যাবতীয় মাছায়েল ছফরের আগেই পড়িয়া লইবে। ওলামাগণও মনযোগ দিয়া পড়িয়া লইবেন। ক্লাসের সময় মাছায়েল জানা ভিন্ন কথা। সময় মত সামনে আসা ভিন্ন ব্যাপার। তবে আলেমগণের সাধারণ ভাবে দেখাই যথেষ্ট। সবচেয়ে উত্তম হইল কোন আলেমের সঙ্গে হজ্বে যাওয়া এবং সময়মত সব জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া। আমার পরামর্শ মত গঙ্গুহী (রঃ) কৃত জুবদাতুল মানাছেক মাওলানা আশেকে এলাহী কৃত জিয়াতুল হারামাইন অথবা মাওলানা ছায়ীদ আহমদ কৃত মোয়াল্লেমুল হুজ্জাজ পড়িতে পারেন। ইহা ছাড়াও যে কোন বিশ্বস্ত আলেমের কিতাব দেখিতে পারেন।

(৪) ছফরের সময় নিয়ত খালেছ আল্লার রেজামন্দী হইতে হইবে। হাজী হওয়ার আগ্রহ বা লোক দেখানো বা দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য একেবারেই বর্জন করিতে হইবে।

(৫) এক বা ততোধিক ছফরের সাথী এমনভাবে তালাশ করিবে যাহারা দ্বীনদার পরহেজগার হয়, পথিমধ্যে এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী হয়। নেক কাজে উৎসাহ দান করে, বিপদে ছবর করিতে বলে দুর্বলতায় সৎসাহস দেয়। তবে সাথী আলেম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছফরের সাথী আত্মীয় না হইয়া অন্য লোক হওয়াই উত্তম। কেননা আপোসে কোন মন কষাকষি হইলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদের সুযোগ যেন না আসিতে পারে। তবে আত্মীয়ের উপর পূর্ণ আস্থা থাকিলে সেও ছফরের সাথী হইতে অসুবিধা নাই।

(৬) হজ্বের জন্য হালাল মাল তালাশ করিবে। সন্দেহ জনক মাল যেমন ঘুষ জুলুম ইত্যাদি মাল সংকারে যাইবে না। যাইলে অবশ্য ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যদিও হজ্ব মাকবুল হইবে না। হাঁ কাহারও

নিকট এইরূপ মাল থাকিলে ওলামারা তাহার জন্ম এই ছুরত লিখিয়াছেন যে সে কর্জ লইয়া হজ্ব করিবে। পরে ঐ মাল দিয়া পরিশোধ করিবে।

(৭) পিছনের জীবনের যাবতীয় গোনাহ হইতে তওবা করিয়া লইবে। কাহারও উপর জুলুম করিয়া থাকিলে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। মেলামেশার লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কাহারও কর্জ থাকিলে আদায় করিয়া যাইবে অথবা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। পরের আমানত থাকিলে উহা আদায় করিয়া যাইবে অথবা তাহার অনুমতি লইয়া আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। বিবি বাচ্চা যাহাদের হক তাহার উপর ফিরিয়া আসা পর্যন্ত উহাদের যাবতীয় খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে।

(৮) হালাল মাল হইতে প্রয়োজন পরিমাণ টাকা পয়সা সঙ্গে লইবে বরং কিছু বেশী করিয়া লইবে যদ্দারা সেখানের গরীবদের সাহায্য এবং প্রয়োজন বোধে অন্য লোকেরও কিছুটা মেহমানদারী করা যায়।

( ) ছফর শুরু করিবার পূর্বে দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে। প্রথম রাকাতে কুলইয়া ও দ্বিতীয় রাকাতে কুলহুয়াল্লাহু পড়িবে। উত্তম হল ঘরে দুই রাকাত পড়া ও মহল্লার মসজিদে দুই রাকাত পড়া

(১০) বাহির হইবার পূর্বে এবং বাহির হইবার পরে কিছু ছদকা খয়রাত করিবে এবং সাধ্যানুসারে করিতে থাকিবে। কেননা বলা মছিবত দুর করার ব্যাপারে ছদকার বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে, ছদকা আল্লাহর ঘোষণাকে থামাইয়া দেয় এবং অপমৃত্যু হইতে হেফাজত করে। অন্যত্র আছে যে ব্যক্তি কাহাকেও কাপড় পরাইল, যতদিন পর্যন্ত তাহার শরীরে কাপড় থাকিবে ততদিন পর্যন্ত দাতা আল্লার হেফাজতে থাকিবে। (মেশকাত)

(১১) ঘর হইতে বাহির হইবার সময় খাছ খাছ মছনুন দোয়া সমূহ পড়িয়া লইবে। উত্তম হইল দোয়ার কোন কিতাব খরিদ করিয়া লইবে।

(১২) রওয়ানা হইবার সময় বন্ধুবান্ধবদের সহিত মোলাকাত করিয়া বিদায় লইবে ও তাহাদের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিবে। হাদীছের মর্মানুসারে এই দোয়া তাহার ছফরে সাহায্যকারী হইবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়িবে—

استودع الله دينكم و اما نتكم و اخوا تيم اعما لكم -

(১৩) ঘরের দরওয়াজা দিয়া বাহির হইবার সময় এই দোয়া পড়িবে—

বিছমিল্লাহে তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে, লা-হাওলা অ-লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

www.BANGLAKITAB.com

এই দোয়া পড়িলে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তুমি সঠিক ভাবে মকছুদে পৌঁছিবে, পথে তুমি হেফাজতে থাকিবে এবং শয়তান হইতেও হেফাজতে থাকিবে।

(.৪) কাফেলার মধ্যে একজন জ্ঞানী-গুণী দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তিকে আমীর বানাইয়া লইবে। কোরেশী হইলে সবচেয়ে ভাল। হুজুর এরশাদ করেন তিন ব্যক্তি একত্রে ছফর করিলে এক ব্যক্তিকে আমীর বানাইয়া লইবে।" যে আমীর বলিবে সাথীদের সুখশান্তি এবং ছামান পাত্রের হেফাজত ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(১৫) বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় ছফর শুরু করিবে। কেননা হুজুর (ছঃ) ঐ সময় ছফর করাকে পছন্দ করিতেন। এবং অধিকাংশ সময় দিনের প্রথম ভাগে কাফেলাকে রওয়ানা করিতেন। ছখর নামীয় এক ব্যক্তি ব্যবসায়ী ছিল। হুজুরের অভ্যাস মোতাবেক সেও আপন তেজারতের মাল সকাল বেলায় রওয়ানা করিত ইহাতে তাহার বেশ লাভ হইত।

(.৬) উটের পিঠের ছফর নিজের এখতিয়ার ভুক্ত হইলে রাত্রের কিছু অংশ এবং ফজরের কিছু অংশ চলাচলে কাটাইবে এবং দিনে মনজিল করিবে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন রাত্রে ছফর। কেননা রাত্রে জমীনকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ সকাল সকাল পথ শেষ হইয়া যায়।

মঞ্জিলে উঠানামা করিতে, গাড়ীতে ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে মাছনুন দোয়া সমূহ গুরুত্ব সহকারে পড়িবে।

(১৭) কোন জায়গায় অবতরণ করিলে সেখানে একাকী চলিবে না কারণ অপরিচিত স্থানে অনেক প্রকার বিপদের আশংকা থাকে। এবং রাত্রে বিশেষ করিয়া দুই একজনকে সব সময়ের জন্য পাহারায় নিযুক্ত রাখিবে। কেননা হুজুরের আদত শরীফও ঐ রকম ছিল। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন আমার বাবাজান প্রায়ই কেচ্ছা শুনাইতেন যে দাদা মরহুম অধিকাংশ সময় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিয়া বলিতেন. যে আল্লাহ পাকের কতবড় এহছান যে আমাদের ঘরে সারা রাত কেহ না কেহ এবাদতে মশগুল থাকে। ছুরত এই ছিল যে বাবাজানের কিতাব দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধেক রাত্রি হইয়া যাইত তখন দাদা মরহুম তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য ঘুম হইতে উঠিতেন ও বাবাজানকে বলিতেন ইয়াহ্ইয়া এখন শুইয়া পড়। বাধ্য হইয়া তিনি শুইয়া পড়িতেন ও দাদাজান নামাজে দাঁড়াইতেন

রাত্রির কিছুটা অংশ থাকিতে ছুন্নত হিসাবে কিছুটা আরাম করিবার জন্য জাগাইয়া নিজে কিছুটা আরাম করিতেন। তিনি ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদে মশগুল থাকিতেন। তবে আফছোছ নিজের বুজুর্গদের মোবারক অভ্যাস হইতে কিছুমাত্র অংশও গ্রহণ করিলাম না।

(১৮) ছফরের সময় উপরের দিকে উঠিতে তিনবার আল্লাহু আকবার বলা এবং নীচের দিকে নামিতে তিনবার ছোবহানাল্লাহ বলা সব চেয়ে উত্তম। ছফরে কোন ভয়ভীতির সঞ্চার হইলে—ছোব্হানাল মালেকিল কুদ্দুছ রাব্বিল মালায়েকাতে অররূহ পড়া উত্তম এবং পরীক্ষিত।

(১৯) কষ্ট ব্যতীত সম্ভব হইলে পায়দল হজ্ব করাই ভাল। তবে ছওয়ারীতে চলিলেও মাঝে মাঝে পায়দল চলিবে। বুজুর্গানদের অভ্যাস ছিল কোথাও আছরের জন্য অবতরণ করিলে মাগরিব পর্যন্ত সময় পায়দল চলিতেন। কারণ ইহাতে সময়ও কম গরমও থাকে না, আবার অন্ধকারও থাকে না। খাছ করিয়া মক্কা হইতে আরাফাত পর্যন্ত সম্ভব হইলে পায়দলই চলিতে থাকিবে যেহেতু এখানে প্রতিকদমে সাতশত নেকী, আর এক এক নেকী হারাম শরীফে এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য আবার ছওয়ারীতে গেলে অনেক সময় বাধ্য হইয়া কিছু কিছু মোস্তাহাবও ছুটিয়া যায়।

(২০) ছওয়ারীর জানোয়ারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সাধ্যের বাহিরে তাহার উপর বোঝা চাপাইবে না। আগেকার বুজুর্গগণ ছওয়ারীর পিঠে লম্বা হইয়া শোওয়া হইতেও বাঁচিয়া থাকিতেন উহাতে নাকি বোঝা ভারী হইয়া যায়।

(২১) ওলামাগণ লিখিয়াছেন, পশুপক্ষীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার বিষয়ও কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হইবে। হজরত আবু দারদা (রাঃ) এন্তেকালের সময় উটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ কেয়ামতের দিন দরবারে এলাহীতে আমার বিরুদ্ধে ঝগড়া করিবে না। কেননা শক্তির বাহির তোমার থেকে আমি কোন কাজ নেই নাই।" হুজুরের অভ্যাস ছিল এস্তেঞ্জার সময় কোন বাগানে অথবা গাছের আড়ালে গিয়া বসিতেন। একদিন একটি বাগানে যাওয়া মাত্র একটি উট হুজুরকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, হুজুর তাহার নিকট গেলেন এবং তাহার কানের গোড়ালীর মধ্যে হাত রাখিয়া বলিলেন এই উটটি কার? জনৈক যুবক আনছারী হাজির হইয়া বলিল হুজুর ইহা আমার। হুজুর বলিলেন এই উট তোমার

www.BANGLAKITAB.com

বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে যে, তুমি তাহার দ্বারা কাজ বেশী লও অথচ তাহাকে খোরাকী কম দাও। (আবু দাউদ)

(২২) গাড়ী ঘোড়ার যে মালিক তার হকের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। যতটুকু মাল যত টাকা কেরায়ার উপর নির্দিষ্ট হইয়াছে উহার বেশী মাল লওয়া জায়েজ নাই। এইভাবে রেলগাড়ী ইত্যাদিতেও চুরি চাপ্‌টামী করিয়া ভাড়া ব্যতীত বেআইনী মাল লইয়া যাওয়া নাজায়েজ। এইসব ব্যাপারে আগেকার বুজুর্গদের ঘটনাবলী বিশ্বাস করিতেও কষ্ট হয়। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক এক সময় ছফরে যাইতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি আসিয়া অনুরোধ করিলেন হুজুর আমার এই চিঠিটা নিয়া যান। তিনি বলিলেন আমি উটের মালিককে আমার যাবতীয় মাল দেখাইয়া লইয়াছি। এখন মালিকের অনুমতি ব্যতীত কি করিয়া নিতে পারি? অন্য এক মোহাদ্দেছ আলী বিন মা'বদ কেরায়ার ঘরের মাটি দ্বারা চিঠি শুকাইয়াছিলেন ইহাতে স্বল্পযোগে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(২৩) জাঁকজমক এবং রংচং এর পরিচ্ছেদ পুরা ছফরেই বর্জন করিবে। কেননা ইহা আশেকানা ছফর, মা'শুকানা ছফর নয়। পাগল প্রেমিকের জন্য সাজ-সজ্জা শোভা পায়না। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হাজী দিগকে দেখিয় বলিতেন মুছাফেরের সংখ্যা বাড়িতেছে আর হাজীদের সংখ্যা কমিতেছে। সাধারণ পোশাকে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, হাঁ এই ব্যক্তি হাজীদের মধ্যে শামিল। (এত্‌হাফ)

(২৪) ছফরে যাবতীয় খরচ খোলামনে সন্তুষ্টচিত্তে খরচ করিবে। এই মোবারক ছফরে সংকীর্ণ মন নিয়া কোন খরচই করিবে না। ইহার অর্থ এই নয় যে এছরাফ অর্থাৎ অতিরিক্ত খরচকে এছরাফ বলা হয়। বরং অবৈধ স্থানে খরচ করাকে এছরাফ বলা হয়। মক্কা শরীফের কুলি, মজদুর, গাড়ী বা উটওয়ালা ঘরের কেরায়া ইত্যাদিতে যাহা খরচ করিবে উহাতে সেখানের অধিবাসীদের সাহায্যের নিয়ত থাকিলে কোন খরচই আর বোঝা মনে হইবে না

(২৫) যথাসম্ভব ঘুষ দেওয়া হইতে আত্মারক্ষা করিয়া চলিবে। ভীষণ মজবুরী না হইলে ঘুষ দিবেনা কেননা ঘুষ দেওয়া হারাম এমন কি কোন কোন আলেমগণ লিখিয়াছে টেক্স দেওয়ার দরুন নফল হজ্ব ছাড়িয়া দেওয়া উত্তম। কারণ টেক্স দিলে জালেমদের সাহায্য করা হয়।

(২৬) এই ছফরে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহাস্য বদনে সহ্য করিবে। না

শোকরী এবং বেছবরী যেন প্রকাশ না পায়। উলামারা লিখিয়াছেন হজ্বের ছফরে শারীরিক কোন কষ্ট হইলে উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করার সমকক্ষ। কারণ মাল খরচ করা মালী ছদকা আর কষ্ট পাওয়া জানেরছদকা।

(২৭) গোনাহ হইতে বাঁচিবার জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করিবে আল্লাহ পাক খাছ্‌ করিয়া বলিয়াছেন যে হজ্ব করিতে যাইবে সে কঠোর ভাবে ফাহেসা কথা, কাজ, অন্যায় আচরণ ঝগড়া ফাছাদ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ঐ পর্যন্ত খোদার কাছে পৌঁছান যায় না যেই পর্যন্ত লজ্জত ভোগ বিলাসিতা এবং সহজ বস্তু সমূহ ত্যাগ না করিবে। আগেকার উম্মতেরা যাবতীয় ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়া বৈরাগী হইয়া যাইত। উহার বদলেই ত হজ্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বিবির সঙ্গে সহবাস পর্যন্ত না জায়েজ করা হইয়াছে।

(২৮) খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অনেক হাজী ছফরের পরিশ্রম এবং অলসতা বশতঃ নামাজে ত্রুটি করে। ইহা মারাত্মক গোনাহের কাজ। আলেমগণ লিখিয়াছেন রাত্রে ছফর করিয়া শেষ রাত্রে মন্‌জিল করিলে লম্বা সটান হইয়া শুইবেনা বরং উভয় কনুই খাড়া করিয়া উহার উপর টেক লাগাইয়া শুইবে, কারণ চিৎ হইয়া শুইলে ফজরের নামাজ নষ্ট হইবার আশংকা বেশী থাকে। ওদিকে নামাজের ফজীলত হজ্বের ফজীলতের চেয়েও বেশী। ওলামাগণ লিখিয়াছেন হজ্বের ছফরে যদি রাস্তায় এমন কোন ব্যাপার ঘটে যে নামাজ পড়ার সময় পাওয়া যায় না তবে তাহার উপর হজ্বও আর ফরজ থাকে না। আবুল কাছেম হাকীম বলেন কোন ব্যক্তি জেহাদে যাইয়া যদি এক ওয়াক্ত নামাজ ও নষ্ট করে তবে একশত জেহাদে শরীক হইলে উহার কাফ্‌ফারা হইতে পারে।

আবুবকর ওররাক (রঃ) যখন হজ্বে যাইতেছিলেন তখন একমাত্র এক মঞ্জিল পৌঁছিয়া বলিলেন আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দাও। কেননা আমি একটি মঞ্জিলেই সাতশত কবীরা গোনাহ করিয়া ফেলিয়াছি। ওলামাগণ এই বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত যে এত বড় বজুর্গের দ্বারা এক মঞ্জিলে সাতশত কবীরা গোনাহ হওয়া কি করিয়া সম্ভব যাহা একজন সাধারণ ফাছেকের দ্বারা হওয়াটাও অস্বাভাবিক। অন্য কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন তাঁহার জামাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ফওত হইয়া গিয়াছিল। শরহে লোবাবে হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জমাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়িয়া দিল সে যেন সাতশত কবীরা গোনাহ করিল। সম্ভবত: সেই বুজুর্গ এই হাদীছ পাইয়াছেন। অবশ্য প্রচলিত মশহুর কোন কিতাবে এই হাদীছ

www.BANGLAKITAB.com

পাওয়া যায় না। তদুপরি শায়েখের হজ্বও সম্ভবতঃ নফল হজ্ব ছিল।

(২৯) সমস্ত হুফর বিপুল উদ্দীপনার সহিত পাগল প্রেমিকের মত কাটাইবে। মনে করিতে হইবে আমি আল্লার দরবারে যাইতেছি। যেমন কোন শাহেনশাহ্‌ রাজাধিরাজ একটা দরবারের ব্যবস্থা করিল এবং সৌভাগ্য বশতঃ আমার নামেও দাওয়াত কার্ড আসিয়াছে।

مری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے
قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں

"কাহারও করুণার অছিলায় আমার উপস্থিতি এবং কেহ উঠাইয়াছে পরই এই কদম উঠিয়াছে।

আল্লাহ পাকের জাতের নিকট এই আশা-পোষণ করিবে যে, দুনিয়াতে যেমন তিনি নিজের ঘরের জিয়ারত দ্বারা আমাকে ভাগ্যবান করিয়াছেন তদ্রূপ আখেরাতেও আপন দীদারের দৌলত হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

(৩০) নিজের প্রতিটি এবাদত মাওলার দরবারে কবুল হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যেমন প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে গিয়া মনে করে যে আমার গোণাহ মাফ হয় নাই সে বহুত বড় পাপী। তবে নিজের দুর্বলতার দরুণ আমল কবুল হইয়াছে কিনা সেই বিষয় ভয়ও রাখিতে হইবে। এবনে আবি মালীকা বলেন আমি প্রায় ত্রিশজন ছাহাবীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছি, প্রত্যেকেই নিজে মোনাফেক কিনা এই ভয়ে কম্পিত থাকিতেন। (বোখারী)

অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিতেন যে আমাদের বাতেনী আমল জাহেরী আমলের মত সুন্দর নয়। কাজেই আমার মোনাফেক হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একব্যক্তি ছওয়াবের আশায় জেহাদ করে আবার একটু সুনামের আকাংখ্যাও করে। হুজুর এরশাদ করেন সে কোন ছওয়াব পাইবে না। লোকটি কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিল হুজুরও কয়েকবার উত্তর দিলেন। অতঃপর হুজুর ফরমাইলেন যেই আমল খালেছ তাঁহারই জন্য করা হয় আল্লাহ পাক শুধুমাত্র তাহাই কবুল করিয়া থাকেন।

হজরত শফী একজন তাবেয়ী ছিলেন। এক সময় মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হইয়া দেখিলেন যে এক বুজুর্গের নিকট লোকজনের বেশ ভিড় জমিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উনি হজরত

আবু হোরায়রা (রাঃ)। হজরত শফী তাঁহার নিকট গমন করিয়া আরজ করিলেন, হুজুর! আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীছ জানিতে চাই যাহা আপনি হুজুরের নিকট হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ-হাঁ আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হুজুর (ছঃ)-এর নিকট হইতে ভাল করিয়া জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি এই বলিয়া তিনি চীৎকার মারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যদ্বারা তিনি প্রায় বেহুশ হইয়া গেলেন। ক্ষণেক পর যখন তাঁহার একটু হুশ হইল তখন বলিলেন, তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাইতেছি যাহা আমি এই ঘরে হুজুরের নিকট শুনিয়াছি, তখন আমি আর হুজুর ছিলাম, অন্য কেহ তথায় ছিল না। এই বলিয়া তিনি সজোরে চীৎকার মারিয়া আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রায় বেহুশ হইয়া গেলেন। একটু পরে তিনি যখন খানিকটা শান্ত হইলেন তখন মুখ মুছিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁ তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি এই ঘরে হুজুরের নিকট শুনিয়াছি তখন আমি এবং হুজুর ব্যতীত অন্য কেহ তথায় ছিল না। এই বলিয়া তিনি জোরে এক চীৎকার মারিলেন যে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমি অনেকক্ষণ যাবত তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর যখন তাঁহার হুশ হইল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক হিসাব কিতাব লইতে শুরু করিবেন। তখন সমস্ত হাশরবাসী ভয়ে নতজানু হইয়া থাকিবে। সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে ডাকা হইবে। প্রথম হাফেজে কোরান, দ্বিতীয় মোজাহেদ, তৃতীয় মালদার। সর্বপ্রথম হাফেজে কোরানকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি তোমাকে এমন নেয়ামত দান করিয়াছি যাহা আমি নবীর উপর অবতীর্ণ করিয়াছি। সে আরজ করিবে নিশ্চয় উহা আপনার বহুত বড় নেয়ামত ছিল। আল্লাহ পাক বলিবেন তুমি উহাতে কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে আমি সকাল বিকাল উহার তেলাওয়াতে লিপ্ত ছিলাম। আল্লাহ পাক বলিবেন তুমি মিথ্যাবাদী, এই কথা শুনিয়া ফেরেশতারাও বলিয়া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি ঐ সব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে বলিবে অমুক বড় বিখ্যাত ক্বারী। কাজেই তোমার সেই আশা ত পূর্ণ হইয়াছে। লোকে তোমাকে ক্বারী এবং হাফেজ বলিয়াছে। তারপর মালদার ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলা হইবে আমি তোমাকে অনেক ধন-রত্ন দিয়াছি

www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে তুমি কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেনা, সে বলিবে নিশ্চয় আপনি আমাকে মালদার করিয়াছিলেন। এরশাদ হইবে তুমি তাহার কি হক আদায় করিয়াছ? সে বলিবে আমি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি, ছদকা খয়রাত করিয়াছি, বলা হইবে যে তুমি মিথ্যাবাদী এবং ফেরেশতারাও বলিয়া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করিবেন যে ঐ সব তুমি এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বলিবে অমুক বড় দাতা, সুতরাং সেটাত বলা হইয়াছে। অতঃপর মোজাহেদকে বলা হইবে যে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে হে খোদা! তুমি জেহাদের হুকুম করিয়াছ কাজেই আমি তোমার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছি ও প্রাণ বিসর্জন দিয়াছি। এরশাদ হইবে মিথ্যা বলিতেছ ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে লোকটি মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী। এরশাদ হইবে তুমি ঐ সব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে, সেটাত বলা হইয়াছে। তারপর হুজুরে আকরাম (ছঃ) হজরত আবু হোরায়রার হাটুতে হাত রাখিয়া বলিলেন এই ব্যক্তি দ্বারাই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনকে তেজ দেওয়া হইবে।

এই হাদীছ শুনিয়া হজরত শফী আমীরে মোয়াবিয়ার নিকট গিয়া পুরা হাদীছ বর্ণনা করেন। হজরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন যখন ঐ তিন জনের অবস্থা এইরূপ হইবে তখন খোদা জানেন অন্যান্যদের অবস্থা কিরূপ হইবে। এই কথা বলিয়া হজরত মোয়াবিয়া এত বেশী কাঁদিলেন যে লোকে দেখিয়া মনে করিল যে এই কান্নায় তিনি মরিয়াই যাইবেন। অনেকক্ষণ পর যখন তাঁহার হুশ হইল তখন ফরমাইলেন, আল্লাহ পাক সত্য বলিয়াছেন এবং তদীয় রাছুলও সত্য বলিয়াছেন, অতঃপর হজরত আমীরে মোয়াবিয়া কোরান শরীফের এই আয়াত পাঠ করিলেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ
اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ
لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

অর্থাৎ "যাহারা নেক আমলের দ্বারা) শুধু দুনিয়া এবং উহার সুখ শান্তি চায় আমি তাহাদের আমলের পরিবর্তে দুনিয়াতেই সব কিছুর ব্যবস্থা করিয়া থাকি বরং উহাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করা হয় না। এবং পরকালে তাহাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তাহারা দুনিয়াতে যাহা কিছু করিয়াছিল বদ নিয়তের দরুন আখেরাতে ঐ সব কোন কাজেই আসিবে না।'

যখন অবস্থা এই, তখন নিজের যে কোন আমলের উপর দাবী করা যে ইহা শুধু আল্লার জন্য বড়ই কঠিন ব্যাপার হাঁ আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা যদি কবুল করেন তবে উহা তাঁহার রহমতের কাছে খুবই সহজ।

একদা হুজুরে পাক (ছঃ) জনৈক যুবক ছাহাবীকে রোগ শয্যায় দেখিতে গেলেন। তিনি মৃত্যুর সন্নিকট ছিলেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি অবস্থা? সে বলিল, হুজুর! আল্লার রহমতের আশা রাখি এবং আপন গোনাহের জন্য ভয় করিতেছি। হুজুর এরশাদ করেন এই অন্তিম অবস্থায় যাহার অন্তরে এই দুইটি জিনিস আসিবে আল্লাহ পাক তাঁহাকে যেই জিনিস চায় উহা দান করিবেন এবং যেই জিনিসকে ভয় করেন উহা হইতে নাজাত দিবেন।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন কেয়ামতের দিন যদি ঘোষণা করা হয় যে একটি মাত্র লোককে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে বাকী সব জাহান্নামী হইবে তখন আমি আল্লার রহমতের উপর ভরসা করিয়া মনে করিব যে আমিই একমাত্র সেই ব্যক্তি, যে নাজাত পাইবে। আর যদি ঘোষণা করা হয় যে একটি মাত্র লোককে দোজখে পাঠাইয়া বাকী সবাইকে জান্নাতে পাঠানো হইবে তখন আমার ভয় হইবে যে একমাত্র আমিই সেই জাহান্নামী ব্যক্তি।

হজরত আলী (রাঃ) আপন ছেলেকে এরশাদ করেন যে বাবা! আল্লাহ পাককে এমন ভাবে ভয় করিবে যদি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের নেকী নিয়াও তুমি হাজির হও তবুও হয়ত উহা কবুল হইবে না, আর এমনভাবে আশা রাখ যে যদি সমস্ত দুনিয়ার পাপ একত্রে লইয়াও গমন কর তবুও মনে

www.BANGLAKITAB.com

করিবে যে তিনি মাফ করিয়া দিবেন।

এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আদাবের বর্ণনা দেওয়া হইল। ইনশা-ল্লাহ 'জিয়ারতে মদীনার বর্ণনা ও কিছু আদাব বর্ণিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মক্কা শরীফ এবং কা'বা শরীফের ফজীলত

মক্কা শরীফ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের কোরান ও হাদীছে বহু ফাজায়লে বর্ণিত আছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ফজীলতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ -

নিশ্চয় মানুষের এবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যেই ঘর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে উহা মক্কা শরীফে অবস্থিত উহা বড়ই বরকতের স্থান এবং সমগ্র দুনিয়া বাসীর জন্য হেদায়েতের বস্তু।

হজরত আলী বলেন অনেক ঘর বায়তুল্লার পূর্বেও ছিল কিন্তু বায়তুল্লা হইল এবাদতের জন্য প্রথম ঘর। বিভিন্ন ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে সারা দুনিয়ার বুকে কা'বা শরীফের এই স্থানটুকু জল বুদবুদের মত ছিল। উহাকেই ক্রমাগত প্রশস্ত করিয়া সারা বিশ্বের ভূখণ্ডকে তৈয়ার করা হইয়াছে। যেমন আটার খামীরকে প্রশস্ত করিয়া রুটি তৈয়ার করা হয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ইহুদীদের দাবী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাছ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শহর। কেননা উহা বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের আবাস স্থল ছিল। উহার প্রতিউত্তরে আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ -

"মক্কা শরীফে বহু নিদর্শন রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি হইল মাকামে ইব্রাহীম" মাকামে ইব্রাহীম একটি পাথরের নাম যাহার উপর দাঁড়াইয়া হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ তৈয়ার করেন, সেই পাথরের উপর তাঁহার পায়ের চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছিল। সেই পাথর কা'বা শরীফের

সংলগ্ন একটি গুম্বুজে সংরক্ষিত আছে, উহাকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়। মোজাহেদ বলেন সেই পাথরে কদমের চিহ্ন হওয়াই একটি প্রকাশ্য নিদর্শন।

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا -

'এবং যেই ব্যক্তি হারামের সীমায় প্রবেশ করিবে সে আল্লাহ্‌র হেফাজতে আসিয়া যাইবে।

হারাম শরীফ দুই কারণে হেফাজতের স্থান। প্রথমত সেখানে নামাজ এবং হজ্ব করিলে জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি হারাম শরীফের বাহিরে কাহাকেও হত্যা করিয়া হারাম শরীফে প্রবেশ করিলে তাহাকে হারামের ভিতর হত্যা করা হইবে না। তবে তাহার খানা পিনা বন্ধ করিয়া হারাম শরীফ হইতে বাহির হইবার জন্য তাহাকে বাধ্য করা হইবে। হজরত ওমর বলেন আমি যদি আমার পিতার হত্যাকারীকেও হারামের মধ্যে পাই তবুও তাহার গায়ে হাত রাখিব না। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেন আমি যদি আমার পিতা ওমরের হত্যাকারীকেও পাই তবুও তাহাকে কোন প্রকার হামলা করিব না।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا -

এবং সে সময়টাও উল্লেখযোগ্য যখন আমি বায়তুল্লাহকে মানুষের কেন্দ্র স্থল বানাইয়াছি এবং শান্তি ও হেফাজতের ঘর বানাইয়াছি।

কেন্দ্রস্থল বানাইবার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ কেবলা বানাইয়াছি। যেহেতু সেইদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে হয়। দ্বিতীয়তঃ হজ্বের মৌছুমে চতুর্দিক হইতে সেইদিকে লোক আগমন করে। ইহাও হইতে পারে যে "মাছাবাতান" শব্দ ছওয়াব হইতে লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহা ছওয়াবের স্থান কেননা উহার একটি নেকী একলক্ষ নেকীর সমান। এবনে আব্বাছ বলেন অর্থ হইল উহা দ্বারা মনের আশা পুরা মিটেনা, একবার আসিলে বারংবার সেই দিকে আসিতে মন চায়।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

"এবং ঐ সময়টুকুও স্মরণ করিবার যোগ্য যখন হজরত ইব্রাহীম বায়-

www.BANGLAKITAB.com

তুল্লার দেওয়াল খাড়া করিতেছিলেন এবং হজরত ইছমাইল তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। এবং পিতা-পুত্র এই প্রার্থনা করিতেছিলেন হে আমাদের প্রভু! আমাদের খেদমত তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছু শুন এবং কাহার অন্তরে কি আছে সবকিছু জান।

কা'বা শরীফ কে তৈয়ার করেন

কোরআন শরীফ দ্বারা প্রমানিত হয় যে বায়তুল্লাহ শরীফ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ঐ ঘর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে যাহা বানাইবার আদেশ করেন স্বয়ং পরওয়ার দিগার। নকশা তৈরীর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন হজরত জিব্রাইল, হজরত ইব্রাহীমের মত বড় পয়গাম্বর হইলেন উহার রাজমিস্ত্রী আর যোগালী হইলেন হজরত ইছমাইল জবিহুল্লাহ। আল্লাহ আকবর। সেই ঘর কত বড় আজমতের অধিকারী। ইব্নে ছায়াদ রেওয়ায়েত করেন হজরত ইব্রাহীমের বয়স ছিল একশত বৎসর আর ইছমাইলের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। কা'বা শরীফ কে প্রথম এবং কে পরে তৈয়ার করেন উহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে সর্বপ্রথম তৈয়ার করেন ফেরেশ্তাগণ এবং তাহা হইল হজরত আদম (আঃ) এর জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম তৈরী আল্লাহ পাকের হুকুম "কুন" শব্দ দ্বারা হয় যেখানে ফেরেশ্তাদেরও কোন দখল ছিল না।

(২) হজরত আদম (আঃ) তৈয়ার করেন। বর্ণিত আছে যে লবনান, তুরে সীনা, তুরে জী-তা জুদী হেরা এই পাঁচটি পাহাড়ের পাথরের সমন্বয়ে হজরত আদম (আঃ) উহাকে তৈয়ার করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আগে ভিত্তির অংশ রাখিয়াছিলেন হজরত আদম। তার উপর আছমান হইতে বায়তুল মামুরকে রাখা হইয়াছে। অতঃপর হজরত আদমের এন্তেকালের পর অথবা নূহের তুফানের সময় উহা আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হয়।

(৩) বলা হয় যে আদমের বেটা শীস (আঃ) উহা তৈয়ার করেন।

(৪) হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোরানের দ্বারা প্রমাণিত। বলা হয় উক্ত ভিত্তি নয়গজ উঁচু, ত্রিশ গজ লম্বা এবং তৈইশ গজ চওড়া ছিল। তখন কোন ছাদ ছিল না, ভিতরে একটি কুয়া ছিল। কা'বা শরীফের নামে মানত করা বস্তুসমূহ তথায়

নিক্ষেপ করা হইত।

(৫) আমালেকা গোত্র পঞ্চম বারে ও (৬) জোরহাম গোত্র ষষ্ঠবারে তৈয়ার করেন। তাহারা হজরত নূহের বংশধর ছিল। (৭) হুজুরের পঞ্চম পুরুষ পূর্বের দাদা কোহাই তৈয়ার করেন। (৮) হুজুরের পঁচিশ অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে কোরেশগণ উহাকে নূতন করিয়া তৈয়ার করেন। ইহাতে স্বয়ং নবী করীম (ছঃ) ও শরীক ছিলেন এবং হুজুর আপন কাঁধে করিয়া পাথর জোগাড় দিয়াছিলেন। এই সময়ে হাজরে আছওয়াদকে নিয়া কোরেশদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল। হুজুর উহার ফয়সালা এইভাবে করেন যে একটা চাদরের মধ্যে পাথরটা আমি রাখিতেছি তোমরা প্রত্যেক গোত্রের এক এক জন লোক উহার এক এক কিনারা ধর। এই-ভাবে দেওয়ালের পাশে নেওয়া হইলে হুজুর বলিলেন, সকলে আমাকে অনুমতি দিয়া উকিল বানাইলে পাথরটা আমি যথাস্থানে রাখিতে পারি, সকলেই অনুমতি দিল। হুজুর নিজ হাতে উপরে রাখিয়া দিলেন। এই তৈয়ারী উপলক্ষে কাফেরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ইহাতে কোন হারাম উপার্জিত পয়সা লাগাইবেনা। তাই হালাল উপার্জনের পয়সা শেষ হইয়া যাওয়াতে হাতীমের দিকে কিছুটা দেওয়াল পিছু হটাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই কা'বার কিছুটা অংশ বাহিরে থাকিয়া যায়। দরজা ও ইব্রাহিম (আঃ) এর ভিত্তির খেলাফ কিছুটা উঁচু করিয়া দেওয়া হয় যেন সিড়ি ব্যতীত প্রত্যেকেই উঠিতে না পারে। হুজুরের বড় আরজু ছিল কা'বা শরীফকে ইব্রাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর নূতন করিয়া গড়িবার, কিন্তু হুজুরের জীবনে তাহা সম্ভব হয় নাই।

(৯) চৌষট্টি হিজরীতে এজীদের সেনাবাহিনী যখন আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েরের উপর আক্রমণ করিয়াছিল তখন আগুনের গোলায় কা'বা শরীফের গেলাপ জ্বলিয়া যায় দেওয়ালও অনেকটা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। ঐ সময় এজীদের মৃত্যু সংবাদ আসিলে সৈন্যগণ চলিয়া যায় এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া হুজুর (ছঃ) এর ইচ্ছানু-যায়ী নূতন করিয়া গড়েন। হাতীমকে ঘরের ভিতর শামিল করেন এবং দরজা নীচু করিয়া উহার মোকাবেলা আর একটি দরজা তৈয়ার করেন যেন লোকজন এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া আর এক দরজা দিয়া বাহির হইতে পারে। চৌষট্টি হিজরী জমাদিউল আখেরে ঐ কাজ শুরু হইয়া পঁয়ষট্টি হিজরী রজব মাসে উহা শেষ হয়। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের ঐ খুশীতে এক জবরদস্ত দাওয়াতের এন্তেজাম করেন এবং একশত উট

www.BANGLAKITAB.com

জবেহ করিয়া খাওয়ান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হাঙ্গামার সময় হজরত ইছমাইলের পরিবর্তে জান্নাতের যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল কা'বা শরীফে রক্ষিত সেই দুম্বার শিংটা হারাইয়া যায়। ইন্নালিল্লাহ—

(১০) হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের এন্তেকালের পর খলীফা এবনে জোবায়েরের গড়নকে ভাঙ্গিয়া পুরানো কোরেশদের মত আবার গড়িয়া দেয়। আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউছুফের সেই গড়নের উপর কা'বা শরীফ রহিয়াছে। খলীফা হারুনুর রশীদ এবং অন্যান্য খলীফা চাহিয়াছিল উহাকে ভাঙ্গিয়া হুজুর (ছঃ) এর মনশা মোতাবেক আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের মত আবার গড়িবে কিন্তু ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ কঠোর-ভাবে নিষেধ করেন, কেননা ইহাতে কা'বা ঘর রাজা বাদশাহগণের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত হইবে।

(১১) ১০২১ হিজরীতে ছোলতান আহমদ তুর্কী কা'বা ঘরের কিছুটা মেরামত করেন।

(১২) ১০৩৯ হিজরীতে ভীষণ বন্যার দরুন কা'বা ঘরের কোন কোন দেওয়াল নষ্ট হয়, ছোলতান মুরাদ সেই সময় উহার বিধ্বস্ত অংশের সংস্কার করেন। হজরত শাহ্ আবদুল আজিজ (রাঃ) লিখিয়াছেন, বর্তমানে হাজরে আছওয়াদের দিকের অংশ এবনে জোবায়েরের গড়া এবং বাকী অংশ ছোলতান মুরাদ কর্তৃক গড়া। ১৩১৭ হিজরী মহরম মাসে বাদশা এবনে ছউদ কা'বা শরীফের দরজা কেওয়াড় এবং চৌকাঠ নূতন করিয়া তৈয়ার করেন।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ -

"আল্লাহ পাক সম্মানিত কা'বা শরীফকে মানুষের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বস্তু বানাইয়াছেন।"

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন মানুষ যতদিন পর্যন্ত এই ঘরের হজ্ব করিবে এবং সেইদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবে ততদিন পর্যন্ত দ্বীনের উপর কায়েম থাকিবে।

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন খুব বেশী বেশী করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ কর। এই ঘর দুই বার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আবার যখন ধ্বংস হইবে তখন উহাকে উঠাইয়া নেওয়া হইবে। ইমাম গাজ্জালী হজরত আলীর বর্ণনা নকল করেন যে আল্লাহ পাক যখন দুনিয়াকে ধ্বংস করিবার মনস্থ করিবেন তখন সর্বপ্রথম কা'বা শরীফকে বরবাদ করা হইবে, তারপর

বাকী সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেয়ামতের পূর্বে কা'বা শরীফ ধ্বংস হইবে বলিয়া অনেক রেওয়ায়েত আছে। হুজুর বলেন যেই হাবশী কা'বা ঘরের এক একটা ইটকে ধ্বংস করিবে সে যেন আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। হুজুর আরও বলেন মানুষ যতদিন বায়তুল্লার হক অনুসারে তাজীম করিবে সুখ শান্তিতে থাকিবে আর যখন উহার সম্মান ছাড়িয়া দিবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অন্য হাদীছে আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইব্রাহীমকে না উঠাইয়া নেওয়া পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না।

একটি হাদীছে আছে ইহাও কেয়ামতের একটি আলামত যে হাবশার অধিবাসীরা কা'বা শরীফে হামলা করিবে। এত বড় লস্কর হইবে যে তাহাদের এক অংশ হাজরে আছওয়াদের নিকট থাকিবে অপর অংশ জেদ্দানগরীতে থাকিবে। বায়তুল্লার একটি একটি করিয়া পাথর তাহারা ধ্বংস করিবে।

( ) عن ابن عباس قال قال رسول الله ص ان الله فى كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين اربعون للمصلين وعشرون للناظرين - (بيهقى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, কা'বা শরীফের উপর দৈনিক আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একশত বিশটা রহমত নাজেল হয় তন্মধ্যে ষাট রহমত তওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশ রহমত নামাজীদের জন্য এবং বিশ রহমত দর্শকদের জন্য। (বয়হকী)

ফায়দা - বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে নজর করাও এবাদত, ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব বলেন, যে ঈমান এবং একীনের সহিত বায়তুল্লার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সে গোনাহ হইতে এমনভাবে পাক হইবে যেমন আজ মায়ের পেট হইতে জন্ম নিল। আবু ছায়েব বলেন তাহার গোনাহ এমন ভাবে ঝরিয়া যায় যেমন গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়। এবং যেই ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া তওয়াফ এবং নফল নামাজ না পড়িয়া শুধু বায়তুল্লাকে দেখিতে থাকিবে সে ঐ ব্যক্তি হইবে উত্তম যে বাড়ীতে বসিয়া বায়তুল্লাহকে না দেখিয়া নফল নামাজ পড়ে, হজরত আতা (রাঃ) বলেন বায়তুল্লাহকে দেখাও এবাদত। যে বায়তুল্লাহকে দেখিল সে যেন সারা রাত্রি জাগ্রত রহিল। দিন ভর রোজা রাখিল, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিল এবং আল্লার

www.BANGLAKITAB.com

দিকে রুজু করিল! তিনি আরও বলেন একবার বায়তুল্লাহকে দেখা এক বৎসরের নফল এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব।

তাউছ এবং ইব্রাহীম নখঈ হইতেও ঐ ভাবে রেওয়ায়েত আসিয়াছে।

তাওয়াফ কারীদের উপর বেশী বেশী রহমত অবতীর্ণ হয় বশতঃ হারাম-শরীফে তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়িয়া তওয়াফ করাই উত্তম। তবে নামাজের সময় নিকটবর্তী হইলে তওয়াফ করিবে না। ভাগ্যবান ঐ সব লোক যাহারা বেশী বেশী তওয়াফ করিবার তওফীক লাভ করিয়াছেন।

কুরজ এবনে আবরা নামীয় এক বুজুর্গ ছিলেন, দিনে সত্তরবার এবং রাত্রে সত্তরবার তিনি তওয়াফ করিতেন যাহার দ্বারা দৈনিক তিরিশ মাইল হইত। প্রতি তওয়াফের পর দুই রাকাত নফল পড়িতেন ফলে দুই শত আশী রাকাত নফল হইত তদুপরি দৈনিক দুইবার কোরান শরীফ খতম করিতেন। এইসব বুজুর্গেরাই আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দিগীর জন্য অনেক কিছু উপার্জন করিয়া গিয়াছেন।

(২) عن ابن عباس قال قال رسول الله ص فى الحجر والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق - (ترمذى)

হুজুরে পাক (ছঃ) কছম খাইয়া এরশাদ করেন কেয়ামতের দিন হাজরে আছওয়াদের দুইটি চক্ষু হইবে যদ্দারা যে দেখিতে পাইবে এবং একটি জবান হইবে যদ্বারা সে বলিতে পারিবে, যে কোন ব্যক্তি ছহী তরীকায় তাহাকে চুম্বন করিবে তাহার জন্য সাক্ষী দিবে।

ছহী তরীকায় চুম্বন করা অর্থ ঈমান এবং একীনের সহিত চুম্বন করা। হজরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর ফরমাইয়াছেন কা'বা শরীফের একটি জবান এবং দুইটি ঠোঁট আছে পূর্বেকার জমানার সে আল্লার দরবারে অভিযোগ করিল যে হে খোদা! আমার জিয়ারত বহুত কম সংখ্যক লোকে করিতেছে এবং আমার দিকে লোকজন কম আসিতেছে। আল্লাহ পাক উত্তর করিলেন আমি এমন এক জাতি তৈয়ার করিতেছি যাহারা খুশু খুজুর সহিত বেশী বেশী করিয়া নামাজ পড়িবে এবং তোমার দিকে এমন ভাবে ঝুকিবে যেমন কবুতর আপন ডিমের দিকে ঝুকিতেছে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনী কেয়ামতের দিন এমন ভাবে আসিবে যে তাহাদের দুইটি করিয়া জবান ও ঠোঁট হইবে। যাহারা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে তাহারা আল্লাহর সহিত করা অঙ্গীকারকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষী দিবে।

হজরত ওমর ফারুক এক সময় তওয়াফ করিয়া হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করিয়া বলিলেন তুমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকছান পৌছাইবার কোন ক্ষমতাই তোমার মধ্যে নাই। আমি হুযুর (ছঃ) কে তোমায় চুম্বন করিতে না দেখিলে কখনও তোমাকে চুম্বন করিতাম না। নিকটেই দণ্ডায়মান হজরত আলী বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন। লাভ নোকছানের ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে। হজরত ওমর বলিলেন, তাহা কেমন করিয়া? হজরত আলী উত্তর করিলেন। রোজে আজলের সময় যখন আল্লাহ পাক সমস্ত বান্দার নিকট হইতে আপন প্রতিপালক হওয়ার স্বীকারোক্তি লইয়াছিলেন তখন সে স্বীকারোক্তিকে একটি কিতাবে লিখিয়া এই পাথরের মধ্যে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দান করিবে যে অমুক আপন অঙ্গীকার পুরা করিয়াছে এবং অমুক পুরা করে নাই। (এতহাফ) সম্ভবতঃ এখানে যে দোয়া পড়িতে হয় এই জন্য উহার শব্দ নিম্নরূপ:

اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك

হে খোদা! তোমার উপর ঈমান লইয়া এবং তোমার কিতাবকে বিশ্বাস করিয়া এবং তোমার সহিত কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিয়া (চুমা দিতেছি)

মানুষের আকীদা কি করিয়া মজবুত থাকে সেই বিষয় হজরত ওমর খুব চিন্তা ফিকির করিতেন, আকীদা বিনষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া যেই বৃক্ষের নীচে বয়আতে রেজওয়ান হইয়াছিল এবং পবিত্র কোরানেও সেই বিষয় আল্লাহ পাক আপন রেজামন্দির ছনদ নাজেল করিয়াছেন—

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة -

সেই বৃক্ষকে হজরত ওমর কাটিয়া ফেলেন যেহেতু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে মানুষ সেই বৃক্ষের নীচে বরকতের জন্য আশা যাওয়া করে! এই ভাবে হজরত ওমর এখানেও চিন্তা করিলেন যে মানুষ পাথর মূর্তি পূজা হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়াছে। এমন যেন না হয় যে, হাজরে-আছওয়াদ নামক পাথরকেও মূর্তি পূজার মত মনে করিয়া আল্লার নৈকট্য লাভের অছিলা সাব্যস্ত করিয়া লয়। তাই তিনি সাবধানতার

www.BANGLAKITAB.com

জন্য সেই পাথরের কোন সম্মান করেন নাই। (এতহাফ)

এইভাবে স্বয়ং কা'বা শরীফের বিষয় ওমর (রাঃ) বলেন ইহাতে কতকগুলি প্রস্তর নির্মিত একটি ঘর। তবে আল্লাহ পাক উহাকে আমাদের কেবলা বানাইয়াছেন যেন জীবিতাবস্থায় উহার দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ি এবং মৃত্যুর পর উহার দিকে মুখ করিয়া শোওয়ান হয়।

অন্য হাদীছে আছে হজরত ওমর যখন হাজরে আছওয়াদের নিকট পৌঁছেন তখন বলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তুমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকছানের ক্ষমতা তোমার মধ্যে নাই। আমার রব ত তিনি যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। হুজুর (ছঃ) কে তোমায় চুমা দিতে ও হাত লাগাইতে যদি আমি না দেখিতাম তবে কিছুতেই আমি তোমাকে চুমা দিতাম না এবং স্পর্শও করিতাম না।

মূলকথা হজরত ওমরের উদ্দেশ্য ছিল আমরা শুধু হুকুম পালন করি। নচেৎ ইট পাথরের সঙ্গে আমাদের এবাদতের কোন সম্পর্ক নাই। হজরত আলী বলেন যে ইহার মধ্যে লাভ নোকছানের ক্ষমতা আছে, তার অর্থ হইল সাক্ষী দিয়া উপকার করে যেমন আজানের শব্দ ততটুকু জায়গায় পৌঁছে, যাবতীয় বস্তু মোয়াজ্জেনের জন্য সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সাক্ষ্য দিবে বিধায় ঐসব বস্তু উপাসনার যোগ্য হইয়া যাওয়া কোন জরুরী নয়।

(৩) عن ابن عباس رض قال قال رسول الله ص نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى ادم - (ترمذى - احمد)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন—হাজরে আছওয়াদ (কাল পাথরটি) বেহেশ্‌ত হইতে যখন অবতীর্ণ হয় তখন দুগ্ধ হইতেও সাদা ছিল কিন্তু মানুষের পাপরাশী উহাকে কাল করিয়া দিয়াছে।

অর্থাৎ মানুষের হাতের স্পর্শে উহা কাল হইয়া যায়। খুব চিন্তা করিবার বিষয় শুধু হাতের স্পর্শে পাথর কালো হইয়া যায় আর যেইসব দিল সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকে, না জানি ঐ সব দিলের কি অবস্থা।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে মানুষ যখন একটি গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি দাগ পড়িয়া যায়। পরে সে তওবা করিলে উক্ত দাগ মুছিয়া যায় এবং অন্তর পরিস্কার হইয়া যায়। আর যখন দ্বিতীয় গোনাহ করে তখন দ্বিতীয় দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে হইতে হইতে

সমস্ত অন্তর কাল হইয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেন খারাপ আমলের দরুন তাহাদের অন্তরে মরিচা জমা হইয়া গিয়াছে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইব্রাহীম জান্নাতের দুইটি ইয়াকুত পাথর। যদি হাজরে মোশরেকগণ উহাকে স্পর্শ না করিত তবে যে কোন রুগী উহা স্পর্শ করিত সে যত বড় মারাত্মক রুগীই হউক না কেন ভাল হইয়া যাইত।

(৪) عن ابى هريرة (رض) ان النبى ص قال وكل به سبعون ملكا يعنى الركن اليمانى فمن قال اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى الدنيا والاخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وقنا عذاب النار قالوا امين - (مشكوة)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন রোকনে ইয়ামনীতে সত্তর জন ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে। যেই ব্যক্তি সেখানে গিয়া বলে, হে খোদা! আমি তোমার নিকট দুনিয়া এবং আখেরাতের সুখ এবং শান্তি কামনা করিতেছি এবং ক্ষমা ও সুস্থতা চাহিতেছি, হে খোদা! তুমি আমাদিগকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর তখন ঐ ফেরেশতারা আমীন বলিতে থাকে।

রোকনে ইয়ামনী বহুত বড় বরকতের স্থান। হজরত এবনে ওমর বলেন যেইদিন হইতে আমরা হুজুরকে রোকনে ইয়ামনীতে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে যে কোন অবস্থায় আমরা উহার চুম্বন ত্যাগ করি নাই। রোকনে ইয়ামনীতে চুম্বনের অর্থ হইল তওয়াফের সময় উহার উপর হাত ফিরান। অন্য হাদীছে আছে হুজুর উহাতে চুম্বন করিতেন।

হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনীকে চুম্বন করার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কেহ যেন কোন কষ্ট না পায়! কেননা চুম্বন করা মোস্তাহাব আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

(৫) عن ابن عباس (رض) يقول سمعت النبى ص يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء ما دعا الله فيه عبد الا استجاب بها (حصن)

এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন আমি হুজুরকে বলিতে শুনিয়াছি মোলতাজাম এমন একটি স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। এমন কোন দোয়া সেখানে হয় নাই যাহা কবুল হয় নাই।

মোলতাজাম ঃ কা'বা ঘরের দরওয়াজা হইতে হাজরে আছওয়াদ

www.BANGLAKITAB.com

পর্যন্ত স্থানকে মোলতাজাম বলা হয় মোলতাজাম শব্দের অর্থ চাপিয়া যাওয়া বা জড়াইয়া ধরা। হজরত এবনে আববাছ (রাঃ) ঐস্থানে দাঁড়াইয়া নিজের বুক এবং চেহারাকে দেওয়ালের সহিত চাপিয়া উভয় হাতকে লম্বা করিয়া মিলাইয়া বলেন, আমি হুজুরে আকদাছ (ছঃ) কে এই ভাবে করিতে দেখিয়াছি। এই স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয় যেই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে আমার মরহুম ওস্তাদ হইতে হুজুরে পাক (ছঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক ওস্তাদ হাদীছ বয়ান করিবার সময় আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি সেখানে দোয়া করিয়াছি এবং উহা আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন এই নাপাক লিখকেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

যে যে স্থানে দোয়া কবুল হয়

হজরত হাছান বছরী (রাঃ) একটি পত্রে মক্কা ওয়ালাদের নিকট লিখিয়া ছিলেন যে মক্কা শরীফে পনেরটা স্থানে দোয়া কবুল হয়। নং তাওয়াফ করিবার সময়, ২নং মোলতাজামের মধ্যে. ৩নং মীজাবে রহমতের নিকট ৪নং কা'বা শরীফের ভিতর, ৫নং জমজম কুপের নিকট, ৬ ও ৭নং ছাফা মারওয়া পাহাড়ের উপর, ৮নং ঐ দুই পাহাড়ে দৌড়িবার সময়, ৯নং মোকামে ইব্রাহীমের কাছে, ১০নং আরাফাতের ময়দানে ১১নং মোজদালাফায়, ১২নং মিনায় ১৩নং শয়তানকে পাথর মারার তিন জায়গায় (হেছনে হাছীন) কেহ কেহ বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় তাওয়াফ করিবার স্থানে, হাতীম, হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনীর মাঝখানের স্থানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ মোলতাজাম, রোকনে ইয়ামনী হইতে আরম্ভ করিয়া কা'বা ঘরের পশ্চিম দরওয়াজা যাহা বর্তমানে বন্ধ আছে উহাকে কবুলিয়তের স্থান বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৬) عن انس بن مالك (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الرجل فى بيته بصلوة وصلوته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته فى المسجد الذى يجمع بخمس مائة صلوة وصلوته فى المسجد الاقصى بخمسين الف صلوة وصلوته فى مسجدى بخمسين الف صلوة وصلوته فى المسجد الحرام بمائة الف صلوة - (مشكوة)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ আপন ঘরে নামাজ পড়িলে এক নামাজে এক নামাজের ছওয়াব পায়। মহল্লার মসজিদে পড়িলে পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব পায়, জামে মসজিদে পড়িলে পাঁচ শত গুণ বেশী ছওয়াব পায়, এবং বায়তুল মোকাদ্দাছ অথবা আমার মদীনার মসজিদে পড়িলে পঞ্চাশ হাজার গুণ ছওয়াব বেশী পায়। মক্কা শরীফে নামাজ পড়িলে এক লক্ষ্য নামাজের ছওয়াব পায়।

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন মক্কা শরীফে একদিনের রোজা বাহিরের এক লক্ষ্য রোজার সমতুল্য। সেখানে এক দেরহাম খরচ করিলে এক লক্ষ্য দেরহামের সমান এবং একটি নেকী করিলে এক লক্ষ্য নেকীর সমান ছওয়াব পাওয়া যায়।

বিভিন্ন হাদীছে মসজিদে নববীর ছওয়াব মসজিদে আকছার ছওয়াবের চেয়ে অধিক আসিয়াছে। অথচ এখানে উভয় মসজিদের ছওয়াব পঞ্চাশ হাজার বলা হইয়াছে। ওলামাগণ এই হাদীছের অর্থ ইহা নিয়াছেন যে এই হাদীছে প্রত্যেক মজজিদের ছওয়াব পূর্ববর্তী মসজিদ হিসাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জামে মসজিদের ছওয়াব পাঁচ শত নামাজ নয় বরং মহল্লার মসজিদ হইতে পাঁচ শত গুণ বেশী। এই হিসাব মতে জামে মসজিদে (১২৫০০) বার হাজার পাঁচশত নামাজের ছওয়াব মসজিদে আকছার ছওয়াব বাষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ (৬২৫০০০০০০)। মদীনার মসজিদের ছওয়াব তিন নিল বার খর্ব পঞ্চাশ আরব (৩১২৫০০০০০০০০০) এবং হারাম শরীফের ছওয়াব একত্রিশ শঙ্খ পঁচিশ পদ্ম, (৩১২৫০০০০০০০০০০০০০০) ছোবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডার অফুরন্ত।

যে কোন মসজিদে প্রবেশ করিলে এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে অতিরিক্ত এ'তেকাফের ছওয়াব ও পাওয়া যাইবে বিশেষ করিয়া হারাম শরীফ এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিতে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

(৭) عن عمر (رض) قال لان اخطى سبعين خطيئة بركية احب الى من ان اخطى خطيئة واحدة بمكة - (كنز)

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হারাম শরীফে একটা গোনাহ করা আমার নিকট হারামের বাহিরে সত্তরটা গুনাহ করার চেয়েও মারাত্মক।

যেমন মক্কা শরীফে ছওয়াব বেশী সেখানে পাপ করিলেও উহার বিপদ

www.BANGLAKITAB.com

বেশী। তাই তিনি বলেন মক্কা শরীফে একটি পাপ করার চেয়ে বাহিরে সত্তরটি পাপ করা ভাল ইমাম গাজ্জালী বলেন হারাম শরীফে গোনাহের বিষয় কঠোরভাবে নিষেধ আসিয়াছে। এইসব কারণে অনেক বুজুর্গ মক্কা শরীফে বেশী দিন থাকাকে না পছন্দ করিতেন কেননা মক্কা শরীফের আদব ও ইজ্জত রক্ষা করিয়া চলা বহুত কঠিন ব্যাপার।

ওহাব বিন আল ওয়াদ নামক এক বজুর্গ বলেন আমি একদিন হাতীমে কা'বার মধ্যে নামাজ পড়িতেছিলাম হঠাৎ কা'বা ঘরের পর্দার ভিতর হইতে আমি এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে হে আল্লাহ আমি প্রথমে আপনার নিকট এবং তারপর হে জিব্রাঈল আমি তোমার নিকট মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে, এই সব লোক আমার চতুর্দিকে হাসি ঠাট্টা এবং বেহুদা কার্য্য কলাপে লিপ্ত থাকে। যদি তাহারা এই সব ক্রিয়া হইতে বিরত না হয় তবে আমি এমন ভাবে ফাটিয়া পড়িব যে, আমার প্রতিটা পাথর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

একদা হজরত ওমর কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন তোমাদের পুর্বে আমালেকা গোত্র এই ঘরের মোতাওল্লী ছিল। ঘরের সামনে ত্রুটি করার দরুন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন. তারপর জোরহাম গোত্র ইহার খেদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঘরকে বে-ইজ্জত করার দরুন আল্লাহ পাক তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দেন। সুতরাং তোমরা ইহার সম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে উহাতে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না।

মোহাম্মদ বিন মুছা বলেন জনৈক আজমী ব্যক্তি তাওয়াফ করিতেছিল। লোকটি নেকবখত দ্বীনদার ছিল। তাওয়াফ করিবার সময় জনৈকা সুন্দরী মেয়েলোকের পায়ের অলঙ্কারের শব্দ তাঁহার কানে আসিল। লোকটি সেই মেয়েলোকটার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ রোকনে ইয়ামনী হইতে একটি হাত বাহির হইয়া তাহাকে এমন জোরে এক চড় মারিল যে উহাতে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া গেল এবং বায়তুল্লার দেওয়াল হইতে আওয়াজ আসিল যে আমার ঘর তাওয়াফ করিতেছ আর আমার গায়েরের দিকে নজর করিতেছ? থাপ্পড় সেই দৃষ্টির প্রতিদান। আর যদি বে-আদবী কর তবে আমিও অধিক প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

(৮) عن عائشة (رض) قالت كنت احب ان ادخل البيت واصلى فيه فاخذ رسول الله ص بيدى فادخلنى فى الحجر فقال صلى فى الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هى قطعة من البيت فان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت - (رواه ابوداؤد)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন আমার মনে চায় কা'বা শরীফের ভিতরে গিয়া নামাজ পড়ি। হুজুর আমার হাত ধরিয়া হাতীমের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বলিলেন কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে এখানে প্রবেশ কর কেননা ইহা ঘরের একটা অংশ বিশেষ। তোমার বংশধরগণ যখন কা'বা শরীফকে নতুন করিয়া গড়িতেছিল তখন অর্থের অভাবে এই অংশটাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া দেয়।

কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করা মোস্তাহাব উহাও দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। কোরেশগণ ঘর বানাইবার সময় দরওয়াজাকে অনেক উঁচু করিয়া দেয় যেন যে কেহ সহজে দাখেল হইতে না পারে। হুজুর (ছঃ) বলিলেন আরববাসীরা যদি নও-মুছলিম না হইত তবে আমি ঘরকে নূতন ভাবে গড়িয়া হাতীমকে ঘরের ভিতর করিয়া দিতাম। দরওয়াজা নীচু করিয়া দিতাম এবং দুইটা দরওয়াজা বানাইতাম যেন এক দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য দরওয়াজায় বাহির হওয়া যায়। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের হুজুরের ইচ্ছা মোতাবেক গড়িয়াছিলেন কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউছুফ আবার আগের মত করিয়া হাতীমকে বাহির করিয়া দেন। তাহার নিয়ত যাহাই থাকুক না কেন এখন যে কোন ব্যক্তি বিনা কষ্টে বিনা ঘুমে খাছ করিয়া মেয়েলোকেরা হাতীমে নামাজ পড়িয়া ঘরের ভিতর পড়ারই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। হাতীমের অংশ হুজুর (ছঃ) প্রায় সাত হাত পরিমাণ ঘরের অংশ বলিয়া দেখাইয়াছেন।

একটি কথা মনে রাখিবে, ঘুষ দিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ কিছুতেই জায়েজ নাই। কাহারও প্রবেশের সৌভাগ্য হইলে প্রথমে গোছল করিয়া নেহায়েত খুশু খুজুর সহিত ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আদবের সহিত দাখিল হইবে। মুজা পরিয়া দাখেল না হওয়াই ভাল। জনৈক বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কি বায়তুল্লায় দাখেল হইয়াছেন? তিনি বলেন

www.BANGLAKITAB.com

যেই পা ঘরের চারিদিকে চক্কর দিয়া ফিরে সেই কি ঘরে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে? তদুপরি আমার জানা আছে এই পা কত না অন্যায়ের দিকে চলিয়াছে।

کعبہ کس منہ سے جاؤگے غالب
شرم تم کو مگر نہیں اتی
بہ زمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برامد
کہ مرا خراب کردی بسجدۂ ریائی
بطواف کعبہ رفتم بحرم ندادند
کہ برون در چہ کردی کہ درون خانہ بیائی

বলিতেছে যে আমি যখন জমিনে ছেজদা করি তখন জমিন হইতে এই আওয়াজ আসিল যে রিয়ার ছেজদা দ্বারা তুমি আমাকে খারাপ করিয়া দিয়াছ। কাবা ঘরের জিয়ারতে যখন যাই তখন প্রবেশের অনুমতি পাইলাম না বরং বলিল যে বাহিরে কি কি কাজ করিয়া আসিয়াছ যদ্বারা ভিতরে প্রবেশের সাহস করিতেছ।

কা'বা শরীফে প্রবেশ করিলে অবশ্যই দুইটা জিনিস হইতে নিজেকে বাচাইবে কারণ উহা জাহেলদের একটা মনগড়া কাহিনী। প্রথমতঃ দরজার সামনে দেওয়ালের মধ্যে একটা কড়া আছে উহা ধরিলে নাকি কোরান শরীফের সেই উরওয়াতুল উছকা অর্থাৎ মজবুত কড়াকে ধরা হয়। দ্বিতীয় ভিতরে একটা লোহার খুটার মত আছে উহাকে মুর্খ লোকেরা দুনিয়ার নাভী বলিয়া ওখানে আপন নাভীকে ঘষে। এই দুইটি কথা সম্পূর্ণ বাজে, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জমজম

(৯) عن جابر رض يقول سمعت رسول الله ص يقول ماء زمزم لما شرب له - (ابن ماجه)

হুজুর (ছঃ) ফরমাইতেছেন জমজমের পানি যেই নিয়তে পান করা হয় সেই নিয়ত হাছেল হয়।

অন্য হাদীছে আছে উহা পেট ভরার জন্য খাইলে পেট ভরে আর তৃষ্ণা নিবারনের জন্য খাইলে পিপাসা মিটে। উহা জিব্রাইলের খেদমত ইছমাইলের রাস্তা খেদমত অর্থ জিব্রাইলের চেষ্টায় উহা বাহির হয়।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ছুফিয়ান বিন উয়াইনার খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হুজুর জমজমের পানি যে নিয়তে খায় সেই নিয়ত পুরাহয় এই হাদীছ কি সত্য? তিনি বলিলেন হাঁ সত্য। লোকটি বলিল আমি এই নিয়তে পান করিয়াছি যে আপনি আমাকে দুইশত হাদীছ শুনাইবেন। তিনি বলিলেন আচ্ছা বস। এই বলিয়া তিনি দুইশত হাদীছ শুনাইয়া দিলেন। হজরত ওমর জমজম পান করিতে বলেন ইয়া আল্লাহ্! আমি কেয়ামতের দিন পিপাসা নিবারণের জন্য পান করিতেছি। হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) বিদায় হজ্বের দিন জমজমের পানি খুব বেশী বেশী পান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমার দেখাদেখি সকলেই শুরু করিবে নচেৎ আমি বালতি ভরিয়া পান করিতাম। অন্যত্র আছে হুজুর উহার পানি চোখে দেন এবং মাথায় ঢালেন। হুজুর আরও বলেন আমাদের এবং মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হইল আমরা জমজমের পানি পেট ভরিয়া পান করি আর তাহারা সাধারণভাবে পান করে। হজরত আয়েশা জমজমের পানি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং বলিতেন হুজুরও উহা সঙ্গে নিয়া যাইতেন এবং রুগীদের উপর ছিটকাইয়া দিতেন। তাহ্নীকের সময় (বাচ্চার মুখের প্রথম খাদ্য) হজরত হাছান হোছায়েনের মুখে জমজমের পানি দেওয়া হয়। মে'রাজের রাত্রে হজরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুরের ছিনা চাক করিয়া কলবকে জমজমের পানি দ্বারা ধুইয়াছিলেন। অথচ জিব্রাঈল বেহেশ্‌ত হইতে বোরাক তশ্‌তরী আরও কতকিছু আনিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে পানিও আনিতে পারিতেন। ইহা হইতে বড় ফজীলত আর কি হইতে পারে।

হজরত এবনে আব্বাছ বলেন হুজুরে পাক (ছঃ) জমজমের পানি পান করিতে এই দোয়া পরিতেন।

اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

অর্থাৎ হে খোদা! আমি তোমার নিকট উপকারী এলেম, প্রশস্ত রিজিক ও যাবতীয় রোগ হইতে শেফা চাহিতেছি।

(১০) عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله ص لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الى ولولا ان قومى اخرجونى منك ما سكنت غيرك - (ترمذى)

www.BANGLAKITAB.com

হুজুর (ছঃ) মক্কা শরীফকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করেন, তুমি কতই না ভাল শহর এবং আমার নিকট কত প্রিয় শহর। আমার স্ববংশের লোকেরা যদি আমাকে বাহির না করিত তবে কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতাম না।

এইসব হাদীছ অনুসারে এবং লক্ষ লক্ষ নেকীওয়ালা হাদীছ মোতাবেক বুজুর্গী হিসাবে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শহর হইল মক্কা শরীফ, তবুও অনেক বুজুর্গান সেখানে বসবাস করাকে মাকরূহ বলিতেন। ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউছুফ সেখানে থাকাকে মোস্তাহাব বলেন এবং ইহার উপর ফতুয়া। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও অনেকের মতে সেখানে থাকা মাকরূহ। কেননা যেমন সেখানে ছওয়াব বেশী তেমন পাপ করিলে বিপদের আশংকাও বেশী। বসবাস করিলে বে-আদবী বা গুনাহ হইয়া যাওয়া বা সেখানের কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া স্বাভাবিক। হাঁ আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা। তবে দরবেশীর মিথ্যা দাবীদার যারা, তারা হয়তঃ শর্ত সমূহ মানিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু দাবী করা বড় আছান। কবি বলেন—

بہت مشکل ہے بچنا بادۂ گلگوں سے خلوت میں
بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا

অর্থাৎ : নির্জন স্থানে লাল রং এর শরাব হইতে সুন্দর নারী হইতে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বন্ধু মহলে নাউজুবিল্লাহ বলা সহজ। মোল্লা আলী কারী বলেন ইমাম আবু হানীফা তানার জমানায় লোকদিগকে দেখিয়া মাকরূহ বলিয়াছিলেন। আর এই জমানার লোক-দিগকে দেখিয়া হারাম বলিয়া ফতুয়া দিতেন।

এই মোল্লা আলী কারী ১০১৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন তখনকার জমানায় তিনি হারাম মন্তব্য করিয়াছেন আর আমাদের এই চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষের অবস্থা দেখিলে কি বলিতেন তা খোদাই জানেন।

মক্কা শরীফে থাকা মাকরূহ ইমাম গাজ্জালী উহার তিনটি কারণ লিখিয়াছেন। ১নং সেখানে থাকিলে মক্কা শরীফের জন্য যে একটা আগ্রহ শওক এবং অস্থিরতা তাহা হয়ত কমিয়া যাইবে। ২নং উহা হইতে বিদায়ের সময় যে একটা বিচ্ছেদের জ্বালা পোড়া এবং পুনরায় আসিবার জযবা পয়দা হয় সেটা সেখানে থাকিলে হয় না। এই জন্য কোন

কোন বুজুর্গ বলেন অনেক লোক খোরাছানে থাকিলেও তাহার সম্পর্ক বায়-তুল্লার সহিত যে তাওয়াফ করিতে থাকে তাহার চেয়ে বেশী। আবার অনেক লোক ত এমনও আছে স্বয়ং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য তাহাদের নিকট যায়। ৩নং মক্কায় থাকিয়া যদি গোনাহ হইয়া যায় তবে উহা বেশী ভয়ের কারণবশতঃ সেখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এমনি ত মক্কা শরীফের প্রতিটি স্থান এমন কি প্রতিটি ইট-পাথর এবং বালুকা পর্যন্ত বরকতওয়ালা তবে পূর্বে বর্ণিত বিশেষ স্থানসমূহ ব্যতীত বরকতের আরও কয়েকটি জায়গা রহিয়াছে। তন্মধ্যে আম্মাজান খাদীজাতুল কোবরার ঘর, যেখানে হজরত ফাতেমার জন্ম হয়। এবং ইব্রাহীম ব্যতীত হুজুরের বাকী সব আওলাদের জন্ম হয়। হিজরতের পূর্বে পর্যন্ত হুজুর যেখানে থাকেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন হারাম শরীফের পর সেইস্থান সবচেয়ে বেশী বুজুর্গ। তাছাড়া যেখানে স্বয়ং হুজুর জন্ম গ্রহণ করেন। তৃতীয় হজরত আবু বকরের বাড়ী যাহা স্বর্ণকারদের গলিতে অবস্থিত। উহাকে দারুল হিজরতও বলা হয়। হিজরতের পূর্বে প্রতিদিন হুজুর সেখানে গমন করিতেন। সেখানে দুইটা পাথর ছিল। একটা হুজুরকে ছালাম করিয়াছিল বশতঃ উহার নাম মোতাকাল্লেম, দ্বিতীয় মোত্তাকী, যাহার উপর টেক্ লাগাইয়া হুজুর বসিতেন। তারপর হজরত আলীর জন্মস্থান, দারে আরকাম, যেখানে হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুছলমানের সংখ্যা চল্লিশ জনে পরিণত হয়। উহা ছাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। এখানেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

তারপর জাবালে ছুরের গুহা যেখানে হিজরতের সময় হুজুর এবং ছিদ্দীকে আকবর আত্মগোপন করেন। কোরান পাকে ঐ গুহার উল্লেখ আছে। হেরা পর্বতের গুহা, যেখানে হুজুর নির্জনে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং সর্বপ্রথম ছুরায়ে একরা অবতীর্ণ হয়। মসজিদুর রায়াত মসজিদুল জ্বিন, যেখানে জ্বিনদের এজতেমা হইয়াছিল। হুজুর আবদুল্লাহ বিন মাছ-উদকে সঙ্গে নিয়া এক জায়গায় বসাইয়া তাহাদের নিকট গিয়াছিলেন। মসজিদুস সাজরাহ্ যাহা মসজিদে জ্বিনের নিকট অবস্থিত। সেখানে একটি গাছ আছে। গাছটি হুজুরের ডাকে মাটি চিরিয়া আসিয়াছিল এবং পুনরায় আপন স্থানে চলিয়া যায়। মসজিদুল গনম যেখানে মক্কা বিজয়ের

www.BANGLAKITAB.com

দিন হুজুর বয়আত নিয়াছিলেন। মসজিদে আজইয়াদ, মসজিদে আবু কয়েছ, মসজিদে তুয়া, মসজিদে আয়েশা, যেখান হইতে ওমরার এহরাম বাঁধা হয়। মসজিদুল আকাবা, মিনার নিকট যেখানে হিজরতের পূর্বে আনছারগণ বয়আত করিয়াছিলেন। এই মসজিদ মক্কা হইতে মিনার দিকে যাইতে রাস্তার বাম পাশে একটু দূরে অবস্থিত। মসজিদুল জায়াব, যেখানে হুজুর মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ হইতে ফেরার পথে এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। মসজিদুল কাবস, হযরত ইব্রাহীমের কোরবাণীর জায়গা। ইছমাইলকে এখানেই কোরবানী করা হয়। মসজিদুল খায়েফ, মিনার মধ্যে প্রসিদ্ধ মসজিদ, বলা হয় যে সেখানে সত্তর জন নবীর কবর আছে। গারে মোরছালাত, যেখানে ছুরায়ে মোরছালাত নাজেল হয়। জান্নাতুল মোয়াল্লা, মক্কা শরীফের কবরস্থান। সেখানে মা খাদীজার কবর রহিয়াছে।

এইসব ছাড়াও অনেক বরকত ওয়ালা জায়গা আছে। আসল কথা হইল পবিত্র মক্কা ভূমিতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আমার প্রিয় নবীজীর অথবা ছাহাবায়ে কেরামের কদম মোবারক পড়ে নাই?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ওমরার বয়ান

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সাথে সাথে যেমন নফল নামাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে যেন যে কোন মুহূর্তে আশেকীনগণ শাহেনশাহের দরবারে হাজীরা দিতে পারে। তদ্রূপ ফরজ হজ্ব ব্যতীত বৎসরের পাঁচ দিন ছাড়া (অর্থাৎ নয়ই জিলহজ্ব হইতে তেরই জিলহজ্ব পর্যন্ত) অন্য যে কোন দিন দরবারে হাজির হওয়ার জন্য ওমরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত। ইমাম আবু হানিফা এবং মালেক (রঃ) উহাকে কমপক্ষে জীবনে একবার (সামর্থ থাকিলে অথবা সেখানে পৌঁছিয়া গেলে) ছুন্নত বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী অথবা আহমদের নিকট ওয়াজেব। আবার কেহ কেহ উহাকে ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন—

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

তোমরা খালেছ আল্লার জন্য হজ্ব এবং ওমরাকে পুরাপুরি ভাবে আদায় কর।

পুরাপুরির অর্থ হইল ঘর হইতে এহরাম বাঁধিয়া বাহির হওয়া।

কিন্তু ওলামাগণ লিখিয়াছেন মীকাত হইতে এহরাম বাঁধাই উত্তম। কেননা দীর্ঘদিন এহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকিলে এহরামের বিপরীত কার্যকলাপও প্রকাশ পাইয়া যায় আর ফজীলত লাভ করার চেয়ে গোনাহ হইতে বাঁচার মূল্য অনেক বেশী।

হুজুরে পাক (ছঃ) হিজরতের পর মাত্র একবার হজ্ব করেন অথচ ওমরা করেন চারবার, তন্মধ্যে একটি কাফেরদের বাধা দেওয়ার দরুন পূর্ণ হয় নাই বাকী তিনটি পূর্ণ করিয়াছেন।

(১) عن عمرو بن عبسة (رض) قال قال رسول الله ص افضل الاعمال حجة مبرورة او عمرة مبرورة - (احمد)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নেকী ওয়ালা হজ্ব অথবা নেকীওয়ালা ওমরা।

প্রথম পরিচ্ছেদের ২রা হাদীছে এই হাদীছের পূর্ণ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে ওমরা হইল ছোট হজ্ব। অর্থাৎ প্রায় হজ্বের মতই যাবতীয় ফাজায়েল এবং বরকত ইহাতে পাওয়া যায়।

হুজুর এরশাদ করেন এক ওমরা অন্য ওমরা পর্যন্ত মধ্যভাগের যাবতীয় গোনাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।

(২) عن ابن عباس (رض) قال جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج ابو طلحة وابنه وتركاني فقال يا ام سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي - (ترغيب)

হজরত উম্মে ছোলায়েম হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আমার স্বামী এবং তাহার ছেলে আমাকে একা ছাড়িয়া হজ্বে চলিয়া গিয়াছে হুজুর বলেন রমজান মাসে ওমরা করা আমার সহিত হজ্ব করার সমতুল্য।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে হুজুর যখন হজ্বে যাইতেছিলেন তখন জনৈক মহিলা তাহার স্বামীকে বলিল আমাকে হুজুরের সহিত করাইয়া দাও। স্বামী বলিল আমার কাছে ত উট নাই স্ত্রী বলিল তোমার নিকট ত অমুক উট আছে। সে বলিল উহা আমি আল্লার রাস্তায় ওয়াক্ফ করিয়াছি। মেয়েলোকটি বাধা হইয়া রহিয়া গেল। হজ্ব হইতে ফিরিবার পর স্বামী হুজুরের নিকট পুরা ঘটনা শুনাইল। হুজুর বলিল হজ্বও ত আল্লার রাস্তা

www.BANGLAKITAB.com

ছিল। সে উটে করিয়া হজ্ব করিলে কোন অসুবিধা ছিল না। লোকটি বলিল আমার বিবি হুজুরের খেদমতে ছালাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে তখন কি উপায়ে হুজুরের সহিত হজ্ব করার ছওয়াব পাইতে পারে। তখন হুজুর বলেন তোমার স্ত্রীকে আমার ছালাম বলিয়া জানাইবে যে রমজান মাসে ওমরা করিলে আমার সহিত হজ্ব করার ছওয়াব পাইবে। (আবু দাউদ)

(৩) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله ص الحاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم - (مشكوة)

হুজুর এরশাদ করেন হজ্ব এবং ওমরা করনেওয়ালা আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি। তাহারা দোয়া করিলে আল্লাহ পাক কবুল করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

অন্যত্র আছে তিন প্রকারের লোক আল্লাহর প্রতিনিধি। মোজাহেদ, হাজী, ওমরা করনেওয়ালা। যেইরূপ বাদশাদের দরবারে যে কোন দলের বা দেশের প্রতিনিধিদের সম্মান করা ঠিক তদ্রুপ পরওয়ারদেগারের দরবারেও ইহাদের সম্মান এবং একরাম করা হয়। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়। অন্যত্র হুজুর বলেন যাহার কুদরতি হাতে আমার জান সেই খোদার হুকুম। কোন ব্যক্তি যখন কোন উঁচু ভূমিতে লাব্বায়েক বলে তখন দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাহার সম্মুখের জমীন লাব্বায়েক ও তাকবীর বলিতে আরম্ভ করে। হুজুর আরও বলেন ইহাদের এক এক দেরহাম খরচের বদলে দশ দশ লক্ষ দেরহাম দেওয়া হয়। একটি রেওয়াতে আছে মক্কার লোক যদি জানিত তাহাদের উপর হাজীদের কতটুকু হক আছে তবে তাহারা হাজীদের আগমনে তাহাদের ছওয়ারীকে পর্যন্ত চুম্বন করিত।

(৪) عن ابن مسعود (رض) قال قال رسول الله ص تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة - (رواه الترمذى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন পর পর হজ্ব এবং ওমরা করিতে থাক কেননা এই উভয় আমল গরীবী এবং গোনাহসমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া দেয় যেমন আগুনের ভাট্টি লোহা এবং স্বর্ণ চাঁদীর ময়লাকে পরিষ্কার করিয়া দেয়।

পরপর অর্থ হজ্ব ওমরা একত্রে করা বা হজ্ব করিয়া ওমরা করা ওমরা করিয়া হজ্ব করা। হজ্ব ওমরা এক এহরামে একত্রে আদায় করাকে হজ্বে কেরান বলে। হানাফী মজহাবে তিন প্রকার হজ্বের মধ্যে উহাই উত্তম। কেননা হুজুর (ছঃ) হজ্ব এবং ওমরা একই এহরামে আদায় করিয়াছেন।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে হজ্ব ওমরা পরপর আদায় করিলে হায়াত বৃদ্ধি পায় ও রুজীতে বরকত হয়। ইমাম নববী লেখেন বেশী বেশী করিয়া ওমরা করা মোস্তাহাব এবং তৌফিক থাকিলে প্রতিমাসে একবার ওমরা করা চাই।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েলোকের জন্য কি জেহাদ আছে? হুজুর বলেন আছে তবে উহাতে কাটাকাটি মারামারি নাই উহা হইল হজ্ব এবং ওমরা। জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন হুজুর! শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস আমার হয় না, আমি কি করি? হুজুর বলেন তোমাকে এমন জেহাদ শিখাইতেছি যেখানে লড়াই নাই। তাহা হইল হজ্ব এবং ওমরা করা।

(৫) عن ام سلمة ان رسول الله ص قال من اهل بعمرة من بيت المقدس غفرله - (ابن ماجه)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাছ হইতে ওমরার নিয়ত করিয়া আসিতেছে তাহার গোনাহ মাফ।

উম্মে হাকীম নামক তাবেয়ী মেয়েলোক উম্মে ছালামার নিকট এই হাদীছ শুনিয়া শুধু এহরাম বাঁধিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাছ যান সেখান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওমরা আদায় করেন।

ইহাই ছিল হাদীছের মর্য্যাদা। ছাহাবারা হাদীছ শুনিবা মাত্র নিজের শক্তি সামর্থ অনুসারে উহার উপর আমল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জিয়ারতে মদীনা

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, ফকীহ হানাফী হজরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) লিখিয়াছেন কয়েক লোক ব্যতীত সারা বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত অভিমত হইল যে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য কাজ এবং এবাদাত, তদুপরি উহা কামিয়াবীর সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাইবার